भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या
Class No. 182Gb
पुस्तक संख्या
Book No. 924.1
रा० पु०/ N. L. 38.

MGIPC—S4—59 LNL/64—1-11-65—100,000.

NATIONAL LIBRARY

This book was taken from the Library on the date last stamped. A late fee of 1 anna or 6 nP will be charged for each day the book is kept beyond a month.

MGIPC—S1—11 LNL/58—24-6-58—50,000.

গান, গৎ ও আলাপ সম্বলিত

রাগের গঠন-শিক্ষা

প্রথম ভাগ

রাগ রাগিণীর প্রকৃত উপপত্তি এবং যাবতীয় মূল-
সূত্র ও সাধনোপদেশ সম্বলিত রাগের গঠন-
শিক্ষার সহজ উপায়।

ঐকতানিক স্বর-সংগ্রহ, গীত-শিক্ষা, সরল হারমোনিয়ম-সূত্র এবং হারমোনিয়মে
গান-শিক্ষা প্রণেতা

শ্রীদক্ষিণাচরণ সেন—প্রণীত।

A comprehensive theoretical and practical treatise on the synthesis
analysis and construction of rags illustrated by numerous
examples and exercises.

HARE PRESS :—CALCUTTA

1924

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

RARE BOOK

NATIONAL LIBRARY
No. Mb-4217
DATE 18/9/09
CALCUTTA

Published by the Author.

Printed by Upendra Nath Bhattacharyya,
HARE PRESS:
46, Bechu Chatterjee Street, Calcutta.

পূর্ব্বভাষ।

এতদ্দেশে সংগীত সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত অনেক গুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় সকল গুলিই স্বরলিপির; কিন্তু এপর্য্যন্ত রাগের গঠন (composition) ও উহার বিশ্লেষণ (analysis) সম্বন্ধে এমন কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই যদ্বারা শিক্ষার্থিরা রাগ রাগিণীর গঠন ও বিশ্লেষণ শিক্ষা করিতে পারেন। ইউরোপে সংগীতের গঠন সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ঐ সকল পুস্তকের সাহায্যে তদ্দেশবাসীগণের সংগীতের গঠন শিক্ষা করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এদেশে রাগ শিক্ষা করিতে হইলে ওস্তাদের নিকট শিক্ষা ব্যতিত উপায়ান্তর নাই। একেতো এদেশে এ সম্বন্ধে কোন পুস্তক নাই, তাহাতে আবার ওস্তাদরা সরল মনে শিক্ষা দেন না। এজন্য এ দেশে অনেকের রাগ শিক্ষা করিবার আগ্রহ থাকিলেও উহা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া নিরস্ত থাকেন।

ওস্তাদদের শিক্ষা প্রণালী প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে যথা:—তাঁহারা প্রথমে শিক্ষার্থিকে কোন রাগের আলাপের কিয়দংশ মুখে মুখে শিক্ষা দেন। তৎপরে তিনি স্বয়ং অথবা অন্য কোন লোক সেই রাগের আলাপ করিলে, সেই আলাপ শিক্ষার্থিকে মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতে বলেন। শিক্ষার্থি এইরূপে সেই রাগের নানা প্রকার স্বরবিন্যাস ক্রমাগত শুনিয়া এরূপ জ্ঞান লাভ করেন যে, সেই রাগে কোন্ প্রকার বিন্যাস ব্যবহার্য্য এবং কোন্ প্রকার বিন্যাস অব্যবহার্য্য বুঝিতে সক্ষম হন; কিন্তু এতদ্বারা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, কোনও রাগে কোনও বিশেষ বিন্যাস কি কারণে ব্যবহার্য্য এবং কোনও বিশেষ বিন্যাস কি কারণে অব্যবহার্য্য হইয়া থাকে। সেইজন্য এই পুস্তক লিখিত প্রণালীতে রাগগঠন শিক্ষা করিবার সময় শিক্ষার্থিরা যাহাতে কোন্ প্রকার বিন্যাস কোন্ রাগিণীতে কি কারণে ব্যবহার্য্য ও কোন্ প্রকার বিন্যাস কি কারণে সেই রাগিণীতে অব্যবহার্য্য তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে।

ইহাতে শিক্ষার্থিদের কোন রাগ শিক্ষা করিবার উপায় স্বরূপ কেবলমাত্র সেই রাগের কয়েক খানি আলাপের স্বরগ্রাম, গান ও গৎ লিপিবদ্ধ হয় নাই, কারণ এই উপায়ের দ্বারা কেবলমাত্র ঐ সকল লিখিত স্বরগ্রাম গুলিই শিক্ষার্থিদের আয়ত্ত হইতে পারে। তদ্ব্যতিত কোন রাগের স্বরগুলিকে নানা প্রকারে বিন্যস্ত করিয়া ইচ্ছামত বিবিধ প্রকার বিন্যাস গঠন করিতে যাইলে ঐ সকল স্থলে রাগের গঠন অশুদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং যাহাতে শিক্ষার্থিরা রাগের স্বরগুলিকে ইচ্ছানুসারে নানা প্রকারে বিন্যস্ত করিয়া বিবিধ প্রকার বিশুদ্ধ বিন্যাস গঠন করিতে পারেন তজ্জন্য এই পুস্তকে পরস্থিত অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে যথা:—

(১) রাগের গঠনে পদের (phrase), স্বরান্তরের (interval) ও চতুঃস্বারিক বিন্যাসের (succession of four notes) বিচারের আবশ্যকতা।

(২) ইহাতে রাগ গঠন কালে ইহার উপাদান গুলির সংশ্লেষণ (synthesis) এবং গঠিত রাগের উপাদান গুলির বিশ্লেষণ (analysis) বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে।

(৩) কোন রাগের সহিত তাহার সমপ্রকৃতিক রাগের সম্বন্ধ বিচার।

(৪) রাগ গঠনের (construction) পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মগুলি প্রয়োগ করিয়া রাগ গঠনের উদাহরণ এবং তৎপরে সেই উদাহরণের বিশ্লেষণ।

(৫) কোন্ কোন্ সুরান্তর ও কোন্ কোন্ বিন্যাসের ব্যবহারে এবং কোন্ কোন্ সুরান্তর ও কোন্ কোন্ বিন্যাসের অব্যবহারে রাগের রূপ প্রকাশ পায় তাহার উপদেশ।

(৬) প্রত্যেক রাগ গঠনের প্রণালীর পরে সেই রাগের আলাপ, পরে এক বা একাধিক গৎ, ঐ গৎএর উপেজ ও তৎপরে এক বা একাধিক গানের স্বরলিপি লিখিত হইয়াছে।

(৭) অনেকগুলি রাগের ষড়জ সংক্রমণ প্রণালী (modulation) লিখিত হইয়াছে।

এই পুস্তকে রাগগুলি সময়োপযোগী করিয়া পর পর লিখিত না হইয়া যে রাগ যে রাগের সহিত নিকট সম্বন্ধবিশিষ্ট সেই রাগের পর সেই রাগের গঠনপ্রণালী লিখিত হইয়াছে। অতএব শিক্ষার্থিদিগকে বিশেষরূপে সতর্ক করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন প্রথম হইতেই একটি রাগ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করিয়া তৎপরে পরস্থিত রাগ শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন, কারণ কোন রাগের পূর্ব্ববর্ত্তী রাগ গঠনের নিয়মের উপর অনেক স্থলে পরবর্ত্তী রাগ গঠনের প্রণালী নির্ভর করে। অতএব এই পুস্তক হইতে রাগের গঠন শিক্ষা করিতে হইলে শিক্ষার্থিদিগকে এইরূপে পর পর অগ্রসর হইতে হইবে যথা :—(১) সংগীতের মূলসূত্র, (২) রাগ গঠনের সাধারণ নিয়ম, এবং তৎপরে (৩) ইমন রাগ হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর এক একটী রাগ শিক্ষা করিবেন।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইহাতে প্রত্যেক রাগের এক একটি আলাপ ও কোন কোন রাগের একাধিক গানের স্বরলিপি প্রদত্ত হইয়াছে; সুতরাং যাঁহারা রাগের গঠন শিক্ষা করিবার জন্য ক্লেশ স্বীকার করিতে ইচ্ছা না করেন তাঁহাদের পক্ষেও ঐ সকল আলাপ, গৎ, উপজ ও গানের জন্য এই পুস্তক বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে।

অধিকন্তু এই পুস্তক হইতে কোন রাগ শিক্ষা করিবার পর শিক্ষার্থিরা কোন স্থানে ঐ রাগের গান গৎ বা আলাপ শ্রবণ করিবামাত্র সহজে বুঝিতে পারিবেন যে উহা ঐ রাগের গান, গৎ বা আলাপ কিনা।

এই পুস্তক লিখিত বিষয়গুলি সম্পূর্ণ নূতন। যদি কোন শিক্ষার্থি রাগ গঠনের সমস্ত নিয়মগুলি পাঠ করিয়া ঐ সকল নিয়ম অনুসারে বিশুদ্ধরূপে রাগ গঠনে কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে এই পুস্তকের উপযোগীতার প্রমাণ হইবে এবং গ্রন্থকার ও তাহার শ্রম সফল জ্ঞান করিবে।

এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণে আমার সুযোগ্য শিষ্য এবং সংগীতানুরাগী শোভাবাজার রাজ বাটির শ্রীপ্রমোদকৃষ্ণ দেব যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এজন্য তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ রহিলাম।

আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র গুহ মহাশয় এই পুস্তক মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে পাণ্ডুলিপি বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে কোন শিক্ষার্থির কোন রাগ জানা না থাকিলেও কেবলমাত্র এই পুস্তক দৃষ্টে সেই রাগের গঠন সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিতে পারিবেন। অধিকন্তু এই পুস্তক প্রণয়ন কালে সময়ে সময়ে বিবিধ সদুপদেশ দ্বারা আমাকে সতর্ক করিয়া বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

সাধারণ সূচী।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক
সংগীতের মূলসূত্র	১
স্বরলিপি	১
সপ্তক	১
অনুলোম ও বিলোম	১
উদারা, মুদারা ও তারা	১
সুরের ব্যবধান	২
বিকৃত সুর	২
গ্রাম	৩
মাত্রা	৪
আশচিহ্ন	৬
সংগীতে প্রস্বন	৬
বার, প্রস্বন ও তাল	৭
ঠাট	৭
রাগ গঠনের সাধারণ নিয়ম ...	৭
পদ বিভাগের আবশ্যকতা ...	৯
পদের শেষ সুর	৯
রাগের গঠনে সুরান্তর ...	১০
ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন বিন্যাসে উল্লম্ফনে সুরের ব্যবহার	১০
সম্পূর্ণ জাতীয় রাগে ৩য় বা তদপেক্ষা বৃহদন্তর বিশিষ্ট সুরের ব্যবহার	১২
রাগের গঠনে সুরান্তর	১৩
রাগের বিন্যাসে সুরের ব্যবহার ...	১৪
রাগের নিষিদ্ধ সুর বা সুরান্তর ...	১৫
চতুঃস্বারিক বিন্যাস	১৫
নিষিদ্ধ চতুঃস্বারিক বিন্যাস ..	১৫
রাগের গঠনে সুরান্তরের বিচারের আবশ্যকতা	১৫
রাগের গঠনে চতুঃস্বারিক বিন্যাসের বিচারের আবশ্যকতা ...	১৬
পরিবর্তিত চতুঃস্বারিক বিন্যাস ...	১৬
নিষিদ্ধ সুরান্তরের পরিহারে পরিবর্তিত চতুঃস্বারিক	১৭
নিষিদ্ধ চতুঃস্বারিকের ব্যবহারে সুরের পুনরাবৃত্তি	১৭
আংশিক চতুঃস্বারিক বিন্যাস ...	১৭
রাগের রূপ প্রকাশক সুর ও বিন্যাস ...	১৮
স্বরবিন্যাসের বিচিত্রতা ...	১৮
পদের গঠন	২০

বিষয়।	পত্রাঙ্ক
সংক্ষেপে রাগ গঠনের সাধারণ নিয়ম	২১
স্বরবিন্যাসের বিচিত্রতার জন্য সাধারণ নিয়ম	২২
পদ গঠনের সহজ প্রণালী ...	২৩
ইমন	২৪
ইমনের রূপ প্রকাশক সুর ...	২৪
ইমনের গঠনে সুরান্তর ...	২৫
ইমনে সচরাচর ব্যবহৃত বিন্যাস ...	৩০
রাগের বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী ও বিবাদী সুর	৩০
ইমনের প্রয়োজনীয় সুর ...	৩১
চতুঃস্বারিক গ্রাম	৩৩
ইমনের চতুঃস্বারিক গ্রাম ...	৩৩
ইমনে প্রথম চতুঃস্বারিক গ্রাম ...	৩৫
প্রথম চতুঃস্বারিক গ্রামের কতিপয় বিন্যাস	৩৫
সাধন	৩৫
ইমনে দ্বিতীয় চতুঃস্বারিক গ্রাম ...	৩৫
দ্বিতীয় চতুঃস্বারিক গ্রামের কতিপয় বিন্যাস	৩৫
সাধন	৩৬
ইমনে পদের শেষে ব্যবহার্য্য সুর ...	৩৬
চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সাহায্যে রাগের পদ গঠন	৩৭
চতুঃস্বারিক বিন্যাস গঠন প্রণালী ...	৪৩
কতিপয় সাংগীতিক শব্দের ব্যাখ্যা ...	৪৭
ইমনে ষড়্জ সংক্রমণ	৫১
ভূপালী	৫৪
কল্যাণ	৬৪
ইমন কল্যাণ	৭৮
বিভাস	৮১
হিন্দোল	৯৫
কেদারা	১০২
মালশ্রী ..	১১৭
বেহাগ	১২৩
গৌড় সারঙ্গ	১৪০
শঙ্করা	১৫৩
হাম্বীর	১৬৫
শ্যাম	১৬৮
বেলাবলী	১৯৩
বৃন্দাবনী সারঙ্গ	২০৬

BENGAL LIBRARY
... BUILDINGS.
CALCUTTA.

রাগের গঠন শিক্ষা।

সংগীতের মূলসূত্র।

স্বরলিপি।

যেরূপ আটচল্লিশটি বর্ণ ও কতিপয় চিহ্নদ্বারা বাঙ্গালা ভাষা লিখিত হয়, সেইরূপ সা ঋ গ ম প ধ নি এই সাতটি বর্ণ ও কতকগুলি চিহ্নদ্বারা সংগীতও লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ লিপিবদ্ধ সংগীতকে স্বরলিপি কহে।

সপ্তক।

ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সাতটি সুরের আদি বর্ণ লইয়া ইহারা সংক্ষেপে সা ঋ গ ম প ধ নি নামে উক্ত হয়। এই সাতটি সুরের সমষ্টিকে সপ্তক কহে।

অনুলোম ও বিলোম।

সা হইতে আরম্ভ করিয়া ঋ গ ম ইত্যাদি ক্রমে উত্থানকে অনুলোম বা আরোহী কহে। কারণ সা অপেক্ষা ঋ উচ্চ, ঋ অপেক্ষা গ উচ্চ, গ অপেক্ষা ম উচ্চ ইত্যাদি। নি হইতে আরম্ভ করিয়া ধ প ম ইত্যাদি ক্রমে অবতরণকে বিলোম বা অবরোহী কহে, কারণ নি অপেক্ষা ধ নিম্ন, ধ অপেক্ষা প নিম্ন, প অপেক্ষা ম নিম্ন ইত্যাদি।

অনুলোমে সা ঋ গ ম প ধ নি এই সাতটি সুরের পর আরো উচ্চে আরোহণ করিলে পুনরায় সা ঋ গ ম ইত্যাদি সুর পাওয়া যায়।

বিলোমে নি ধ প ম গ ঋ সা এই সাতটি সুরের পর আরো নিম্নে অবরোহণ করিলে পুনরায় নি ধ প ম ইত্যাদি সুর পাওয়া যায়।

উদারা, মুদারা ও তারা।

অনুলোমে ক্রমাগত আরোহণ ও বিলোমে ক্রমাগত অবরোহণ করিলে অনেকগুলি সুর পাওয়া যায়; কিন্তু তিন সপ্তক সুর হইলেই ভারতীয় সংগীতের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। ঐ তিন সপ্তকের নাম উদারা অর্থাৎ নিম্ন, মুদারা অর্থাৎ মধ্য ও তারা অর্থাৎ উচ্চ সপ্তক। যে সকল সুরের নিম্নে এইরূপ (.) বিন্দু চিহ্ন থাকে

BENGAL LIBRARY
BUILDINGS.
CALCUTTA.

রাগের গঠন শিক্ষা।

সংগীতের মূলসূত্র।

স্বরলিপি।

যেরূপ আটচল্লিশটি বর্ণ ও কতিপয় চিহ্নদ্বারা বাঙ্গালা ভাষা লিখিত হয়, সেইরূপ সা ঋ গ ম প ধ নি এই সাতটি বর্ণ ও কতকগুলি চিহ্নদ্বারা সংগীতও লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ লিপিবদ্ধ সংগীতকে স্বরলিপি কহে।

সপ্তক।

ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সাতটি সুরের আদি বর্ণ লইয়া ইহারা সংক্ষেপে সা ঋ গ ম প ধ নি নামে উক্ত হয়। এই সাতটি সুরের সমষ্টিকে সপ্তক কহে।

অনুলোম ও বিলোম।

সা হইতে আরম্ভ করিয়া ঋ গ ম ইত্যাদি ক্রমে উত্থানকে অনুলোম বা আরোহী কহে। কারণ সা অপেক্ষা ঋ উচ্চ, ঋ অপেক্ষা গ উচ্চ, গ অপেক্ষা ম উচ্চ ইত্যাদি। নি হইতে আরম্ভ করিয়া ধ প ম ইত্যাদি ক্রমে অবতরণকে বিলোম বা অবরোহী কহে, কারণ নি অপেক্ষা ধ নিম্ন, ধ অপেক্ষা প নিম্ন, প অপেক্ষা ম নিম্ন ইত্যাদি।

অনুলোমে সা ঋ গ ম প ধ নি এই সাতটি সুরের পর আরো উচ্চে আরোহণ করিলে পুনরায় সা ঋ গ ম ইত্যাদি সুর পাওয়া যায়।

বিলোমে নি ধ প ম গ ঋ সা এই সাতটি সুরের পর আরো নিম্নে অবরোহণ করিলে পুনরায় নি ধ প ম ইত্যাদি সুর পাওয়া যায়।

উদারা, মুদারা ও তারা।

অনুলোমে ক্রমাগত আরোহণ ও বিলোমে ক্রমাগত অবরোহণ করিলে অনেকগুলি সুর পাওয়া যায়; কিন্তু তিন সপ্তক সুর হইলেই ভারতীয় সংগীতের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। ঐ তিন সপ্তকের নাম উদারা অর্থাৎ নিম্ন, মুদারা অর্থাৎ মধ্য ও তারা অর্থাৎ উচ্চ সপ্তক। যে সকল সুরের নিম্নে এইরূপ (.) বিন্দু চিহ্ন[illegible]

IMPERIAL LIBRARY

তাহারা উদারা, যে সকল সুরের নিম্নে বা উপরে ঐরূপ বিন্দু চিহ্ন নাই, তাহারা মুদারা ও যে সকল সুরের উপরে বিন্দু চিহ্ন আছে তাহারা তারা সপ্তকের সুর যথা :—

উদারা সপ্তক।	মুদারা সপ্তক।	তারা সপ্তক।
সা ঋ গ ম প ধ নি • • • • • • •	সা ঋ গ ম প ধ নি	সাঁ ঋঁ গঁ মঁ পঁ ধঁ নিঁ

সুরের ব্যবধান।

সা ঋ গ ম প ধ নি ও তৎপরবর্ত্তী সা এই আটটি সুরের প্রত্যেক দুইটি সুরের মধ্যস্থিত ব্যবধান সমান নাই যথা :—১ম ও ২য়, ২য় ও ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম, ৫ ও ৬ষ্ঠ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম অর্থাৎ সাঋ, ঋগ, মপ, পধ ও ধনি ইহাদের প্রত্যেক দুইটি সুর পূর্ণান্তরে অবস্থিত। আর ৩য় ও ৪র্থ এবং ৭ম ও ৮ম অর্থাৎ গম ও নিসা ইহাদের প্রত্যেক দুইটি সুর অর্দ্ধান্তরে অবস্থিত।

বিকৃত সুর।

সা হইতে পূর্ণান্তরে অর্থাৎ ঋতে না উঠিয়া অর্দ্ধান্তরে উঠিলে যে সুর পাওয়া যায়, তাহা ঋ অপেক্ষা কোমল অর্থাৎ নিম্ন, এজন্য ইহাকে কোমল ঋ কহে। ঐ কোমল ঋ আবার সা অপেক্ষা উচ্চ; এই নিমিত্ত ইহাকে কড়ি বা তীব্র সা কহে (১)। ঐরূপ ঋ ও গর মধ্যস্থিত সুর কড়ি ঋ বা কোমল গ, ম ও প'র মধ্যস্থিত সুর কড়ি ম বা কোমল প, প ও ধ'র মধ্যস্থিত সুর কড়ি প বা কোমল ধ, ধ ও নি'র মধ্যস্থিত সুর কড়ি ধ বা কোমল নি। গ ও ম এবং নি ও সা ইহারা অর্দ্ধান্তর বিশিষ্ট; সুতরাং ইহাদের মধ্যস্থিত কড়ি বা কোমল নাই। এইরূপে এক অষ্টকে স্বাভাবিক ও বিকৃত সুরের মধ্যে বারটি অর্দ্ধান্তর পাওয়া যায় (২) যথা :—

সা[১]—সা[২] বা ঋ—ঋ[৩]—ঋ বা গ[৪]—গ[৫]—ম[৬]—ম বা প[৭]—প[৮]—প বা ধ[৯]—ধ[১০]—ধ বা

△ ১১ ১২
নি—নি—সাঁ। (৩)

---

(১) ভারতবর্ষীয় সংগীতে ম ব্যতীত কোন সুর কড়ি বলিয়া উক্ত হয় না এবং সা ও প এই দুইটি সুর কোমল বা কড়ি বলিয়া উক্ত হয় না।

(২) সা ঋ গ ম প ধ নি এবং তৎপরবর্ত্তী সা এই আটটি সুর লইয়া এক অষ্টক হয়। অষ্টক শব্দ ভারতবর্ষীয় সংগীতে ব্যবহৃত হয় না। ইহা ইউরোপীয় Octave শব্দের বঙ্গানুবাদ।

(৩) কোন সুরের উপর এইরূপ ৮ চিহ্ন থাকিলে, তাহাকে তীব্র বা কড়ি এবং এইরূপ △ চিহ্ন থাকিলে তাহাকে কোমল সুর বুঝিতে হইবে।

সংগীতের মূলসূত্র।

গ্রাম।

কোন সুর হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর আটটি সুর লইয়া একটি গ্রাম হয়। যথাঃ—সা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার অষ্টম সুর সা পর্য্যন্ত লইয়া যে গ্রাম হয় তাহাকে স্বাভাবিক গ্রাম কহে; কারণ উহাতে কোন বিকৃত সুরের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সা ব্যতিত অন্য কোন সুরকে গ্রাম করিতে হইলে, ঐ গ্রামের সমস্ত সুরগুলির ব্যবধানকে সা গ্রামের সুরগুলির ব্যবধানানুযায়ী সন্নিবেশিত করিতে হইবে যথা :—ঋ'কে আশ্রয় করিয়া গ্রাম করিতে হইলে, ঋ ১ম, ও গ ২য় হইবে; কিন্তু ম ৩য় হইতে পারে না; কারণ ২য় হইতে ৩য় পূর্ণান্তর বিশিষ্ট হওয়া উচিত। গ ও ম অর্দ্ধান্তর বিশিষ্ট, অতএব স্বাভাবিক ম'র পরিবর্ত্তে কড়ি ম ৩য় হইবে। তৎপরে প ৪র্থ, ধ ৫ম ও নি ৬ষ্ঠ হইবে, কিন্তু সা ৭ম হইতে পারে না; কারণ ৬ষ্ঠ হইতে ৭ম পূর্ণান্তর হওয়া আবশ্যক। নি ও সা অর্দ্ধান্তর বিশিষ্ট অতএব কড়ি সা ৭ম এবং ঋ ৮ম হইবে।

কোমল গ'কে গ্রাম করিলে পূর্ব্বোক্ত কারণে সুরগুলি এইরূপ গ̂ ম প ধ̂ নি̂ সাঁ ঋঁ গ̂ঁ হইবে।

যে সুরকে আশ্রয় করিয়া গ্রাম করা যায়, সেই সুরের নামেই গ্রামের নাম হইয়া থাকে যথা :—সা' কে আশ্রয় করিয়া যে গ্রাম হয় তাহাকে সা গ্রাম, ঋ কে আশ্রয় করিয়া যে গ্রাম তাহাকে ঋ গ্রাম ইত্যাদি।

সা ব্যতীত অন্য গ্রামকে বিকৃত গ্রাম কহে, কারণ সা গ্রাম ব্যতীত অন্যান্য গ্রামে বিকৃত সুরের প্রয়োজন হয়।

পূর্ব্বে ইউরোপীয় সংগীতে নি ব্যতীত অন্যান্য সুর আশ্রয়ে স্বাভাবিক সুরবিশিষ্ট গ্রাম প্রচলিত ছিল। এই সকল গ্রামে কোন বিকৃত সুরের ব্যবহার ছিল না, এজন্য ঐ সকল বিভিন্ন গ্রামে অর্দ্ধান্তরগুলি বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছিল (১) যথা :—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সাঁ	ম	প	ধ	নি	সাঁ	ঋঁ	গঁ	মঁ
ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সাঁ	ঋঁ	প	ধ	নি	সাঁ	ঋঁ	গঁ	মঁ	পঁ.
গ	ম	প	ধ	নি	সাঁ	ঋঁ	গঁ	ধ	নি	সাঁ	ঋঁ	গঁ	মঁ	পঁ	ধঁ

কিন্তু ভারতবর্ষে এই সকল গ্রাম এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। ঐ সকল এক একটি গ্রামকে এক একটি মূর্চ্ছনা কহে এবং ঐ সকল গ্রাম বা মূর্চ্ছনা হইতে অনেকগুলি রাগরাগিনী উৎপন্ন হইয়াছে যথা :—ঋ গ্রাম হইতে সিন্ধু গ গ্রাম হইতে ভৈরবী, ম গ্রাম হইতে ইমন ইত্যাদি।

এই সকল গ্রামে কোন বিকৃত সুরের প্রয়োজন না হইলেও সা গ্রামকে ইহাদের কোন একটি গ্রামের

---

(১) উপরোক্ত গ্রামগুলিতে অর্দ্ধান্তর বিশিষ্ট দুইটি সুর এরূপ ⌒ বক্র রেখার দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে।

আদর্শে গঠিত করিলে অতঃপর এই সা গ্রামের অর্দ্ধান্তরের ও পূর্ণান্তরের স্থানগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে যথা :—সা গ্রামকে ম মুর্চ্ছনা অর্থাৎ ইমনের গ্রামের অনুরূপে গঠন করিলে এইরূপ হইবে যথা : —

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ম	প	ধ	নি	সাঁ	ঋঁ	গঁ	মঁ	এবং	সা	ঋ	গ	ম॑	প	ধ	নি	সাঁ

অধুনা সা গ্রামকেই এই সকল গ্রামের বা মুর্চ্ছনার অনুরূপে গঠিত করিয়া রাগ সকল গীত হইয়া থাকে। এইজন্য ঐ সকল রাগে বিকৃত সুরের ব্যবহার হয় যথা :—ইমনে ম॑ এবং অন্যান্য রাগে অন্যান্য বিকৃত সুর ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা।

যেমন সা ঋ গ ইত্যাদি বর্ণের দ্বারা সুরের ওজন অর্থাৎ উচ্চতা বা নিম্নতা লিখিত হয়, সেইরূপ কতকগুলি চিহ্নের দ্বারা ঐ সকল সুরের স্থিতিকালের পরিমাণ লিখিত হইয়া থাকে। ঐ সকল চিহ্নকে মাত্রাচিহ্ন কহে। মাত্রাচিহ্ন সুরের উপরে লিখিত হয়। স্বরলিপি দেখিয়া গান করিতে হইলে সুরগুলিকে তদুপরিস্থিত মাত্রানুসারে স্থায়ী করিয়া গান করিতে হয়।

কোন সুরের উপর এইরূপ।' চিহ্ন থাকিলে তাহা একমাত্রা কাল, এইরূপ ৩ চিহ্ন থাকিলে অর্দ্ধমাত্রা কাল এইরূপ x' চিহ্ন থাকিলে সিকিমাত্রা কাল ও এইরূপ ০' চিহ্ন থাকিলে এক অষ্টমাংশ অর্থাৎ দুই আনা মাত্রাকাল বুঝাইবে।

যদি দুই বা ততোধিক সুরের মধ্যে কেবল প্রথমটির উপর মাত্রাচিহ্ন থাকে, ও তাহাদের উপর এইরূপ ⌐¬ বন্ধনী থাকে যথা :—সা ঋ গ ম তাহা হইলে ১ম সুরের মাত্রাকাল মধ্যে বন্ধনীর মধ্যস্থিত সমস্ত সুরগুলিকে সমান স্থায়ী করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

স্বরলিপি দেখিয়া গান করিবার সময় হস্ত বা পদের একবার পাতন ও পরে উত্তোলন করিতে হয়। (১) এইরূপে ক্রমান্বয়ে পাতন ও উত্তোলন দ্বারা সুরগুলিকে উহাদের মাত্রানুসারে স্থায়ী করিয়া গান করিতে হয়।

পাতন ও উত্তোলন উভয়ই সমকাল স্থায়ী হওয়া উচিত, অর্থাৎ পাতন অপেক্ষা উত্তোলন বা উত্তোলন অপেক্ষা পাতন দ্রুত বা শ্লথ হইবে না এবং হস্ত বা পদ ভূমিতে পতিত হইয়া যতক্ষণ স্থায়ী হইয়া উত্থিত হইবে, আবার উত্থিত হইয়া শূন্যে ততক্ষণ স্থায়ী হইয়া পুনর্ব্বার ভূমিতে পতিত হইবে।

হস্ত বা পদের যে মাত্র ভূমিতে পাতন আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতে ভূমিতে পতিত অবস্থা যতটুকু, অর্থাৎ ভূমি হইতে উত্তোলন আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত অর্দ্ধমাত্রা কাল। সেইরূপ ভূমি হইতে

---

(১) পদের পাতন ও উত্তোলন বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে, পদের গোড়ালিকে ভূমিতে রাখিয়া অবশিষ্টাংশকে শূন্য হইতে ভূমিতে ফেলিতে ও ভূমি হইতে পুনরায় শূন্যে তুলিতে হইবে।

উত্তোলন আরম্ভের সময় হইতে শূন্যে স্থায়ীকাল যতটুকু, অর্থাৎ ভূমিতে পুনর্ব্বার পাতন আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্দ্ধমাত্রা কাল।

অতঃপর সুবিধার নিমিত্ত পাতন আরম্ভের সময় হইতে উত্তোলন আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্তকে পাতন ও উত্তোলন আরম্ভের সময় হইতে পুনরায় পাতন আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্তকে উত্তোলন বলিয়া উক্ত হইবে।

একবার পাতন ও তৎপরে উত্তোলন কাল মিলিয়া একমাত্রা কাল হয়। অতএব যে সুরের উপর অর্দ্ধমাত্রা আছে, তাহা একবার পাতন বা একবার উত্তোলন কাল স্থায়ী হইবে। আর যে সুরের উপর একমাত্রা আছে, তাহা একবার পাতন ও একবার উত্তোলন কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে।

অতঃপর পাতন ও উত্তোলনের পরিবর্ত্তে সংক্ষেপে পা' ও উ' লিখিত হইবে।

একমাত্রিক সা উচ্চারণ করিতে হইলে, পা'র কালে সা এবং উ'র কালে আ' উচ্চারণ করিতে হয়। এক্ষণে একটি সা ও একটি আ' এই দুইটির প্রত্যেকে অর্দ্ধমাত্রা বিশিষ্ট। এই হেতু সা ও তৎপরস্থিত আ' এই দুইটি একত্রে মিলিয়া সা একমাত্রা বিশিষ্ট হইয়াছে। কারণ সা'র পরস্থিত যে আ তাহা সা'র স্থায়ীত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়, কেন না স্বরবর্ণের দ্বারাই ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ কাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

কোন সুরে দেড়মাত্রা ও পরবর্ত্তী সুরে অর্দ্ধমাত্রা যথা :—সাঁ ঋঁ থাকিলে, পা'র কালে সা, উ'র কালে আ, পুনরায় পা'র কালে আ এবং উ'র কালে ঋ উচ্চারণ করিতে হয়।

কোন সুরে অর্দ্ধমাত্রা ও তৎপরবর্ত্তী সুরে দেড়মাত্রা যথাঃ—ধঁ নিঁ থাকিলে, পা'র কালে উ'র কালেধ, নি, পুনরায় পা'র কালে ই' ও উ'র কালে ই' উচ্চারণ করিতে হয়।

কোন সুরে অর্দ্ধমাত্রা, তৎপরবর্ত্তী সুরে একমাত্রা ও ৩য় সুরে অর্দ্ধমাত্রা যথা—সাঁ ঋ গঁ থাকিলে, পা'র কালে সা, উ'র কালে ঋ, পুনরায় পা'র কালে ই' এবং উ'র কালে গ উচ্চারণ করিতে হয়।

যদি মাত্রাচিহ্ন কোন সুরের উপর না থাকিয়া খালি স্থানে থাকে, তাহা হইলে ঐ স্থানে সেই মাত্রার বিশ্রাম বুঝিতে হইবে যথাঃ—প' ধ থাকিলে, প্রথমে প' কে এক মাত্রাকাল স্থায়ী করিয়া ও পরে এক মাত্রা বিশ্রাম দিয়া এক মাত্রা বিশিষ্ট ধ' উচ্চারণ করিতে হইবে।'

যদি বন্ধনী যুক্ত দুইটি সুরের ১মটির উপর মাত্রা থাকে, তাহা হইলে ঐ দুইটি সুরকেই ১ম সুরস্থিত মাত্রাকাল মধ্যে সমান স্থায়ী করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে যথা :—ম প এইরূপ থাকিলে, ম ও প ইহারা প্রত্যেকে অর্দ্ধমাত্রা কাল স্থায়ী হইবে।

ঐরূপ চারিটি সুর বন্ধনীযুক্ত থাকিলে, তাহাদের প্রত্যেককে ১ম সুরস্থিত মাত্রাকাল মধ্যে সমান স্থায়ী করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে যথাঃ—গ ম প ধ এইরূপ থাকিলে, প্রত্যেক সুর সিকিমাত্রা বিশিষ্ট বুঝিতে

হইবে; সুতরাং ইহাদিগকে উচ্চারণ করিবার সময় পা'র কালে গ ম এবং উ'র কালে প ধ উচ্চারণ করিতে হইবে।

কোন সুরে বার আনা ও তৎপরবর্ত্তী সুরে সিকিমাত্রা যথা—সা ঋ থাকিলে পা'র কালে সা ও উ'র কালে আ ঋ সমান স্থায়ী করিয়া উচ্চারিত হইবে।

কোন সুরে সিকিমাত্রা ও পরবর্ত্তী সুরে বার আনা মাত্রা যথাঃ—সা ঋ থাকিলে পা'র কালে সমান ভাবে সা ঋ এবং উ'র কালে ই উচ্চারিত হইবে।

কোন সুরে সিকি, পরবর্ত্তী সুরে অর্দ্ধ ও ৩য় সুরে সিকিমাত্রা যথা:—র্ধ নি র্সা থাকিলে, পা'র কালে সমান ভাবে ধ নি এবং উ'র কালে সমান ভাবে ই সা উচ্চারণ করিতে হইবে।

আশ চিহ্ন।

দুই বা ততোধিক সুরের নিম্নে এইরূপ —— সরল রেখা থাকিলে, ঐ সুরগুলিকে আশ চিহ্নিত সুর কহে। গানের স্বরলিপিতে যদি ঐরূপ সুর ব্যবহৃত হয় এবং উহাদের ১ম সুরের নিম্নে গানের একটি বর্ণ থাকে যথা:—সা ঋ গ ম (কে) তাহা হইলে সা'র ওজনে কে উচ্চারিত হইয়া ঋ গ ম'র ওজনে এ এ এ উচ্চারিত হইবে যথা:—সা ঋ গ ম (কে এ এ এ) যদি ঐরূপ সুরের নিম্নে গানের দুইটি বর্ণ থাকে যথা:—সা ঋ গ ম (বী ন)। তাহা হইলে সা'র ওজনে বী' এবং ঋ গ'র ওজনে ঈ ঈ উচ্চারিত হইয়া অবশেষে ম'র ওজনে ১ম বর্ণের স্বরাংশ ঈ এবং হসন্ত যোগে ন উচ্চারিত হইবে যথা:—সা ঋ গ ম (বী ঈ ঈ ঈন্)।

যদি আশচিহ্নিত সুরের নিম্নে গানের কোন বর্ণ না থাকে, তাহা হইলে উহারা বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রে ছড়ির এক টানে বা বাঁশিতে কেবল মাত্র ১ম সুরে জীহ্বার দ্বারা টু উচ্চারণে বাজাইতে হয়।

সংগীতে প্রস্বন।

কবিতাতে যেমন ছন্দ বিশেষে এক একটি বর্ণকে প্রবলভাবে এবং অন্যান্য বর্ণকে মৃদুভাবে উচ্চারণ করিতে হয়, সংগীতেও সেইরূপ কোন কোন সুরকে প্রবলভাবে এবং কোন কোন সুরকে মৃদুভাবে উচ্চারণ করিতে হয়। এইরূপ প্রবলভাবে উচ্চারিত সুরকে প্রস্বনিত (accented) এবং মৃদুভাবে উচ্চারিত সুরকে অপ্রস্বনিত (unaccented) সুর কহে

বার (bar), প্রস্বন ও তাল (১)।

স্বরলিপিতে প্রস্বন ও তালের স্থানগুলি নির্দ্দেশ করিবার জন্য নিয়মিত অন্তরে এইরূপ '।' এক একটি ছেদ ব্যবহৃত হয়, ঐরূপ দুইটি ছেদের অন্তর্গত অংশগুলিকে এক একটি বার' কহে। ঐরূপ এক একটি বারের মধ্যে দুই মাত্রা থাকিলে, তাহাকে দ্বিমাত্রিক, তিন মাত্রা থাকিলে, ত্রিমাত্রিক এবং চারি মাত্রা থাকিলে চতুর্মাত্রিক বার' কহে। ঐ সকল বারের যে যে মাত্রা বিশিষ্ট সুর প্রবল প্রস্বনিত স্বল্প প্রস্বনিত বা অপ্রস্বনিত ভাবে প্রকাশিত হইবে তাহা লিখিত হইতেছে যথা :—দ্বিমাত্রিক বারের ১ম মাত্রাবিশিষ্ট সুর প্রবল প্রস্বনিত ও ২য় মাত্রাবিশিষ্ট সুর অপ্রস্বনিত ভাবে প্রকাশিত হইবে। ত্রিমাত্রিক বারের ১ম মাত্রাবিশিষ্ট সুর প্রবল প্রস্বনিত এবং ২য় ও ৩য় মাত্রাবিশিষ্ট সুর অপ্রস্বনিত ভাবে প্রকাশিত হইবে। চতুর্মাত্রিক বারের ১ম মাত্রাবিশিষ্ট সুর প্রবল প্রস্বনিত, ৩য় মাত্রাবিশিষ্ট সুর স্বল্প প্রস্বনিত এবং ২য় ও ৪র্থ মাত্রাবিশিষ্ট সুর অপ্রস্বনিত ভাবে প্রকাশিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার বারের ১ম মাত্রায় এক একটী আঘাত দেওয়াকে তাল দেওয়া কহে।

রাগাধ্যায়।

সম্পূর্ণ, খাড়ব এবং ওড়ব জাতীয় রাগ। (১)

যে রাগে সাত সুর ব্যবহৃত হয় তাহাকে সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ কহে যথা :—ইমনে সা ঋ গ ম প ধ নি এই সাত সুরই ব্যবহৃত হয়, এজন্য ইমনকে সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ কহে। যে রাগে ছয় সুর ব্যবহৃত হয়, তাহাকে খাড়ব জাতীয় রাগ কহে যথা :—বিভাসে সা ঋ গ প ধ নি এই ছয় সুর ব্যবহৃত হয়, এজন্য বিভাসকে খাড়ব জাতীয় রাগ কহে এবং যে রাগে পাঁচ সুর ব্যবহৃত হয়, তাহাকে ওড়ব জাতীয় রাগ কহে যথা :—ভূপালীতে সা ঋ গ প ধ এই পাঁচটী সুর ব্যবহৃত হয়, সুতরাং ভূপালী ওড়ব জাতীয় রাগ।

ঠাট।

কোন রাগে ব্যবহৃত সুরগুলিকে সেই রাগের ঠাট কহে যথা :—সা ঋ গ ম প ধ নি এইরূপ সাতটি সুর শ্রীরাগে ব্যবহৃত হয় ; সুতরাং এই সাতটি সুর শ্রীরাগের ঠাট।

রাগ গঠনের সাধারণ নিয়ম।

কথা কহিবার সময় যেমন বাক্যাংশগুলি phrases বা পদ সমষ্টি বিভাগ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বিরামের প্রয়োজন হয়, গান করিতে বা যন্ত্র বাজাইতে হইলে সংগীতের পদগুলিকে সেইরূপ বিভাগ করিবার

---

(১) এই বার, যদিও ইংরাজী শব্দ, তথাপি সুবিধার জন্য ইহা এই পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) রাগ বা রাগিণী একত্রেই রাগ নামে উক্ত হয়।

প্রয়োজন হয়। ভাষা লিখিতে হইলে, বিরামের বা ছেদের জন্য যেমন মধ্যে মধ্যে কমা (,) সেমিকোলন (;) দাঁড়ি (।) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়, সংগীতেও সেইরূপ বিরাম বা ছেদের জন্য মধ্যে মধ্যে তদুপযোগী এক একটি সুর ব্যবহৃত হয়। ঐ সকল সুরের পরে বিরাম বা ছেদ অনুভূত হয়। ভাষাতে যেমন পূর্ণছেদ বা বিরামের জন্য দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়, সংগীতেও সেইরূপ পূর্ণ বিরামের জন্য সা সুর ব্যবহৃত হয় এবং অন্যান্য সুরগুলি কমা, সেমি-কোলন ইত্যাদির বিরামের ন্যায় আংশিক বিরামের জন্য ব্যবহৃত হয়* যথা :—

| প ম প নি | [১] সা গ ‖ নি সা গ ম | [২] প ম প ‖ গ ম প ম | [৩] প সা নি ‖

| প ম গ ম | [৪] গ ঋ সা ‖ এই উদাহরণের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পদের শেষে বিরামের জন্য গ, প, নি ও সা ব্যবহৃত হইয়াছে ; কিন্তু ৪র্থ পদের শেষের সা সুরে পূর্ণ বিরাম বুঝাইতেছে। গান করিবার বা যন্ত্র বাজাইবার সময় ঐরূপ পদবিভাগ দুই প্রকারে করা যাইতে পারে। (১) কোন পদ শেষ হইলে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিয়া অন্য পদ আরম্ভ করা, (২) কোন পদ শেষ হইবার কালে ঐ পদের শেষস্থ সুর মৃদু করিয়া ও নূতন পদের ১ম সুর প্রবল করিয়া আরম্ভ করা। এই দুই প্রকারের কোন একটি উপায় অবলম্বন করিলে পদগুলি পৃথক্ পৃথক্ বোধ হয়। এই পুস্তকে স্বরগ্রামের পদগুলি পৃথক্ করিয়া দেখাইবার জন্য প্রত্যেক পদের শেষে একটি করিয়া কমা (,) ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং এক একটি কমা'র পূর্ব্বস্থিত সুরকে পদের শেষস্থিত সুর (final note) বা বিশ্রামের সুর বুঝিতে হইবে। পরস্থিত ইমনের স্বরগ্রামে পদগুলি কমা'র দ্বারা বিভাগ করিয়া দর্শিত হইয়াছে যথা :—

সা নি সা নি ধ নি ধ প, ম প ধ সা নি ঋ সা, নি সা ঋ গ গ ঋ,

গ ম গ, গ ম গ প প, প ম প গ, গ ম ধ গ ধ প, ম ধ নি ধ নি ধ

প ম গ, প ঋ গ ঋ নি ঋ সা।

* শিক্ষার্থিদিগকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করা হইতেছে যে, তাঁহারা যেন এই স্বরগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া এই পুস্তকের সমস্ত উদাহরণগুলি বারম্বার বাজাইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করেন। তাহা হইলে তাঁহাদের রাগ গঠনে শক্তির ক্রমশঃ বিকাশ হইবে

পদ বিভাগের আবশ্যকতা।

পদ বিভাগ অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। পদ বিভাগ ঠিকমত না হইলে, প্রথমতঃ সংগীতের ভাব অসংশ্লিষ্ট বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ এক রাগের বিন্যাসের পরিবর্ত্তে অন্য রাগের বিন্যাস আসিয়া পড়ে যথা:—কোন রাগে কোন পদ কোন বিন্যাসের মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ হইতে পারে; কিন্তু প্রথম হইতে আরম্ভ হইতে পারে না অথবা প্রথম হইতে আরম্ভ হইতে পারে; কিন্তু অন্য অংশ হইতে আরম্ভ হইতে পারে না যথা:—

| ম প ধ ম | গ ম ঋ গ | ম ধ প ম | গ ম ঋ সা || এস্থলে | ম প ধ ম | গ ম ঋ গ এবং | ম ধ প ম | গ ম ঋ সা | এই দুইটির এক একটিকে এক একটি পদ ধরিলে ইহাদিগকে খাম্বাজের পদ বুঝাইতে পারে কিন্তু ম প ধ ম | গ ম || এবং | ঋ গ ম ধ প | ম গ ম ঋ সা | এই দুইটির এক একটিকে এক একটি পদ ধরিলে ইহাদিগকে ছায়ানটের পদ বুঝায়। এস্থলে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই একই স্বরগ্রামের যে স্থানে পদ আরম্ভ ও যে স্থানে পদ শেষ হওয়াতে খাম্বাজ বুঝাইতেছে, সেই স্বরগ্রামেই অন্য স্থান হইতে পদ আরম্ভ ও অন্য স্থানে পদ শেষ হওয়াতে ছায়ানটের বিন্যাস বুঝাইতেছে।

পদের শেষ স্বর।

কোন রাগের পদগুলি যে যে স্বরে শেষ হয়, সেই সকল স্বরকে সেই রাগের পদের শেষে ব্যবহার্য্য স্বর কহে যথা:—সা গ প নি এই চারিটি স্বর বেহাগে পদের শেষে ব্যবহৃত হয় যথা:— | প ম প নি | সা নি সা, | নি সা নি প | নি সা গ, | সা নি সা গ | প ম প, | গ ম প ম প নি, | প ম গ ম | গ ঋ সা, || এজন্য এই সকল স্বরকে বেহাগের পদের শেষে ব্যবহার্য্য স্বর কহে। কেদারায় সচরাচর সা ম প ধ এই চারিটি স্বর পদের শেষে ব্যবহৃত হয় যথা:—

| সা নি সা ধ সা | সা নি সা ম, | ম গ ম | প ম প, | গ প ম প |

সাঁ নি সাঁ ঋ, প ম ঋ প | ম ঋ সা, | এজন্য এই চারিটি স্বরকে কেদারায় পদের শেষে ব্যবহার্য্য স্বর কহে।

রাগের গঠনে স্বরান্তর।

কোন রাগের গঠনে পর পর অনেকগুলি স্বর উল্লম্ফনে ব্যবহৃত হইবে না যথাঃ—ইমনে এইরূপ

সা নি (১)* প, নি (২) গ, গ (৩) ঋ (৪) গ ঋ, ঋ গ ঋ গ ঋ নি ঋ সা,

থাকিলে, এইরূপে সংশোধিত হইবে যথাঃ

সা নি (১ ঋ গ ম) প নি (২ ঋ গ ঋ গ ম) গ, গ (৩ গ ম) ঋ (৪ গ ম)

গ ঋ, ঋ গ ঋ গ ঋ নি ঋ সা,।

কোন স্বর উল্লম্ফনে ষষ্ঠান্তরের অধিক গমন করিবে না এবং এই ষষ্ঠান্তরের স্বর ও অধিক ব্যবহৃত হইবে না কিন্তু ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম অন্তরের স্বর গুলিই সচরাচর ব্যবহৃত হইবে। তবে একটি পদ শেষ হইয়া নূতন পদের স্বর অনেক সময় বৃহৎ অন্তরে উল্লম্ফনে গমন করে যথাঃ—

ঋ গ ঋ সা নি ঋ সা,+ঋ সাঁ নি ঋ ম ঋ প,+

ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন বিন্যাসে উল্লম্ফনে স্বরের ব্যবহার।

কোন বিন্যাসের কোন স্থানে তিনটি বা ততোধিক স্বর ক্রমোচ্চ ভাবে থাকিয়া তৎপরে শেষের স্বর উল্লম্ফনে অনুলোম গতিতে প্রস্থানিত স্বরে যাইবে না যথাঃ—

* ভ্রমের স্থল গুলি (১) (২) ইত্যাদি সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে, পরে সংশোধনের স্বরগুলিও ঐ ঐ অঙ্কের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া লিখিত হইয়াছে। এতদ্বারা শিক্ষার্থিগণ ভ্রমের স্থলগুলি কিরূপে সংশোধিত হইয়াছে সহজে বুঝিতে পারিবেন।

† উল্লম্ফনের স্বরান্তর গুলি লিখিবার সময় উহাদের মধ্যে একটি করিয়া এইরূপ + যোগচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। এতদ্বারা স্বরান্তরের দুইটি স্বর সহজে শিক্ষার্থিদের দৃষ্টিগোচর হইবে।

| নি সা ঋ গ | +ধ নি ধ প | ম গ ঋ গ ঋ | সা ||

কিন্তু এরূপ স্থলে অপ্রস্বনিত স্বরে যাইতে নিষেধ নাই যথা :—

| নি সা ঋ গ | ম+সা নি ধ | প ম গ ঋ | সা ||

কোন বিন্যাসের কোন স্থানে তিন বা ততোধিক স্বর ক্রমনিম্ন ভাবে থাকিয়া তৎপরে শেষের স্বর উল্লম্ফনে বিলোম গতিতে কোন প্রস্বনিত স্বরে যাইবে না যথা :—

প ম গ ঋ +ধ নি সা নি | ধ প ম ধ | প ||

কিন্তু এরূপ স্থলে অপ্রস্বনিত স্বরে যাইতে নিষেধ নাই যথা :—

| প ম গ ঋ | সা+প ধ নি | ধ প ম ধ | প ||

ক্রমোচ্চ বিন্যাসের শেষের স্বর হইতে বিলোমে অপ্রস্বনিত বা প্রস্বনিত স্বরে উল্লম্ফনে যাইতে নিষেধ নাই

যথা :— | ধ নি সা ঋ | গ+প ম প | ধ সা নি ঋ | সা | অথবা | প ধ নি সা |

+গ প ম ধ | প ম গ ঋ | সা

ক্রমনিম্ন বিন্যাসের শেষের স্বর হইতে অনুলোমে প্রস্বনিত বা অপ্রস্বনিত স্বরে উল্লম্ফনে যাইতে নিষেধ নাই

যথা :— প ম গ ঋ+ নি ধ প ম | গ ঋ নি ঋ | সা বা | ধ প ম গ | ঋ+

নি ধ প | গ ঋ গ | সা |

কোন বিন্যাসের মধ্যে দুরসপ্তকের উল্লম্ফন থাকিলে, উল্লম্ফনের ২য় স্বর যে দিকে উল্লম্ফনে যাইবে, উল্লম্ফনের ১ম স্বর তাহার পূর্ব্বস্থিত স্বর হইতে বিপরীত দিকে আসিবে এবং উল্লম্ফনের ২য় স্বর ১ম স্বর হইতে যে দিকে উল্লম্ফনে আসিবে, ২য় স্বরের পরস্থিত স্বর তাহার বিপরিত দিকে যাইবে, অর্থাৎ উল্লম্ফন বিলোমে হইলে যথা :—

গা — পা, উল্লম্ফনের ১ম সুর (এ স্থলে গা) উহার পূর্ব্বস্থিত সুর হইতে অনুলোমে আসিবে যথা :—
সা — গা — পা এবং উল্লম্ফনের ২য় সুর (এ স্থলে পা) হইতে পরবর্ত্তী সুর অনুলোমে যাইবে যথা :—
সা — গা — পা — সা এবং বৃহদন্তরের উল্লম্ফন অনুলোমে থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে এইরূপ হইবে যথা :—পা — না — র্গা — র্সা

সম্পুর্ণ জাতীয় রাগে ৩য় বা তদপেক্ষা বৃহদন্তর বিশিষ্ট স্বরের ব্যবহার।

সম্পূর্ণ জাতীয় রাগে ৩য় বা তদপেক্ষা বৃহদন্তরের সুর ব্যবহার করিতে হইলে, যে যে সুর বাদ দিয়া ঐ সকল সুরান্তর উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল বাদ দেওয়া সুর ঐ সকল সুরান্তরের ১ম সুরের পূর্ব্বে বা ২য় সুরের পরে ব্যবহার করিতে হয়। ইহাই সাধারণ নিয়ম এবং অধিকাংশ স্থলে এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতে হয়। যথা :—

সা + গা থাকিলে দেখিতে হইবে যে উহাদের মধ্যস্থিত ঋা পরিত্যক্ত হইয়াছে ; এজন্য সা'র পূর্ব্বে বা গা'র পরে ঋা ব্যবহৃত হইবে যথা :—সা ঋা | গা ঋা সা + গা | পা মা | ধা | পা | পা

অথবা | সা + | গা | ঋা গা | ঋা সা | ইত্যাদি। গা + ধা ব্যবহার কালে দেখিতে হইবে যে, ঐ দুইটি সুরের মধ্যস্থিত মা ও পা পরিত্যক্ত হইয়াছে, এজন্য গা'র পূর্ব্বে বা ধা'র পরে মা পা ব্যবহৃত হইবে যথা :—

পা মা গা + | ধা পা মা | গা ঋা | সা

সুরের অন্তর বৃহৎ হইলে, পরিত্যক্ত সুরগুলি সুরান্তরের ১ম সুরের পূর্ব্বে বা ২য় সুরের পরে যত শীঘ্র ও অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় ততই উত্তম, নচেৎ সুরগুলির বিন্যাস অত্যন্ত ফাঁকা বলিয়া বোধ হয় যথা :— পরস্থিত চারিটি উদাহরণের ১মটি অত্যন্ত ফাঁকা, কারণ উহাতে মা'র পরে পরিত্যক্ত সুরের মধ্যে কেবল প আছে, ২য়টিতে সা'র পূর্ব্বে পরিত্যক্ত প ধ নি এই তিনটি সুরের মধ্যে ধ নি এই দুইটি সুর থাকাতে ইহা ততটা ফাঁকা বোধ হয় না। কিন্তু প সুরের অভাবে ইহাও দোষশূন্য হয় নাই। ৩য়টিতে সা'র পূর্ব্বে ধ নি ও মা'র পরে প থাকাতে ইহা ২য় অপেক্ষা অনেকটা ভাল হইয়াছে এবং ৪র্থ টিতে

সা'র পূর্ব্বে ধ নি ও ম'র পরে পুনরায় প ধ প এইরূপে পরিত্যক্ত সুরের ব্যবহার অধিক হওয়াতে ইহা শ্রুতিমধুর হইয়াছে যথা :—

উদাহরণ।

(১) | র্সা + | র্ম র্প র্গ | র্ঋ র্গ র্ঋ | র্সা | (২) ধ নি র্সা + | র্ম র্গ | র্ঋ র্গ র্ঋ | র্সা ||

(৩) | ধ নি র্সা + | র্ম র্প র্গ | র্ঋ র্গ র্ঋ | র্সা (৪) || ধ নি র্সা + | র্ম র্প ধ | র্প র্ম | র্গ ||

এস্থলে শিক্ষার্থিরা ইহাও দেখিবেন যে ২য় উদাহরণে উল্লম্ফনের নিয়ম প্রতিপালিত হয় নাই; কারণ ২য়টিতে ম'র পরস্থিত সুর ম' হইতে অনুলোমে যাওয়া উচিত ছিল।

অনেক স্থলে এরূপ হয় যে, বৃহদন্তর বিশিষ্ট দুইটি সুর বা এমন কোন সুরান্তর যাহা সেই রাগে ব্যবহার করিলে শ্রুতিকটু বা রাগ ভ্রষ্ট হয়, এরূপ স্থলে ও সেই বৃহদন্তর বিশিষ্ট দুইটি সুর বা রাগ ভ্রষ্টকারী সুরান্তরের দুইটি সুর বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হইতে পারে যথা :—প + ঋ এই সুরান্তর খাম্বাজে ব্যবহৃত না হইয়া কুকুভা ছায়ানট প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু খাম্বাজে ব্যবহার করিতে হইলে প'কে একটি পদের শেষে এবং ঋ'কে অন্য পদের প্রথমে ব্যবহার করিতে হইবে যথা :— সা নি | ঋ সা | নি ধ | প, + | ঋ সা | নি ধ | প ম | গ কিন্তু রাগ ভ্রষ্টকারি সুরান্তরের পক্ষে এই নিয়ম সর্ব্বত্র খাটে না; কারণ সকল রাগে সকল সুর পদের শেষ সুর রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। যথা :—খাম্বাজে ঋ + প এইরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে না; কারণ ঋ সুর খাম্বাজের পদের শেষ সুর রূপে ব্যবহৃত হয় না।

রাগের গঠনে সুরান্তর।

রাগের গঠনে যদিও ক্রমনিম্ন ও ক্রমোচ্চ সুরের ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, তথাপি উহাদের সহিত মধ্যে মধ্যে অন্ততঃ তৃতীয়ান্তরের সুর ব্যবহৃত না হইলে রাগের রূপ উত্তমরূপে প্রকাশ পায় না এবং উহার বিচিত্রতা হয় না যথা :—ইমনে আর কোন বৃহদন্তরের সুর ব্যবহার না হইলেও অন্ততঃ

ধ + সা, নি + ঋ, গ + প, ম + ধ, র্সা + ধ, র্ঋ + নি, প + গ, ধ + ম,

এইগুলি সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা :—সা নি ধ নি ধ প, ম প ধ নি ধ +

সা সা সা, সা নি সা+ধ+সা নি+ঋ সা, নি+ঋ গা গা ঋা, নি+ঋ সা, সা

ঋা গা ঋা গা ঋা গা মা গা+পা পা, মা+ধা নি ধা পা+গা+পা+ঋা, ঋা গা ঋা

গা ঋা+নি+ঋা সা,

রাগের বিন্যাসে স্বরের ব্যবহার।

রাগের গঠনে স্বরগুলি এরূপে বিন্যস্ত করিতে হইবে, যাহাতে বিন্যাসগুলি একঘেয়ে অর্থাৎ শ্রুতিকটু না হয় যথা:—এইরূপ | গা ঋা সা | ঋা গা ঋা | পা মা গা | ঋা, | হইবে না; কারণ এখানে ১ম পদ | গা ঋা সা | ঋা গা ঋা'র শেষ স্বর ঋা এবং দ্বিতীয় পদ | পা মা গা | ঋা | 'র শেষ স্বরও ঋা; সুতরাং এই দুইটি পদের শেষ স্বর একই প্রকার হওয়াতে শ্রুতিকটু হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ গা ঋা সা | ঋা গা ঋা | পা মা ধা পা, | হইলে শ্রুতিকটু হইবে না। এই জন্য পর পর পদের শেষ স্বর একই প্রকারের না হইয়া বিভিন্ন প্রকার হওয়া উচিত; কিন্তু যদিও অনেক স্থলে দুইটী পদের শেষে একই প্রকারের স্বর ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, তথাপি শিক্ষার্থিরা সাধ্যমত যেন ঐরূপে শেষ স্বর ব্যবহার না করেন। বিন্যাসে স্বরগুলি এরূপে সাজাইতে হইবে যাহাতে বিন্যাসগুলি শ্রুতিমধুর হয়। তবে উলম্ফনের পরিত্যক্ত স্বরগুলি ঠিক পর পর না থাকিতেও পারে। অনেক স্থলে উহাদিগকে অন্যান্য স্বরের সহিত সাজাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। অবশ্য বিন্যাসের উৎকৃষ্টতা স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ যাহার স্বাভাবিক জ্ঞান এ বিষয়ে যত উচ্চ তাঁহার রচিত স্বরবিন্যাসও তত উৎকৃষ্ট হইবে। তবে এই স্বাভাবিক জ্ঞান অনুশীলনের দ্বারা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে পারে।

কোন রাগের বিন্যাসে একই প্রকার স্বর অনতিদূরে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইবে না যথা:—পূর্বস্থিত চিহ্নিত উদাহরণে ১৩টী স্বরের মধ্যে গ ও ঋ এই দুইটি স্বরের প্রত্যেকটি চারিবার ব্যবহৃত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট সা ম প ম সা এই পাঁচটীর মধ্যে দুইবার ম ও দুইবার সা ব্যবহৃত হওয়াতে বিন্যাসটি একঘেয়ে হইয়াছে; কিন্তু (২) চিহ্নিত উদাহরণে ১৩টি স্বরের মধ্যে ম দুইবার, প দুইবার, ধ দুইবার, সা' একবার ও নি একবার ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব (২ চিহ্নিত উদাহরণে ঋ ও গ'র ব্যবহার অল্প হইয়া দুইটি নূতন স্বর ধ ও নি ব্যবহৃত হওয়াতে ইহা শ্রুতিমধুর হইয়াছে।

উদাহরণ।

(১) | গ ঋ সা ঋ | গ ঋ গ ম | প ম গ ঋ | সা |

(২) | গ ঋ সা ঋ | গ ম প ধ | নি ধ প ম | গ |

রাগের নিষিদ্ধ স্বর বা স্বরান্তর।

যদি কোন রাগে কোন স্বর বা স্বরান্তরের ব্যবহার না হয়, তাহা হইলে সেই স্বরকে বা সেই স্বরান্তরকে সেই রাগের নিষিদ্ধ স্বর বা স্বরান্তর কহে যথা :—বৃন্দাবনী সারঙ্গে গ ও ধ ব্যবহৃত হয় না এজন্য ঐ দুইটি বৃন্দাবনী সারঙ্গের নিষিদ্ধ স্বর। কেদারায় সা+গ, গ+সা, গ+ঋ, ঋ+ম, ঋ+প, ঋ+গ এই সকল স্বরান্তর ব্যবহৃত হয় না ; এজন্য এই সকল কেদারার নিষিদ্ধ স্বরান্তর।

চতুঃস্বারিক বিন্যাস।

পর পর চারিটি বিভিন্ন স্বর লইয়া যে বিন্যাস গঠিত হয় তাহাকে চতুঃস্বারিক বিন্যাস কহে। এই সকল চতুঃস্বারিক বিন্যাস ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন এই দুই প্রকারের স্বরের দ্বারা গঠিত যথা :— সা ঋ গ ম, ম গ ঋ সা এবং উল্লম্ফন বিশিষ্ট স্বরের দ্বারা গঠিত যথা :—ঋ সা ম গ, ঋ গ ম সা, ঋ ম সা গ ইত্যাদি।

নিষিদ্ধ চতুস্বারিক বিন্যাস।

যদি কোন রাগে কোন চতুঃস্বারিক বিন্যাস অব্যবহার্য্য হয়, তাহা হইলে সেই চতুঃস্বারিক বিন্যাসকে সেই রাগের নিষিদ্ধ চতুঃস্বারিক বিন্যাস কহে যথা :—গোউড় সারঙ্গে সা ঋ গ ম এই চতুঃস্বারিকের স্থলে সা গ ঋ ম ব্যবহৃত হয় ; সুতরাং সা ঋ গ ম গোউড় সারঙ্গের নিষিদ্ধ চতুঃস্বারিক বিন্যাস।

রাগের গঠনে স্বরান্তরের বিচারের আবশ্যকতা।

কোন রাগের বিশ্লেষণ করিতে হইলে বা উহার গঠনপ্রণালী শিক্ষা করিতে হইলে, সেই রাগে কোন্ স্বরান্তর ব্যবহার্য্য এবং কোন্ স্বরান্তর অব্যবহার্য্য তাহা জানা আবশ্যক যথা :—কেদারায় সা+গ ঋ+গ ঋ+ম ইত্যাদি স্বরান্তর ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং সা হইতে ম স্বরে যাইতে হইলে সা গ ম, সা ঋ গ ম বা সা ঋ ম এই সকল বিন্যাসের দ্বারা না গিয়া কেবল সা ম এইরূপে যাইতে হয়। আবার এই রাগে গ+ঋ গ+সা ব্যবহৃত হয় না ; সুতরাং ম হইতে সা স্বরে যাইতে হইলে, ম গ ঋ সা বা ম গ সা এইরূপে না গিয়া কেবল ম গ ম ঋ সা বা ম ঋ সা এইরূপে যাইতে হয়

রাগের গঠনে চতুঃস্বরিক বিন্যাসের বিচারের আবশ্যকতা।

স্বরান্তরের বিচারের দ্বারা যেরূপ কোন কোন রাগের গঠন প্রণালী শিক্ষা করা যায়, সেরূপ কিন্তু সকল রাগের গঠন প্রণালী কেবল স্বরান্তরের বিচারের দ্বারা শিক্ষা করা যায় না যথা :—গৌউড় সারঙ্গে সা+ঋ ও ঋ+গ এই দুইটি স্বরান্তরই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া সা ঋ গ বিন্যাস ব্যবহৃত হয় না। সেই জন্য এই দুইটি স্বরান্তরের মধ্যে সা+ঋ ব্যবহৃত হইয়া তৎপরে গ'র স্থলে পুনরায় সা ব্যবহৃত হয় যথা :—সা ঋ সা এবং ঋ গ ম বিন্যাসে ঋ'র পূর্ব্বে সা ব্যবহৃত না হইয়া গ ব্যবহৃত হয় যথা :—গ ঋ গ ম। এস্থলে শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে, সা+ঋ ও ঋ+গ এই দুইটি স্বরান্তর ব্যবহৃত হইলেও সা ঋ গ'র স্থলে সা গ ব্যবহৃত হয় এবং ঋ গ ম বিন্যাসের ঋ'র পূর্ব্বে সা ব্যবহারের দ্বারা সা ঋ গ ম না হইয়া' গ ব্যবহারের দ্বারা গ ঋ গ ম হয়। সুতরাং এখানে শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে, গৌউড় সারঙ্গে সা+ঋ ও ঋ+গ এই দুইটি স্বরান্তর ব্যবহৃত হওয়াতে রাগের কোন দোষ হয় না, কিন্তু অন্য স্বরের মিশ্রণে এই সকল স্বরান্তরের দ্বারা বিন্যাস বিশেষ গঠিত হইয়া ব্যবহৃত হইলে রাগ ভ্রষ্ট হয়। সুতরাং এইরূপ সকল স্থলে কেবল স্বরান্তরের বিচার দ্বারা রাগের গঠন প্রণালী স্থির না হইয়া চতুঃস্বারিক বিন্যাসের বিচার দ্বারা হইয়া থাকে।

অতএব চতুস্বারিক বিন্যাসের বিচার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, কোন একটি রাগে কোন্ কোন্ স্বর-বিন্যাস ব্যবহার্য্য ও কোন্ কোন্ স্বরবিন্যাস অব্যবহার্য্য।

আবার পদের শেষস্থিত স্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্যাসগুলি গঠন কালে শিক্ষার্থিরা অনেক সময় স্থির করিতে পারেন না যে, কি প্রণালী অবলম্বন করিলে তাঁহারা নানা প্রকার নূতন নূতন বিন্যাস গঠন করিতে পারিবেন। এরূপ স্থলে তাঁহারা ২৪টি চতুঃস্বারিক বিন্যাস এবং ঐ সকলের কতকগুলির পরিবর্ত্তনের দ্বারা বিন্যাস প্রস্তুত করিয়া পদ গঠন কালে উহাদিগকে সম্মুখে রাখিলে এবং ঐ সকলের মধ্য হইতে ইচ্ছামত নির্ব্বাচন করিয়া লইলে, বিবিধ প্রকার বিন্যাস গঠনে যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন। (১)

পরিবর্ত্তিত চতুঃস্বারিক বিন্যাস।

পদ গঠনে চতুঃস্বারিক বিন্যাস আবার অনেক সময় আবশ্যকমত নিম্নলিখিত ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অনেক সময় চতুঃস্বারিক বিন্যাস ব্যবহার কালে উহার মধ্যস্থিত স্বরের অযথা উল্লম্ফন ও নিষিদ্ধ স্বরান্তর পরিহারের জন্য বা নিষিদ্ধ চতুঃস্বারিককে ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য কোন কোন চতুঃস্বারিকের মধ্যস্থিত একটি বা একাধিক স্বরের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে যথা :—সা নি় গ ঋ'র পরিবর্ত্তে সা ও ঋ দুইবার ব্যবহার করিয়া সা নি় সা ঋ গ ঋ হওয়াতে ২য় ও ৩য় স্বর নি় ও গ'র মধ্যে উল্লম্ফন নিবারিত

(১) ২৪টি চতুঃস্বারিক বিন্যাসের গঠন প্রণালী ও চতুঃস্বারিক পরিবর্ত্তনের বিষয় পরে লিখিত হইবে।

হইয়াছে। ঐরূপ ঋ ম সা গ বিন্যাসের পরিবর্তে (ঋ ও ম'র মধ্যস্থলে গ, পরে ম ও সা'র মধ্যস্থলে গ ঋ, তৎপরে সা ও গ'র মধ্যস্থলে ঋ ব্যবহার করিয়া) ঋ গ ম গ ঋ সা ঋ গ করাতে ১ম ও ২য়, ২য় ও ৩য় এবং ৩য় ও ৪র্থ স্বরের মধ্যস্থিত উল্লম্ফন নিবারিত হইয়াছে।

নিষিদ্ধ স্বরান্তরের পরিহারে পরিবর্ত্তিত চতুঃস্বারিক।

কোন রাগের নিষিদ্ধ স্বরান্তরকে পরিহার করিবার জন্য উল্লম্ফনের মধ্যস্থলে স্বরের ঐরূপ পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে যথা:—কেদারায় সা+গ স্বরান্তর ব্যবহৃত হয় না; সুতরাং সা গ ম ঋ বিন্যাসে সা ও গ'র মধ্যস্থলে ম স্বরের পুনরাবৃত্তির দ্বারা সা ম গ ম ঋ হইলে সা+গ স্বরান্তর নিবারিত হইবে। বিভাসে প+ঋ এই স্বরান্তরের ব্যবহার নাই। এজন্য গ ধ প ঋ বিন্যাসে প ও ঋ'র মধ্যস্থলে গ ব্যবহারের দ্বারা প+ঋ স্বরান্তর নিবারিত হইতে পারে যথা:— গ ধ প গ ঋ। এইরূপে যে কোন রাগে যে কোন নিষিদ্ধ স্বরান্তর নিবারণ করা যাইতে পারে।

নিষিদ্ধ চতুঃস্বারিকের ব্যবহারে স্বরের পুনরাবৃত্তি।

কোন রাগের নিষিদ্ধ চতুঃস্বারিককে ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য চতুঃস্বারিকের মধ্যস্থলে স্বরের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে যথা:—গোউড় সারঙ্গে সা ঋ গ ম বিন্যাস ব্যবহৃত হয় না; সুতরাং এ স্থলে সা ও ঋ'র মধ্যস্থলে গ ব্যবহারে সা গ ঋ গ ম করিলে এই বিন্যাস ব্যবহারোপযোগী হইবে।

সাধারণতঃ উল্লম্ফন বিশিষ্ট চতুঃস্বারিক বিন্যাস ব্যবহার কালে উল্লম্ফনের মধ্যস্থলে এক বা একাধিক স্বরের পুনরাবৃত্তির দ্বারা উল্লম্ফন নিবারণ করিলে ভাল হয়। তবে বিচিত্রতার জন্য মধ্যে মধ্যে উল্লম্ফন বিশিষ্ট বিন্যাস ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বিচিত্রতার জন্য একই প্রকার স্বরের অনতিদূরে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার পরিহারের জন্য অনেক সময় চতুঃস্বারিকের একটি স্বর বাদ দিয়া তৎপরিবর্তে অন্য একটি স্বর একাধিক বার ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা:—ঋ গ ম ঋ এখানে সা গ ম ঋ বিন্যাসের সা স্বর বাদ দিয়া উহার স্থলে পুনরায় ঋ ব্যবহৃত হইয়াছে। গ প ম॑ প বিন্যাসে গ প ম॑ ঋ'র ঋ স্বর বাদ গিয়া বা গ প ম॑ ধ'র ধ স্বর বাদ গিয়া উহাদের স্থলে পুনরায় প ব্যবহৃত হইয়াছে। সা ঋ গ ঋ এখানে সা ঋ গ ম'র ম' স্বর বাদ গিয়া বা সা ঋ গ নি়'র নি় স্বর বাদ গিয়া উহাদের স্থলে পুনরায় ঋ ব্যবহৃত হইয়াছে।

আংশিক চতুঃস্বারিক।

কখন বা আবশ্যক মত চতুঃস্বারিক বিন্যাসের মধ্যস্থিত কোন স্বর বাদ দেওয়া যাইতে পারে যথা:—নি় সা ঋ গ'র মধ্য হইতে সা বাদ গিয়া নি় ঋ গ ব্যবহৃত হইতে পারে। ঐরূপ ম প ধ নি'র মধ্য হইতে প বাদ গিয়া ম ধ নি ব্যবহৃত হইতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু এইরূপে কোন স্বর বাদ দিবার কালে

যাহাতে কোনরূপ নিষিদ্ধ স্বরান্তর উৎপন্ন না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। কোন চতুঃস্বারিক বিন্যাস এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইলে, তাহাকে আংশিক চতুঃস্বারিক বিন্যাস কহে।

এই সকল স্থলে শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে এইরূপে চতুঃস্বারিক বিন্যাসের পরিবর্ত্তনে কত প্রকার নূতন নূতন বিন্যাস গঠন করিয়া রাগের বিচিত্রতা সম্পাদন করা যায়।

রাগের রূপ প্রকাশক স্বর ও বিন্যাস।

যে স্বরের বা বিন্যাসের দ্বারা কোন রাগের রূপ প্রকাশ পায়, সেই স্বর বা বিন্যাসকে সেই রাগের রূপ প্রকাশক স্বর বা বিন্যাস কহে যথা :—কেদারায় স্থান বিশেষে ম ও ম'র ব্যবহারে ও সা+গ, গ+সা, গ+ঋ, ঋ+গ, ঋ+ম, ঋ+প এই সকল নিষিদ্ধ স্বরান্তর বিহীন বিন্যাসের দ্বারা ইহার রূপ প্রকাশ পায়, এজন্য ম ও ম এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিন্যাসগুলি কেদারার রূপ প্রকাশক স্বর ও বিন্যাস।

স্বরবিন্যাসের বিচিত্রতা।

স্বরবিন্যাসের বিচিত্রতার জন্য পরবর্ত্তী নিয়মগুলি লিখিত হইতেছে যথা :--(১) একই প্রকার গতিবিশিষ্ট তিনটির অধিক বিন্যাস বড় ব্যবহৃত হয় না যথা :—

সা গ ঋ ম, গ প ম ধ, প নি ধ সা, নি ঋ সা গ ইত্যাদি।

(২) সংগীতে বিভিন্ন মাত্রাযোগে ছন্দের বিচিত্রতা হওয়া আবশ্যক যথা :—

গ ঋ গ ম প ম প, প ম প গ, ঋ গ ঋ সা'র স্থলে গ ঋ গ ম প ম প,

প ম প গ, ঋ গ ঋ সা হইলে ভাল হয়।

(৩) বিচিত্রতার জন্য কোন কোন স্থলে পর পর স্বরের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে যথা :—

নি সা ঋ গ ঋ, গ ম গ প'র স্থলে নি সা ঋ গ গ ঋ, গ ম গ প প,

হইয়া থাকে।

(৪) অনেক সময় স্বরের বিন্যাস একটি পদের শেষস্থিত স্বর হইতে পরবর্ত্তী পদের শেষস্থিত স্বর পর্য্যন্ত ক্রমোচ্চ গতিতে গমন না করিয়া কয়েকটি স্বর অনুলোমে গমন করিয়া পুনরায় কয়েকটি স্বর বিলোমে গমন করে ও পুনরায় কয়েকটি স্বর অনুলোমে গিয়া আবার বিলোমে গমন করে। এইরূপে স্বরগুলি অনুলোমের ও বিলোমের মিশ্রণে অনুলোমে গমন করে যথা :—

ধ্ নি্ সা ঋা গা মা পা'র পরিবর্ত্তে ধ্ নি্ সা ঋা গা ঋা সা নি্, সা ঋা গা ঋা গা মা পা।

(১, ২, ৩, ৪, ৫ চিহ্নিত অংশ)

এস্থলে শেষোক্ত বিন্যাসের ১ চিহ্নিত সুরগুলি অনুলোমে, ২ চিহ্নিত সুরগুলি বিলোমে, ৩ চিহ্নিত সুরগুলি অনুলোমে, ৪ চিহ্নিত সুরগুলি বিলোমে ও ৫ চিহ্নিত সুরগুলি অনুলোমে গমন করিয়াছে।

আবার অনেক সময় সুরের বিন্যাস কোন পদের শেষস্থিত সুর হইতে অন্য পদের শেষস্থিত সুর পর্য্যন্ত ক্রমনিম্ন গতিতে গমন না করিয়া কয়েকটি সুর বিলোমে গমন করিয়া পুনরায় কয়েকটি সুর অনুলোমে গমন করে ও পুনরায় কয়েকটি সুর বিলোমে গিয়া আবার অনুলোমে গমন করে। এইরূপে সুরগুলি বিলোমের ও অনুলোমের মিশ্রণে বিলোমে গমন করে যথা:—ঋাঁ সাঁ নি ধা পা মা গা ঋা'র স্থলে এইরূপ—

ঋাঁ সাঁ নি ধা, নি সাঁ নি পা, ধা পা মা ধা, পা মা গা ঋা।

(১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ চিহ্নিত অংশ)

এস্থলে শেষোক্ত বিন্যাসের ১ চিহ্নিত সুরগুলি বিলোমে, ২ চিহ্নিত সুরগুলি অনুলোমে, ৩ চিহ্নিত সুরগুলি বিলোমে, ৪ চিহ্নিত সুরগুলি অনুলোমে, ৫ চিহ্নিত সুরগুলি বিলোমে, ৬ চিহ্নিত সুরগুলি অনুলোমে ও ৭ চিহ্নিত সুরগুলি বিলোমে গিয়াছে।

(৫) বিচিত্রতার জন্য কোন কোন বিন্যাস অনুলোম ও বিলোম গতির মিশ্রণে অনুলোমে পদের শেষ সুর অপেক্ষা উচ্চ সুরে গমন করিয়া পদের শেষ সুরে প্রত্যাগমন করে যথা:—নি্ সুর হইতে অনু-লোমে পদের শেষস্থিত পা সুরে যাইতে হইলে অনেক সময় এইরূপ—

নি্ ঋা গা ঋা + নি ধা নি মা ধা পা, হইয়া থাকে।

ঐরূপ কোন কোন বিন্যাস বিলোম ও অনুলোম গতির মিশ্রণে বিলোম গতিতে পদের শেষ সুর অপেক্ষা নিম্ন সুরে গমন করিয়া পদের শেষ সুরে প্রত্যাগমন করে যথা:—প সুর হইতে বিলোমে সা সুরে যাইতে হইলে কখন কখন পা মা গা ঋা গা + প্ ধ্ নি্ ম্ প্ ধ্ ঋা সা, এইরূপ হইয়া থাকে।

পদের গঠন।

কোন রাগের গঠনে প্রথমে সেই রাগের পদের শেষে ব্যবহার্য্য সুরগুলি কিয়দ্দূরান্তরে লিখিত হয়, পরে সেই রাগ গঠনের নিয়ম ও স্বর-বিন্যাসের পূর্ব্বোক্ত সাধারণ নিয়ম অনুসারে ঐ সকল সুরের পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলি গঠন করিতে হয়। যদি রাগের বিন্যাস গুলি ছন্দ বিশিষ্ট না হইয়া কেবল আলাপের ন্যায় হয়, তাহা হইলে পদের শেষস্থিত সুর কিঞ্চিৎ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় অথবা উহার পরে সুরের কিঞ্চিৎ বিরাম থাকে। কারণ এরূপ না হইলে কোন্ স্থানে পদ শেষ হইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায় না যথা :—

ঋ ম গ ঋ সা সা ঋ গ প ম ঋ গ ম গ ম ধ প ম ধ নি ধ প গ

এইরূপ থাকিলে কোন্ কোন্ সুরে পদ শেষ হইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায় না; কারণ এস্থলে এইরূপে এক একটি পদ শেষ হইতে পারে যথা :—

ঋ ম গ ঋ, সা সা ঋ গ, প ম গ ঋ গ, ম গ ম ধ প, ম ধ নি ধ প,

অথবা এইরূপেও এক একটী পদ শেষ হইতে পারে যথা :—

ঋ ম গ ঋ সা, সা ঋ গ প ম ঋ গ, ম গ ম ধ প. ম ধ নি ধ প গ,

ইত্যাদি।

রাগের বিন্যাস ছন্দবিশিষ্ট (যথা :—কাওয়ালী, একতালা ইত্যাদি) হইলে সকল স্থলে পদের শেষস্থিত সুর অধিক স্থায়ী বা উহার পরে বিরাম না থাকিলেও পদের শেষ সুর বুঝায় যথা :—

| সাঁ নি ধ প | নি ধ প ম | গ ম প ধ | প নি ধ সাঁ, | সাঁ গঁ ঋঁ সাঁ |

ঋঁ সাঁ নি ধ | সাঁ নি ধ নি | ধ প ম প, || এই কাওয়ালীর স্বরগ্রামের ৪র্থ ও ৮ম বারের শেষ সুর সাঁ ও প অধিক স্থায়ী না হইলে ও পদের শেষস্থিত সুর বুঝাইতেছে। এক্ষণে আর একটী উদাহরণ একতালায় প্রদত্ত হইতেছে যথা :—

ম ম ম | গ ঋ গ | ম ম প | প প প, | প ধ ধ | ঋঁ সাঁ সাঁ | নি সাঁ ধ | নি ধ প, ||

ইহার ৪র্থ ও ৮ম বারের শেষ সুর অধিক স্থায়ী না হইলেও ঐ দুইটীর এক একটীকে পদের শেষ সুর বুঝাইতেছে।

কোন রাগে পদের শেষ সুরের পর অন্য একটি পদ আরম্ভ করিতে হইলে, সেই স্থলে এমন সুরে আরম্ভ করিতে হয়, যাহা পদের ঐ শেষ সুরের সহিত মিলিয়া সেই রাগের নিষিদ্ধ সুরান্তর না হয় যথা :—কেদারায়

ম গ ম ঋ সা, গ প ম ধ প, এইরূপ হইবে না। কারণ ১ম পদের শেষস্থিত সুর সা'র পরে ২য় পদের ১ম সুর গ থাকাতে কেদারায় অব্যবহার্য্য সুরান্তর সা+গ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দুইটি পদ ম গ ম ঋ সা, ম গ প ন ধ প, এইরূপ হইলে নির্ভুল হইবে।

কিন্তু অনেক স্থলে কোন পদের শেষস্থিত সুর এবং অন্য পদের ১ম সুর এই দুইটি মিলিয়া নিষিদ্ধ সুরান্তর হইলে, তাদৃশ দোষের বলিয়া বিবেচিত হয় না; কিন্তু শিক্ষার্থিদের এরূপ দোষ পরিহার করিতে চেষ্টা করা উচিত।

এক্ষণে রাগ গঠনের পূর্ব্বোক্ত ২১টী সাধারণ নিয়ম পুনরায় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। শিক্ষার্থিরা পদের শেষ সুরগুলির পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলি গঠন করিয়া ঐ সকল পদ পুনঃ পুনঃ বাজাইয়া দেখিবেন ও ঐ সকল পদের সহিত পরস্থিত ২১টি নিয়মের এক একটি করিয়া প্রত্যেক নিয়ম মিলাইয়া দেখিবেন যে, পদগুলির গঠনে কোন নিয়ম লঙ্ঘন করা হইয়াছে কি না। তৎপরে কোন স্থানে বিন্যাসের বিচিত্রতা করিবার আবশ্যক হইলে বিচিত্রতার নিয়ম অনুসারে বিন্যাসগুলি পরিবর্ত্তিত করিয়া গঠন করিবেন।

সংক্ষেপে রাগ গঠনের সাধারণ নিয়ম।

(১) প্রথমে যদৃচ্ছাক্রমে পদের শেষ সুরগুলি কিয়দ্দূরান্তরে লিখিতে হইবে। এরূপ স্থলে প্রত্যেক পদের শেষ সুরগুলি বিভিন্ন প্রকার হইলে ভাল হয়।

(২) অনেকগুলি উল্লম্ফন পর পর হইবে না।

(৩) ষষ্ঠান্তর অপেক্ষা বৃহৎ উল্লম্ফন ব্যবহৃত হইবে না এবং এই ষষ্ঠান্তরের সুর ও অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইবে না।

(৪) কোন বিন্যাসের কোন স্থানে তিন বা ততোধিক সুর ক্রমোচ্চভাবে থাকিয়া তৎপরে শেষের সুর উল্লম্ফনে অনুলোম গতিতে প্রস্বনিত সুরে যাইবে না। কিন্তু এরূপ স্থলে অপ্রস্বনিত সুরে যাইতে নিষেধ নাই।

(৫) কোন বিন্যাসের কোন স্থানে তিন বা ততোধিক সুর ক্রমনিম্নভাবে থাকিয়া তৎপরে শেষের সুর উল্লম্ফনে বিলোম গতিতে কোন প্রস্বনিত সুরে যাইবে না; কিন্তু এরূপ স্থলে অপ্রস্বনিত সুরে যাইতে নিষেধ নাই।

(৬) ক্রমোচ্চ বিন্যাসের শেষের সুর হইতে বিলোমে অপ্রস্বনিত বা প্রস্বনিত সুরে উল্লম্ফনে যাইতে নিষেধ নাই।

(৭) ক্রমনিম্ন বিন্যাসের শেষের সুর হইতে অনুলোমে প্রস্বনিত বা অপ্রস্বনিত সুরে উল্লম্ফনে যাইতে নিষেধ নাই।

(৮) রাগের বিন্যাসের মধ্যে দুইটি সুর বৃহৎ উল্লম্ফনে ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্তু এরূপ স্থলে উল্লম্ফন অনুলোমে হইলে উল্লম্ফনের ১ম সুরটি পূর্ব্বস্থিত সুর হইতে বিলোমে আসিবে এবং উল্লম্ফনের ২য় সুরের পরস্থিত সুর অনুলোম হইতে বিলোমে যাইবে। উল্লম্ফন বিলোমে হইলে উল্লম্ফনের ১ম সুরের পূর্ব্বস্থিত সুর বিলোম হইতে অনুলোমে আসিবে এবং উল্লম্ফনের ২য় সুরের পরস্থিত সুর বিলোম হইতে অনুলোমে যাইবে।

(৯) বিন্যাসের মধ্যে উল্লম্ফনে সুর ব্যবহার করিতে হইলে উল্লম্ফনের পূর্ব্বে ও পরে পরিত্যক্ত সুরগুলি ব্যবহৃত হইবে।

(১০) সুরের অন্তর বৃহৎ হইলে পরিত্যক্ত সুরগুলি সুরান্তরের ১ম সুরের পূর্ব্বে ও ২য় সুরের পরে যত শীঘ্র ও অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় ততই উত্তম।

(১১) অনেক সময় এরূপ হয় যে, বৃহদন্তর বিশিষ্ট দুইটি সুর বা এমন কোন সুরান্তর যাহা সেই রাগে ব্যবহার করিলে শ্রুতিকটু বা রাগভ্রষ্ট হয়; এরূপ স্থলেও সেই বৃহদন্তর বিশিষ্ট দুইটি সুর বা রাগ ভ্রষ্টকারি সুরান্তরের দুইটি সুর বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হইতে পারে।

স্বরবিন্যাসের বিচিত্রতার জন্য সাধারণ নিয়ম।

(১২) পর পর পদের শেষ সুরগুলি একই প্রকার হইবে না।

(১৩) কোন রাগের বিন্যাসে একই প্রকার সুর অনতি দূরে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইবে না।

(১৪) রাগের গঠনে যদিও ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন সুরের ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, তথাপি উহাদের সহিত মধ্যে মধ্যে অন্ততঃ তৃতীয়ান্তরের সুর ব্যবহৃত না হইলে, রাগের রূপ উত্তমরূপে প্রকাশ পায় না এবং সুরের বিচিত্রতা হয় না।

(১৫) রাগের গঠন আরম্ভ হইয়া উহার রূপ প্রকাশক সুর, সুরান্তর বা বিন্যাস যত শীঘ্র ব্যবহার করা যায় ততই উত্তম।

(১৬) একই প্রকার গতি বিশিষ্ট তিনটির অধিক বিন্যাস ব্যবহৃত হইবে না।

(১৭) বিন্যাসের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রা যোগে ছন্দের বিচিত্রতা হওয়া আবশ্যক।

(১৮) বিচিত্রতার জন্য কোন কোন স্থলে কোন কোন সুরের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে।

(১৯) অনেক সময় সুরের বিন্যাস পদের এক সুর হইতে অন্য সুর পর্য্যন্ত কেবল ক্রমোচ্চ গতিতে বা কেবল ক্রমনিম্ন গতিতে গমন না করিয়া কয়েকটি সুর অনুলোমে গমন করিয়া পুনরায় কয়েকটি সুর বিলোমে গমন করে ও পুনরায় কয়েকটী সুর অনুলোমে গিয়া পুনরায় বিলোমে গমন করে। এইরূপে সুরগুলি অনুলোমের ও বিলোমের মিশ্রণে অনুলোমে গমন করে। ঐরূপ আবার অনেক সময় সুরগুলি বিলোমের ও অনুলোমের মিশ্রণে বিলোমে গমন করে।

(২০) যদি রাগের বিন্যাস গুলি কেবল আলাপের ন্যায় ছন্দ বিহীন হয়, তাহা হইলে পদের শেষস্থিত সুর কিঞ্চিৎ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় অথবা উহার পরে সুরের কিঞ্চিৎ বিরাম থাকে। রাগের বিন্যাস ছন্দবিশিষ্ট হইলে, সকল স্থলে পদের শেষস্থিত সুর অধিক স্থায়ী বা উহার পরে বিশ্রাম না হইলেও পদের শেষ সুর বুঝায়।

(২১) বিচিত্রতার জন্য কোন কোন বিন্যাস অনুলোম ও বিলোম গতির মিশ্রণে অনুলোমে পদের শেষ সুর অপেক্ষা উচ্চ সুরে গমন করিয়া পদের শেষ সুরে প্রত্যাগমন করে। ঐরূপ কোন কোন বিন্যাস বিলোম ও অনুলোম গতির মিশ্রণে বিলোম গতিতে পদের শেষ সুর অপেক্ষা নিম্ন সুরে গমন করিয়া পদের শেষ সুরে প্রত্যাগমন করে।

পদ গঠনের সহজ প্রণালী।

প্রথম শিক্ষার্থিদের পক্ষে কোন পদের শেষস্থিত সুরের পূর্ব্ববর্ত্তী পদ পুরণ করিবার সহজ উপায় এই যে, প্রথমে তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে কোন সুর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমোচ্চ গতিতে পদের শেষস্থিত সুরে যাইবেন যথা:—নি হইতে আরম্ভ করিয়া প সুরে যাইতে হইলে নি সা ঋ গ ম প এইরূপে যাইবেন। অথবা স্বেচ্ছাক্রমে কোন সুর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমনিম্ন গতিতে পদের শেষস্থিত কোন সুরে যাইবেন যথা:—র্গ হইতে আরম্ভ করিয়া প সুরে যাইতে হইলে, র্গ র্ঋ র্সা নি ধ প এইরূপে যাইবেন। তবে যে স্থলে ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন গতির দ্বারা রাগের নিষিদ্ধ বিন্যাস বা নিষিদ্ধ সুরান্তর হইবে, কেবল সেই সকল স্থল ব্যতিত অন্যান্য স্থানে ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন গতিতে যাইতে পারিবেন।

কখন কখন আবার কোন কোন বিন্যাস পদের শেষস্থিত সুর অপেক্ষা উচ্চ বা নিম্ন সুরে গিয়া তৎপরে পদের শেষ সুরে গমন করে যথা:—নি হইতে প সুরের যাইবার কালে নি সা ঋ গ ম ধ প, বা নি সা ঋ গ ম নি ধ প, এই রকমে যাইতে হয়। ঐরূপ র্গ হইতে প সুরে যাইবার কালে র্গ র্ঋ র্সা নি ধ ম প, বা র্গ র্ঋ র্সা নি ধ ম গ প, এইরূপে যাইতে হয়।

এখানে শিক্ষার্থিরা বুঝিতে পারিলেন যে, স্বেচ্ছাক্রমে যে কোন সুর হইতে আরম্ভ করিয়া অনুলোম বা বিলোম গতিতে পদের শেষ সুরে যাওয়া যায়।

এস্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইমনের পদ গঠনের উদাহরণ প্রথমে ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন ভাবে লিখিত হইয়া তৎপরে ঐ সকল বিন্যাসে বিচিত্রতা করিয়া দর্শিত হইতেছে। এজন্য প্রথমে ইমনের পদের শেষে ব্যবহার্য্য সুরগুলি যদৃচ্ছাক্রমে কিয়দ্দূরান্তরে লিখিত হইতেছে যথা:—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
প,	সা,	ঋ,	প,	ধ,	গ,	সা।

এক্ষণে এক একটী পদের শেষ স্বরে কেবল ক্রমনিম্ন ভাবে বিলোমে বা কেবল ক্রমোচ্চভাবে অনুলোমে গমন করিয়া পদগুলি পূরণ করা হইতেছে যথা :—

১ সা নি ধ প, ২ ম প ধ নি সা, ৩ সা ঋ, ৪ গ ম প, ৫ প ধ, ৬ প ম গ, ৭ ঋ সা,

অতঃপর এই স্বরগ্রামে রাগ গঠনের পূর্ব্বোক্ত ২১টী সাধারণ নিয়ম অনুসারে কিরূপে বিচিত্রতা করা যাইতে পারে তাহা দর্শিত হইতেছে। যথা :—

১ সা নি সা নি ধ নি ধ প, ২ ম প ধ সা নি ঋ সা, ৩ নি সা ঋ গ গ ঋ,

৪ গ ম গ প প, ৫ প ম প ধ, ৬ ম ধ নি ধ নি ধ প ম গ, ৭ প ঋ গ ঋ নি সা,

এই শেষোক্ত স্বরগ্রামে শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে, ইহাতে অনুলোম ও বিলোম গতির মিশ্রণ, ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন গতির সহিত উল্লম্ফনে স্বরের ব্যবহার, বিচিত্রতার জন্য স্থানে স্থানে পর পর স্বরের পুনরাবৃত্তি, বিভিন্ন মাত্রাযোগে ছন্দের বিচিত্রতা, এবং রাগের রূপ প্রকাশক ম স্বরের অবিলম্বে ব্যবহার আছে, কিন্তু একই স্বরের অনতিদূরে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার নাই ও অনেকগুলি উল্লম্ফনের পর পর ব্যবহার নাই।

আপাততঃ রাগ গঠনের প্রয়োজনীয় নিয়মগুলি এক প্রকার শেষ হইল। এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন রাগের গঠন প্রণালী ক্রমশঃ বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইতেছে।

ইমন।

ইমন সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। ইহার ঠাট সা ঋ গ ম প ধ নি।

ইমনের রূপ প্রকাশক স্বর।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে ইমনে কড়ি ম'র প্রয়োজন হয় এবং এই কড়ি ম' স্বর সা গ্রামকে ম' গ্রামের অনুরূপে গঠন করাতে উৎপন্ন হইয়াছে। এজন্য কড়ি ম ইমনের প্রকাশক (characteristic note) স্বর।

ইমনের গঠনে স্বরান্তর।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কোন রাগের গঠন করিতে হইলে, তাহাতে কোন্ কোন্ স্বরান্তর ব্যবহৃত হইতে পারে ও কোন্ কোন্ স্বরান্তর ব্যবহৃত হইতে পারে না তাহা জানা বিশেষ প্রয়োজন। অতএব ইমনে যে সকল স্বরান্তর ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সংযোগে পদ গঠনের উদাহরণ লিখিত হইতেছে।

পরস্থিত কোন কোন পদের মধ্যস্থিত স্বরান্তরের ১ম স্বরটীর পরে কমা ব্যবহৃত হইয়াছে; তদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে স্বরান্তরের ১ম স্বরটী পদের শেষ স্বর ও ২য় স্বরটী পরস্থিত পদের ১ম স্বর।

দ্বিতীয়ান্তর।

অনুলোম।	বিলোম।
সা+ঋ— | সা+ঋ | গ ম | প ম | গ ‖	সাঁ+ন— | সাঁ+ | ন ধ | প ম | গ ‖
ঋ+গ— | সা | ন সা | ঋ+গ | ঋ সা ‖	ন+ধ— | ন+ধ | প ম | গ ম | প ‖
গ+ম— | ন ঋ | গ ঋ | গ+ম | প ‖	ধ+প— | ধ+প | ম প | গ ঋ | গ ‖
ম+প— | ম+প | ম ধ | প ম | গ ‖	প+ম— | প+ম | গ ঋ | ন ঋ | সা ‖
প+ধ— | প+ধ | ম প | ধ ন | সাঁ ‖	ম+গ— | ম+গ | ঋ গ | প ম | প ‖
ধ+ন— | ধ+ন | ম ধ | প ম | গ ‖	গ+ঋ— | সা ঋ | গ+ঋ | গ প | মপ |
ন+সাঁ— | ন+সাঁ | ধ ন | প ম | প ‖	ঋ+সা— | ম প | ধ ম | গ ঋ+ | সাঁ |

অতঃপর ৩য় ও তদপেক্ষা বৃহদন্তর বিশিষ্ট স্বরের দ্বারা গঠিত উদাহরণ লিখিবার কালে প্রথমে স্বরান্তর, পরে একটি বিয়োগের চিহ্ন দিয়া স্বরান্তরের পরিত্যক্ত স্বর বা স্বরগুলি, তৎপরে একটি তারকা চিহ্ন দিয়া স্বরান্তর সংযোগে স্বরবিন্যাস লিখিত হইবে। যথা:—ঋ+প—গ ম* | ম গ ঋ | +প ম গ | ঋ নি ঋ | সা ‖

তৃতীয়ান্তর—অনুলোম।

সা + গ — ঋ ❊ | নি ঋ | সা + গ | প র্ম | প || ইহা প্রায়ই বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হয়

যথা :—

| সা ঋ | গ ঋ | সা সা, | + গ প | ম ধ | প | প ||

ঋ + ম — গ ❊ | সা ঋ গ | ঋ + ম প | ধ প ম | গ ||

গ + প — ম ❊ | নি ঋ সা গ | + প ম প ধ | নি ধ প ম | গ ||

ম + ধ — প ❊ | নি ঋ গ | প ম + ধ | নি ধ নি | প ||

প + নি — ধ ❊ | গ ঋ গ | প ম প + | নি ধ নি | সাঁ ||

ধ + সাঁ — নি ❊ | গ প ম ধ | প | ধ + সাঁ নি ঋঁ | সাঁ ||

নি + ঋঁ — সাঁ ❊ | প ম ধ প | সাঁ নি + ঋঁ সাঁ | নি ধ প ম | গ ||

তৃতীয়ান্তর—বিলোম।

সাঁ + ধ — নি ❊ | সাঁ নি সাঁ + | ধ নি ধ | প ম | গ ||

নি + প — ধ ❊ | নি ধ নি + | প ম প | ঋ গ ঋ | সা ||

ধ + ম — প ❊ | ধ + ম প | নি ধ নি | প ম | গ ||

প + গ — ম ❊ | প ম | প + গ | ম গ | ঋ সা ||

ম+ঋ—গ ※ | গ প | ম+ঋ | গ ঋ | সা |

গ+সা—ঋ ※ | গ ঋ | গ+সা | ঋ গ | প |

ঋ+নি—সা ※ | প ম | গ ঋ+ | নি ঋ | সা ||

চতুর্থান্তর—অনুলোম।

সা+ম—ঋ গ ※ স্বল্পব্যবহৃত এবং অনেক সময় বিভিন্ন পদে যথাঃ—প ধ প ম |

| গ ঋ সা, + | ম গ ঋ গ | প ম প ||

ঋ+প—গ ম ※ | ম গ ঋ | +প গ | ঋ নি ঋ | সা ||

গ+ধ—ম প ※ | প ম গ+ | ধ প | ঋ গ ঋ | সা |

ম+নি—প ধ ※ | প ম+নি ধ | প ম গ ঋ | গ প ম ধ | প ||

প+সাঁ—ধ নি ※ | গ প ম | ধ প+সাঁ | নি ধ নি | প ||

ধ+ঋঁ—নি সাঁ ※ | সাঁ নি ধ+ | ঋঁ সাঁ নি | ধ প ম | গ |

নি+গঁ—সাঁ ঋঁ ※ | ঋঁ সাঁ নি+ | গঁ ঋঁ সাঁ | নি ধ নি | প |

চতুর্থান্তর—বিলোম।

সাঁ+প—নি ধ ※ | ধ নি সাঁ | +প নি ধ | প ম গ |

নি+ম—ধ প ※ | ধ নি+ | ম ধ | প ম | গ ||

ধ + গ — প ম ※ | ম প ধ | + গ প | নি ধ নি | সা ||

প + ঋ — ম গ ※ | গ ম প + | ঋ গ ঋ | নি ঋ || সা ||

ম + সা — গ ঋ ※ | প গ ম + | সা ঋ গ | ঋ নি ঋ | সা ||

গ + নি — ঋ সা ※ | সা ঋ গ + | নি ঋ সা | নি ধ নি | প ||

ঋ + ধ — সা নি ※ | গ ঋ সা ঋ + | ধ সা নি ঋ | সা গ ঋ | গ ||

পঞ্চমান্তর—অনুলোম।

সা + প — ঋ গ ম ※ | গ ঋ সা | + প ম প | ধ প ম | গ ||

ঋ + ধ — গ ম প ※ | প ম গ ঋ + | ধ প ম প | নি ধ প ম | গ ||

গ + নি — ম প ধ ※ | প ম গ + | নি ধ প | ম গ ঋ | সা ||

ম + সা — প ধ নি ※ | গ প ম + | সা নি ধ | প ম | গ ||

প + ঋ — ধ নি সা ※ | সা নি ধ | নি প + | ঋ সা গ | প ম গ ||

ধ + গ — নি সা ঋ ※ | ঋ সা নি | ধ + গ ঋ | গ প ম | প |

নি + ম — সা ঋ গ ※ | সা ঋ গ | ঋ সা নি + | ম গ ঋ | গ

পঞ্চমান্তর—বিলোম।

সাঁ + ম — নি ধ প ※ | ধ নি সাঁ + | ম প গ | ঋ গ ঋ | সা ||

নি + গ — ধ প ম ※ | প ধ নি + | গ ম প | ধ প ম | প ||

ধ + ঋ — প ম গ ※ | ম প ধ + | ঋ গ ঋ | নি ঋ | সা ||

প + সা — ম গ ঋ ※ | গ ম প + | সা ঋ গ | প ম | প ||

ম + নি — গ ঋ সা ※ | ঋ গ ম + | নি সা ঋ | গ ঋ | সা ||

গ + ধ — ঋ সা নি ※ | সা ঋ গ + | ধ নি ধ | প ম | প ||

ঋ + প — সা নি ধ ※ | নি সা ঋ + | প নি ধ | প ম | গ ||

ষষ্ঠান্তর।

ষষ্ঠান্তরের স্বর বড় অধিক ব্যবহৃত হয় না। এজন্য ঐ সকলের বিস্তৃত উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন বোধে এস্থলে কেবল-মাত্র উহাদের দুই চারিটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল। অধিকাংশ স্থলে উহাদের ১ম স্বর পদের শেষে এবং দ্বিতীয় স্বর পদের প্রথমে ব্যবহৃত হয়।

ষষ্ঠান্তর—অনুলোম।

সা + ধ — ঋ গ ম প ※ | গ ঋ সা + | ধ প ম | গ ম প ||

ঋ + নি — গ ম প ধ ※ | ঋ গ ঋ + | নি ধ প | ম গ ঋ | সা ||

গ + সাঁ — ম প ধ নি ※ | প ম গ + | সাঁ নি সাঁ | ধ নি ধ | প ||

ষষ্ঠান্তর—বিলোম।

সাঁ+গ—নি ধ প ম ※ | ধ নি সাঁ+ | গ প | ম ধ নি | প |

নি+ঋ—ধ প ম গ ※ | প ধ নি+ | ঋ গ প | ধ প ম গ |

পূর্ব্বোক্ত ৪র্থ, ৫ম ও ষষ্ঠান্তরের বিন্যাস গুলিতে শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে ঐ সকল উল্লম্ফনের ১ম সুরের পূর্ব্বস্থিত সুর ও উল্লম্ফনের ২য় সুরের পরস্থিত সুর উল্লম্ফনের বিপরীত দিক হইতে আসিয়াছে ও গিয়াছে।

ইমনে সচরাচর ব্যবহৃত বিন্যাস।

ইমনের অধিকাংশ স্থলে এইরূপ বিন্যাসগুলি বর্ত্তমান থাকে যথা ঃ—

ম গ ম প, নি ধ ম ধ নি, ম ঋ গ, নি ঋ গ, গ ম প ঋ, ম গ

ম ধ প, প ম ধ প, ম গ ম ঋ, ঋ নি ঋ, ধ ঋঁ সাঁ নি ধ, ঋঁ নি

গঁ ঋঁ, ম ধ নি ঋঁ নি ধ, প ম প ঋ, ঋঁ নি ধ নি ধ, প নি ধ ম ধ প

ইত্যাদি।

রাগের বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী ও বিবাদী সুর।

যে সুর কোন রাগে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় বা যাহার দ্বারা রাগের রূপ প্রকাশ পায়, তাহাকে সেই রাগের বাদী সুর কহে। বাদী সুর অপেক্ষা স্বল্প ব্যবহৃত সুরকে সম্বাদী, সম্বাদী অপেক্ষা স্বল্প ব্যবহৃত সুরকে অনুবাদী এবং অব্যবহার্য্য সুরকে বিবাদী সুর কহে।

অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে, সকল রাগেরই বাদী, সম্বাদী ও অনুবাদী সুর আছে; কিন্তু এরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক; কারণ যদিও কোন কোন রাগে একটি সুরের দ্বারা রাগের রূপ কতকটা প্রকাশ পায় যথা ঃ—কেদারায় ম' সুরের দ্বারা, ঝিঁঝিটে গ' সুরের দ্বারা; কিন্তু এরূপ কয়টি রাগে ঘটিয়া থাকে? অধিকন্তু শিক্ষার্থিরা এই দুই রাগ শিক্ষা করিবার সময় দেখিবেন যে, ঐ দুইটি রাগের রূপ প্রকাশে ঐ দুইটি সুর ব্যতিত অন্যান্য স্বরবিন্যাসেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। কোন কোন রাগে সুরান্তরের দ্বারা রাগের রূপ

কতক পরিমাণে প্রকাশ পায়; যেমন ভূপালীতে ঋ+প ও প+ঋ এই দুই স্বরান্তরের দ্বারা যথাঃ—সা ধ সা ঋ+প গ ও প ধ প গ প+ঋ গ ঋ সা; কিন্তু শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে, ভূপালীর রূপ কেবল ঐ দুইটী স্বরান্তরের দ্বারা প্রকাশ না পাইয়া ম ও নি স্বর বিবাদী হওয়াতেও প্রকাশ পায়। আবার অনেক স্থলে কোনরূপ বিন্যাসের দ্বারাও রাগের রূপ প্রকাশ পায়। যথাঃ—গোউড় সারঙ্গে ঋ গ ঋ ম; সা গ ঋ ম, ম গ ঋ ম এই সকল বিন্যাসের দ্বারা।

যদি কেহ এরূপ বলেন যে, অধিক পরিমাণে ব্যবহার্য্য স্বরকে বাদী, তদপেক্ষা স্বল্প ব্যবহার্য্য স্বরকে সম্বাদী এবং তদপেক্ষা স্বল্প ব্যবহার্য্য স্বরকে অনুবাদী বলে। এস্থলে শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে, এরূপ অনেক রাগ আছে, যে গুলিতে একাধিক স্বর সমান পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যথাঃ—বেহাগে গ প নি, বিভাসে গ প ধ, ঝিঝিটে গ ও প। এরূপ স্থলে কোন্ কোন্ স্বর বাদী, সম্বাদী ও অনুবাদী তাহা স্থির হইতে পারে না। আবার কোন কোন রাগের রূপ প্রকাশে সাতটি স্বরই সমান প্রয়োজনীয় হইয়া হইয়া থাকে। যথাঃ—ইমনে সা ঋ গ ম প ধ নি।

ইমনের প্রয়োজনীয় স্বর।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ম ইমনের প্রকাশক স্বর। এক্ষণে দর্শিত হইতেছে যে ঐ ম এবং আর সকল গুলিই ইহাতে সমান প্রয়োজনীয়। এই বিষয় প্রমাণ করিবার জন্য পরস্থিত একটি ইমনের স্বরগ্রাম হইতে এক একটি স্বর বাদ দিয়া এক একটি উদাহরণ লিখিত হইতেছে। বাদ দেওয়া স্বরগুলি এক একটি বন্ধনীর মধ্যে লিখিত হইয়াছে।

ঋ বাদে।—সা নি সা নি ধ নি ধ প, ম প ধ সা নি (ঋ) সা, নি সা (ঋ) গ গ (ঋ), গ ম গ প প, প ম প গ, গ ম গ ধ প, ম ধ নি ধ প ম গ, প (ঋ) গ (ঋ) নি সা,।

গ বাদে।—সা নি সা নি ধ নি ধ প, ম প ধ সা নি ঋ সা, নি সা

ঋা (গা গা) ঋা, (গা) মা (গা) পা পা, পা মা পা (গা,) (গা) মা (গা) ধা পা, মা ধা না
ধা পা মা (গা), পা ঋা (গা) ঋা নি সা।

মা বাদে।—সা নাঁ সাঁ নি ধা নি ধা পা, (মা) পা ধা সা না ঋা সা, না সা
ঋা গা গা ঋা, গা (মা) গা পা পা, পা (মা) পা গা, গা (মা) গা ধা পা, (মা) ধা না
ধা পা (মা) গা, পা ঋা গা ঋা না সা।

পা বাদে।—সা নাঁ সাঁ না ধা না ধা (পা), মা (পা) ধা সা না ঋা সা, না সা
ঋা গা গা ঋা, গা মা গা (পা পা,) (পা) মা (পা) গা, গা মা গা ধা (পা), মা ধা না ধা
(পা) মা গা, (পা) ঋা গা ঋা না সা।

ধা বাদে।—সা নাঁ সাঁ না (ধা) না (ধা) পা, মা পা (ধা) সা না ঋা সা, না সা
ঋা গা গা ঋা, গা মা গা পা পা, পা মা পা গা, গা মা গা (ধা) পা, মা (ধা) না (ধা)
পা মা গা, পা ঋা গা ঋা না সা।

নি বাদে।—সা (নাঁ) সাঁ (না) ধা (না) ধা পা, মা পা ধা সা (না) ঋা সা, (নাঁ) সাঁ

ঋ গ গ ঋ, গ ম গ প প, প ম প গ, গ ম গ ধ প, ম ধ (নি) ধ প

ম গ, প ঋ গ ঋ (নি) সা।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত গুলিতে শিক্ষার্থিরা দেখিতে পাইবেন যে যে স্থানে কোন একটি সুর বাদ পড়িয়াছে সেই সেই স্থানে ইমনের মূর্ত্তি প্রকাশ পায় নাই।

চতুঃস্বারিক গ্রাম (tetrachord)। (১)

এরূপ কতকগুলি রাগ আছে যে গুলিতে সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ এই আটটি সুরকে সমান দুই অংশ করিয়া এক একটি অংশ এক একটি গ্রামরূপে গৃহীত হইয়া থাকে এবং অনেক সময় একটি বিন্যাসের অনুকরণে অন্যটির বিন্যাস প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু দুইটি অংশ এরূপে বিন্যস্ত হইয়া থাকে, যাহাতে প্রত্যেক অংশের ১ম হইতে ২য়, ২য় হইতে ৩য় এবং ৩য় হইতে ৪র্থ সুর সমান ভাবে পূর্ণান্তর ও অর্দ্ধান্তরে অবস্থিতি করে যথা :—

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪

সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ অথবা নি সা ঋ গ ম প ধ নি

এইরূপে আটটি সুর চারিটি সুর বিশিষ্ট দুই অংশে বিভক্ত হইলে, ঐ দুই অংশকে ১ম ও ২য় চতুঃস্বারিক গ্রাম কহে।

ইমনের চতুঃস্বারিক গ্রাম।

ইমনের অধিকাংশ স্থলে ইহার আট সুর বিশিষ্ট গ্রাম, দুইটি চতুঃস্বারিক গ্রামে বিভক্ত হইয়া তাহার একটি গ্রামের বিন্যাসের অনুকরণে অন্য একটি গ্রামের বিন্যাস গঠিত হইয়া থাকে। যথা :—

নি সা ঋ গ ম প ধ নি এই গ্রাম নি সা ঋ গ ও ম প ধ নি এই দুইটি চতুঃস্বারিক গ্রামে বিভক্ত হইয়া অনেক সময় ইহার একটি গ্রামের বিন্যাসের অনুকরণে অন্য গ্রামের বিন্যাস গঠিত হইয়া থাকে। যথা :—

১ম গ্রামের অর্থাৎ নি সা ঋ গ'র বিন্যাস যদি সা নি সা ঋ সা, নি ঋ গ ঋ গ ঋ নি

(১) ইতিপূর্ব্বে চতুঃস্বারিক বিন্যাসের বিষয় উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে চতুঃস্বারিক গ্রামের বিষয় লিখিত হইতেছে। শিক্ষার্থিরা এই দুইটি নামের প্রভেদ মনে রাখিবেন।

ঋ সা, এইরূপ হয়, তাহা হইলে ২য় গ্রামের অর্থাৎ ম প ধ ন'র বিন্যাসও অনেক স্থলে ১ম গ্রামের উক্ত বিন্যাসের অনুকরণে প ম প ধ প, ম ধ ন ধ ন ধ ম ধ প এইরূপ হইয়া থাকে। উক্ত দুইটি বিন্যাস তুলনা করিয়া সহজে বুঝিবার জন্য অতঃপর উপর্য্যুপরি লিখিত হইতেছে যথা:—

১ম গ্রামের।—সা নি সা ঋ সা, নি ঋ গ ঋ গ ঋ নি ঋ সা,।

২য় গ্রামের।—প ম প ধ প, ম ধ ন ধ ন ধ ম ধ প,।

অনেক স্থলে এই দুইটি গ্রামের প্রত্যেকের প্রথম সুরের পূর্ব্বস্থিত এক একটি সুর (অর্থাৎ ১ম গ্রামের ১ম সুর নি'র পূর্ব্বস্থিত ধ সুর ও দ্বিতীয় গ্রামের ১ম সুর ম'র পূর্ব্বস্থিত গ সুর) লইয়া বিন্যাস প্রস্তুত হইয়া থাকে

যথা:—প্রথম গ্রামের সা নি সা ধ ন ধ ন সা সা, সা নি ঋ গ গ ঋ নি ঋ সা,

এবং ইহার অনুকরণে অনেক সময় ২য় গ্রামের প ম প গ ম গ ম প প, প ম ধ ন ন ধ ম ধ প, এইরূপ বিন্যাস হইয়া থাকে। অতঃপর এই দুইটি বিন্যাস তুলনা করিবার সুবিধার জন্য দুইটি পংক্তিতে উপর্য্যুপরি লিখিত হইতেছে।

১ম গ্রামের। সা নি সা ধ ন ধ ন সা সা, সা নি ঋ গ গ ঋ নি ঋ সা,।

২য় গ্রামের। প ম প গ ম গ ম প প, প ম ধ ন ন ধ ম ধ প,।

এস্থলে ইহা জানা আবশ্যক যে, যেমন প্রত্যেক চতুঃস্বারিক গ্রাম ও তাহাদের ১ম সুরের পূর্ব্বস্থিত এক একটি সুর ঐ ঐ গ্রামের বিন্যাসে ব্যবহৃত হয়, সেরূপ কিন্তু প্রত্যেক গ্রামের শেষ সুরের পরস্থিত এক একটি সুর ব্যবহৃত হইতে পারে না। কারণ নি সা ঋ গ'র পরে ম সুরের ব্যবহারের ন্যায় ম প ধ নি'র

পরে র্সা ব্যবহার করিতে হইলে ১ম গ্রামের পূর্ণান্তর বিশিষ্ট ৪র্থ ও পঞ্চম স্বরের (গ ম') ন্যায় ২য় গ্রামের ৪র্থ ও ৫ম (নি র্সা) স্বর দুইটীকে পূর্ণান্তরে রাখিবার জন্য সা কে কড়ি করিতে হইবে। যথা:—

নি সা ঋ গ ম'

ম' প ধ নি র্সা

প্রথম চতুঃস্বারিক গ্রাম।

শিক্ষার্থিরা দেখিয়াছেন যে ইমনের প্রথম চতুঃস্বারিক গ্রামের বিন্যাস গঠনে অনেক সময় উহার সহিত ২য় গ্রামের ধ' স্বর ব্যবহৃত হয়।

প্রথম চতুঃস্বারিক গ্রামের কতিপয় বিন্যাস।

সা নি ধ সা নি ঋ সা, ধ সা নি ঋ গ, গ ঋ নি ঋ সা, সা নি

ধ সা ঋ সা গ, গ ঋ গ নি ঋ সা, সা গ ঋ গ ঋ, সা নি ধ সা ধ ঋ,

গ ঋ গ ধ নি ঋ সা, সা ঋ গ নি ধ ঋ সা,

সাধন।

এক্ষণে শিক্ষার্থিরা ধ নি সা ঋ গ এই পাঁচটি স্বর লইয়া যত অধিক বিভিন্ন প্রকার বিন্যাস গঠন করিতে পারেন তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবেন।

ইমনে দ্বিতীয় চতুঃস্বারিক গ্রাম।

ইমনের ২য় চতুঃস্বারিক গ্রামের বিন্যাস গঠনে অনেক সময় ১ম গ্রাম হইতে গৃহিত গ' স্বর ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় চতুঃস্বারিক গ্রামের কতিপয় বিন্যাস।

প ম' গ ম' প, নি ধ নি ম' ধ প, নি ধ প ম' গ প, প ম'

গ ম ধ প, ধ নি ধ প ম গ প, প ম গ ম ধ নি, গ ম প ম ধ,

নি ধ নি প ম গ প,।

সাধন।

একণে শিক্ষার্থিরা গ ম প ধ নি এই পাঁচটি সুর লইয়া যত অধিক বিভিন্ন প্রকার বিন্যাস গঠন করিতে পারেন তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবেন।

ইমনে পদের শেষে ব্যবহার্য্য সুর।

ইমনে পদের শেষে সা ঋ গ প ধ নি এই সুরগুলি সচরাচর এবং কখন কখন ম সুর ও ব্যবহৃত হয়।

শিক্ষার্থিরা একণে ইমনে পদের শেষে ব্যবহার্য্য পূর্ব্বোক্ত সুরগুলি যদৃচ্ছাক্রমে কিয়দ্দূরান্তরে লিখিয়া উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলি পূরণ করিবেন এবং পদগুলি পূরণ কালে সেচ্ছাক্রমে ১ম চতুঃস্বারিক গ্রামের বিন্যাসের অনুকরণে ২য় চতুঃস্বারিক গ্রামের বিন্যাস বা ২য় চতুঃস্বারিক গ্রামের বিন্যাসের অনুকরণে ১ম চতুঃস্বারিক গ্রামের বিন্যাস গঠন করিতে চেষ্টা করিবেন। এইরূপে একটি গ্রামের বিন্যাসের অনুকরণে অন্য একটি গ্রামের বিন্যাস গঠন করিতে হইলে ১ম গ্রামের বিন্যাসে ধ নি সা ঋ গ এই পাঁচটির অধিক সুর এবং ২য় গ্রামের বিন্যাসে গ ম প ধ নি এই পাঁচটির অধিক সুর ব্যবহৃত হইবে না; কারণ ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ১ম গ্রামের ম সুরের অনুকরণে ২য় গ্রামে সা ব্যবহৃত হইতে পারে না।

একণে ১ম গ্রামের বিন্যাসের অনুকরণে ২য় গ্রামের বিন্যাসের বা ২য় গ্রামের বিন্যাসের অনুকরণে ১ম গ্রামের বিন্যাসের কতিপয় উদাহরণ লিখিত হইতেছে।

১ম গ্রামের।—ধ সা নি ঋ গ, নি ঋ সা, ঋ গ ঋ নি ঋ, ধ সা নি ঋ সা,

২য় গ্রামের।—গ প ম ধ নি, ম ধ প, ধ নি ধ ম ধ, গ প ম ধ প,

১ম গ্রামের —নি ঋ গ, ঋ গ ঋ, নি ঋ সা, সা নি ঋ সা নি ধ সা,

২য় গ্রামের।—ম ধ নি, ধ নি ধ, ম ধ প, প ম ধ প ম গ প,

ইতিপূর্ব্বে রাগের গঠনের সমস্ত উপদেশ 'রাগের গঠনের সাধারণ নিয়ম' শীর্ষক স্থলে লিখিত হইয়াছে। অতএব শিক্ষার্থিরা ঐ সকল নিয়ম অনুসারে অন্যান্য রাগও গঠন করিবেন। অতঃপর যে সকল রাগের গঠন প্রণালী পরে লিখিত হইবে, সেই সকল স্থানে পুনরায় ঐ সকল সাধারণ নিয়ম পুনরুক্ত না হইয়া কেবলমাত্র সেই সকল রাগে ব্যবহার্য্য অতিরিক্ত কতিপয় নিয়ম লিখিত হইবে।

ইতিপূর্ব্বে রাগ গঠনের সাধারণ নিয়মের অধ্যায়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইমনের পদ গঠনের উদাহরণ লিখিত হইয়াছে। এজন্য অনাবশ্যক বোধে এস্থলে ঐ বিষয় আর পুনরুক্ত হইল না।

শিক্ষার্থিরা এক্ষণে ইমনে পদের শেষ স্বরগুলি যদৃচ্ছাক্রমে কিয়দ্দূরান্তরে লিখিয়া উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলি প্রথমে ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন ভাবে লিখিবেন। তৎপরে রাগ গঠনের ২১টি সাধারণ নিয়ম অনুসারে ঐ সকল বিন্যাসের বিচিত্রতা সম্পাদন করিবেন।

চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সাহায্যে রাগের পদ গঠন। (১)

ইতিপূর্ব্বে পদগুলি প্রথমে ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন ভাবে গঠিত করিয়া তৎপরে রাগ গঠনের ২১টি সাধারণ নিয়ম অনুসারে কিরূপে বিন্যাসের বিচিত্রতা করা যায় তাহা লিখিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা রাগের গঠন মোটামুটি ভাবে এক প্রকার চলিতে পারে এবং ঐ সকল নিয়ম অনুসারে বিন্যাসগুলি গঠিত হইলে ঐ সকল বিন্যাসও কোনরূপে অশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি শিক্ষার্থিরা যদ্যপি স্থির করিতে না পারেন যে, ঐ সকল বিন্যাস কত প্রকার হইতে পারে, অথবা স্বরগুলি কত প্রকারে উল্টা পাল্টা করিয়া বিন্যস্ত করা যাইতে পারে। এরূপ স্থলে চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সাহায্যে নানা প্রকারে বিচিত্রতা করিয়া রাগের বিন্যাস গঠন অনেকটা সহজসাধ্য হইতে পারে। কিন্তু শিক্ষার্থিদের যে পর্য্যন্ত না প্রথমে ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন ভাবে পদ গঠন করিয়া তৎপরে রাগ গঠনের ২১টি সাধারণ নিয়মানুসারে বিচিত্র করিয়া পদ গঠিত করিবার উত্তমরূপ অভ্যাস না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা যেন চতুঃস্বারিকের সাহায্যে পদ গঠনের চেষ্টা না করেন। কারণ চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সাহায্যে স্বরগ্রামের অশেষ প্রকার বৈচিত্র করা যাইলেও এই প্রকার পদ গঠনের জন্য চতুঃস্বারিক বিন্যাস নির্ব্বাচনে কতকটা চিন্তা শক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে।

এক্ষণে ইমনের কয়েকটি ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন চতুঃস্বারিক বিন্যাস এবং তাহাদের দ্বারা গঠিত স্বর-বিন্যাসের উদাহরণ লিখিত হইতেছে (২)।

সা ঋ গ র্ম — সা ঋ | গ র্ম | প র্ম | গ ঋ সা |

(১) শিক্ষার্থিরা ইচ্ছা করিলে আপাততঃ "চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সাহায্যে রাগের পদ গঠন" শীর্ষক বিষয়টি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন ও অন্যান্য রাগেও ইহার সাহায্যে পদ গঠন পরিত্যাগ করিতে পারেন।

(২) পদের মধ্যে চতুঃস্বারিক বিন্যাসগুলি সহজে দৃষ্টিগোচর হইবার জন্য উহাদের নিম্নে এক একটি এইরূপ তরঙ্গ রেখা ব্যবহৃত হইয়াছে।

ম গ ঋ সা— | ন্‌ ঋ গ ঋ | গ প ম প | ধ ন ধ প | ম গ ঋ সা ||

ঋ গ ম প— | ঋ গ ম প | গ প | ম ধ | প ||

প ম গ ঋ— | ম প ন ধ | প ম গ ঋ | গ প ম | প ||

গ ম প ধ— | গ ম প | ধ প ম | গ ঋ | সা ||

ধ প ম গ— | প ম ন ধ | প ম গ ঋ | গ প ম | প ||

ম প ধ ন— | ম প ধ ন | ম ধ | প ম | গ ||

ন ধ প ম— | প ম ধ প | ন ধ প ম | গ ঋ | সা ||

প ধ ন সাঁ— | গ ঋ গ ম | প ধ ন সাঁ | ন ধ ন | প ||

সাঁ ন ধ প— | সাঁ ন ধ প | ম ধ | প ম | গ ||

ধ ন সাঁ ঋঁ— | গ ঋ সা ন্‌ | ধ্‌ ন্‌ সা ঋ | গ প ম ধ | প ||

ঋঁ সাঁ ন ধ— | গঁ ঋঁ সাঁ ন | ঋঁ সাঁ ন ধ | প ধ প ম | গ ||

নি সা ঋ গ — | সা গ ঋ সা | নি সা ঋ গ | ঋ সা নি সা | ধ |

গ ঋ সা নি — | গ ঋ সা নি | নি ধ প ধ | ম প ধ প | ম গ ঋ সা ||

পূর্ব্বোক্ত চতুঃস্বারিক বিন্যাস গুলির চারিটি স্বর কেবল ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে কিন্তু ঐ সকল প্রত্যেক বিন্যাসের চারিটি স্বরকে নানা প্রকারে বিন্যস্ত করা যাইতে পারে এবং ঐ সকল বিন্যাসের মধ্যে ১ম স্বর অপেক্ষা ৪র্থ স্বর উচ্চ হইলে ঐ বিন্যাসকে অনুলোমের বিন্যাস কহে যথা :—সা গ ম ঋ অনুলোমের বিন্যাস। আবার ১ম স্বর অপেক্ষা ৪র্থ স্বর নিম্ন হইলে উহাকে বিলোমের বিন্যাস কহে। যথা :—ঋ গ ম সা বিলোমের বিন্যাস।

এক্ষণে প্রত্যেক চারিটি স্বরের কেবলমাত্র চারি প্রকার অনুলোমের বিন্যাস চারিটি পংক্তিতে ও চারিটি স্বরের কেবলমাত্র চারি প্রকার বিলোমের বিন্যাস চারিটি পংক্তিতে পৃথক্ করিয়া লিখিত হইতেছে; এবং উহাদের মধ্য হইতে কয়েকটি বিন্যাস লইয়া রাগের গঠনের উদাহরণ লিখিত হইতেছে।

অনুলোমের চতুঃস্বারিক বিন্যাস।

	১ম বিন্যাস	২য় বিন্যাস	৩য় বিন্যাস	৪র্থ বিন্যাস	৫ম বিন্যাস	৬ষ্ঠ বিন্যাস	৭ম বিন্যাস
	সা ঋ গ ম ও	ঋ গ ম প ও	গ ম প ধ ও	ম প ধ নি ও	প ধ নি সা ও	ধ নি সা ঋ ও	নি সা ঋ গ ও
	তাহার স্থলে	তাহার স্থলে	তাহার স্থলে	তাহার স্থলে	তাহার স্থলে	তাহার স্থলে	তাহার স্থলে
১	সা ঋ গ ম	ঋ গ ম প	গ ম প ধ	ম প ধ নি	প ধ নি সা	ধ নি সা ঋ	নি সা ঋ গ
২	সা গ ঋ ম	ঋ ম গ প	গ প ম ধ	ম ধ প নি	প নি ধ সা	ধ সা নি ঋ	নি ঋ সা গ
৩	সা গ ম ঋ	ঋ ম প গ	গ প ধ ম	ম ধ নি প	প নি সা ধ	ধ সা ঋ নি	নি ঋ গ সা
৪	সা ঋ ম গ	ঋ গ প ম	গ ম ধ প	ম প নি ধ	প ধ সা নি	ধ নি ঋ সা	নি সা গ ঋ

বিলোমের চতুঃস্বারিক বিন্যাস।

১ম বিন্যাস	২য় বিন্যাস	৩য় বিন্যাস	৪র্থ বিন্যাস	৫ম বিন্যাস	৬ষ্ঠ বিন্যাস	৭ম বিন্যাস
সাঁ নি ধ প ও	নি ধ প ম ও	ধ প ম গ ও	প ম গ ঋ ও	ম গ ঋ সা ও	গ ঋ সা নি ও	ঋ সা নি ধ ও
তাহার স্থলে	তাহার স্থলে	তাহার স্থলে	তাহার স্থলে	তাহার স্থলে	তাহার স্থলে	তাহার স্থলে
১ সাঁ নি ধ প	নি ধ প ম	ধ প ম গ	প ম গ ঋ	ম গ ঋ সা	গ ঋ সা নি	ঋ সা নি ধ
২ সাঁ ধ নি প	নি প ধ ম	ধ ম প গ	প গ ম ঋ	ম ঋ গ সা	গ সা ঋ নি	ঋ নি সা ধ
৩ সাঁ ধ প নি	নি প ম ধ	ধ ম গ প	প গ ঋ ম	ম ঋ সা গ	গ সা নি ঋ	ঋ নি ধ সা
৪ সাঁ নি প ধ	নি ধ ম প	ধ প গ ম	প ম ঋ গ	ম গ সা ঋ	গ ঋ নি সা	ঋ সা ধ নি

চতুঃস্বারিকের তালিকা হইতে বিন্যাস নির্ব্বাচিত করিয়া পদ গঠনের সময় এরূপ বিন্যাস নির্ব্বাচিত করিতে হইবে যাহাতে প্রথমতঃ স্বরগ্রামের গতি অনুলোম, বিলোম, ক্রমোচ্চ, ক্রমনিম্ন এবং উল্লম্ফনের মিশ্রণে হয়। দ্বিতীয়তঃ একই প্রকার সুর অনতিদূরে একাধিক বার ব্যবহৃত না হয়। এজন্য অনেক স্থলে আবশ্যক মত কোন চতুঃস্বারিকের একটি সুরের স্থলে উহার কোন একটি সুরের পুনর্ব্যবহার করিতে হয়:—সা ঋ গ ম বিন্যাসের ম'র স্থলে পুনর্ব্বার ঋ ব্যবহারের দ্বারা সা ঋ গ ঋ করিতে হয়। তৃতীয়তঃ কোন স্থলে অযথা উল্লম্ফন পরিহারের জন্য কোন চতুঃস্বারিকের মধ্যস্থিত একটি বা একাধিক সুরের পুনরাবৃত্তি করিতে হয় যথা:—ঋ ম সা গ বিন্যাসের পরিবর্ত্তে (ঋ ও ম'র মধ্যস্থলে গ সুর, ম ও সা'র মধ্যস্থলে গ ঋ, তৎপরে সা ও গ'র মধ্যস্থলে ঋ ব্যবহৃত হইয়া) ঋ গ ম গ ঋ সা ঋ গ করিতে হয়। চতুর্থতঃ কোন স্থলে উল্লম্ফনে সুর ব্যবহার করিবার জন্য চতুঃস্বারিকের কোন সুর বাদ দিয়া যথা:—নি সা ঋ গ'র সা বাদ দিয়া নি ঋ গ ও ম প ধ নি'র প' বাদ দিয়া ম ধ নি করিতে হয়।

এক্ষণে চতুঃস্বারিকের সাহায্যে পদ গঠনের উদাহরণ লিখিত হইতেছে। যথা:—সা হইতে প সুরে যাইতে হইলে সা ঋ গ ম এই চতুঃস্বারিক বিন্যাসের দ্বারা যাওয়া যায় যথা:—সা ঋ গ ম প, কিন্তু দুইটি চতুঃস্বারিকের দ্বারা যাইতে হইলে সা ঋ গ ম, ঋ গ ম প এইরূপে যাওয়া যায় না। কারণ এইরূপ হইলে অনতিদূরে ঋ গ ম, এই বিন্যাস দুইবার ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সা ঋ গ ম বিন্যাসের ম'র স্থলে ঋ ব্যবহৃত হইয়া সা ঋ গ ঋ এবং ঋ ম গ প বিন্যাসের ঋ'র স্থলে প ব্যবহৃত হইয়া গ ম গ প'র দ্বারা

যাওয়া যাইতে পারে যথা :—র্সা র্ঋ র্গ র্ঋ র্গ র্ম র্গ র্প র্প,। ঐরূপ সা হইতে নি সুরে যাইতে হইলে, দুইটি বিন্যাসের দ্বারা যাওয়া যায় যথা :—র্সা র্ঋ র্গ র্ম র্প র্ম র্ধ র্নি র্নি, কিন্তু চারিটি বিন্যাসের দ্বারা যাইতে হইলে সা ঋ গ ম ঋ গ ম প গ ম প ধ ম প ধ নি এইরূপে না গিয়া সা ঋ সা গ ঋ গ প ম গ ঋ গ প ম প ধ নি এই চারিটি বিন্যাসের দ্বারা যাওয়া উচিত। কারণ প্রথমোক্ত স্বরগ্রামে অনুলোম ও বিলোম গতির মিশ্রণ নাই, অর্থাৎ কেবল অনুলোম গতি আছে এবং যদিও ক্রমোচ্চ গতির সহিত মধ্যে মধ্যে ম+ঋ, প+গ, ধ+ম, এই সকল উল্লম্ফন আছে, কিন্তু ইহাদের সুরান্তর একই প্রকার; অর্থাৎ কেবল বিলোমে তৃতীয়ান্তর হওয়াতে এক ঘেয়ে হইয়াছে। অধিকন্তু ঋ গ ম, গ ম প, ম প ধ এই সকল একই প্রকার সুরের বিন্যাস অনতিদূরে একাধিক বার ব্যবহৃত হইয়াছে। এই হেতু পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি পরিহার করিবার জন্য প্রথমতঃ সা ঋ গ ম এই চারিটি সুরের সা ঋ ম গ বিন্যাসের ম'র স্থলে সা সুরের পুনরাবৃত্তির দ্বারা সা ঋ সা গ, দ্বিতীয়তঃ ঋ গ প ম বিন্যাস তৎপরে, তৃতীয়তঃ গ ঋ ম প বিন্যাসের ম'র স্থলে গ' সুরের পুনরাবৃত্তির দ্বারা গ ঋ গ প করাতে চারিটী পর পর এইরূপ ঋ গ ম, গ ম প, ম প ধ'র একই প্রকার বিন্যাসের ব্যবহার নিবারিত হইয়াছে। তৎপরে দ্বিতীয় বিন্যাসের ৩য় সুর হইতে ৩য় বিন্যাসের ২য় সুর পর্য্যন্ত সুরগুলির গতি বিলোমে হইয়াছে। তৎপরে চতুর্থ বিন্যাস ম প ধ নি'র দ্বারা সুরগুলির গতি পুনরায় অনুলোমে হইয়াছে। যথা :—

সা ঋ সা গ, ঋ গ প ম, গ ঋ গ প, ম প ধ নি।

পদের একটী শেষ সুর হইতে অন্য একটী শেষ সুরের অন্তর বৃহৎ হইলে এবং ঐ ২য় শেষ সুরে যাইতে হইলে কখন কখন একাধিক সম্পূর্ণ চতুঃস্বারিক বিন্যাসের প্রয়োজন হইয়া থাকে যথা :—

র্সা, র্ঋ র্গ র্ম র্প র্ম র্প র্ধ র্নি র্ধ র্সা র্নি র্ঋ র্গ,। এখানে সা হইতে গ সুরে যাইবার জন্য একাধিক সম্পূর্ণ চতুঃস্বারিক বিন্যাস ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু এখানে ম প ও ধ এই তিনটী সুর অনতিদূরে একাধিক বার ব্যবহৃত হওয়াতে স্বরগ্রামটি একঘেয়ে হইয়াছে। এরূপ স্থলে কখন কখন একাধিক পরিবর্ত্তিত চতুঃস্বারিক বিন্যাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা :—র্সা র্গ র্ঋ র্গ র্প র্ধ র্প র্ম র্ধ র্নি র্সা র্নি র্ঋ র্গ এস্থলে ম ঋ গ প বিন্যাসের ম'র স্থলে পুনরায় গ ব্যবহার দ্বারা গ ঋ গ প হইয়া পরে গ প ম ধ

আবার কোন স্থলে কোন প্রকার বিন্যাসের দ্বারা পদের শেষ সুর অপেক্ষা উচ্চ সুরে গিয়া পরে ঐ শেষ সুরে যাইতে পারা যায় যথা :—নি় হইতে প' সুরে যাইতে হইলে, এইরূপে নি সা ঋ গ গ ম প ধ নি ধ প ম গ যাওয়া যায়। এস্থলে পূর্ব্বোক্ত চতুঃস্বারিকের তালিকা হইতে অনুলোমের ৭ম বিন্যাসের ১ম পংক্তি, অনুলোমের ৩য় বিন্যাসের ১ম পংক্তি ও বিলোমের ২য় বিন্যাসের ১ম পংক্তি গৃহিত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে রাগের গঠনের সমস্ত উপদেশ 'রাগ গঠনের সাধারণ নিয়ম' শীর্ষক স্থলে লিখিত হইয়াছে এবং এক্ষণে চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সাহায্যে রাগের গঠন প্রণালী বিস্তৃত ভাবে ইমনের অধ্যায়ে লিখিত হইল। অতএব শিক্ষার্থিরা ঐ সকল নিয়ম অনুসারে অন্যান্য রাগও গঠন করিবেন। অতঃপর যে সকল রাগের গঠন প্রণালী পরে লিখিত হইবে, সেই সকল স্থানে পুনরায় ঐসকল সাধারণ নিয়ম অথবা চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সাহায্যে রাগের গঠন প্রণালী পুনরুক্ত না হইয়া কেবলমাত্র সেই সকল রাগে ব্যবহার্য্য অতিরিক্ত নিয়মগুলি লিখিত হইবে।

ইতিপূর্ব্বে কতিপয় চতুঃস্বারিক বিন্যাস হইতে সুর নির্ব্বাচন করিয়া রাগ গঠন করিবার প্রণালী লিখিত হইয়াছে। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত চতুঃস্বারিক বিন্যাস ও অবশিষ্ট যত প্রকার চতুঃস্বারিক বিন্যাস সম্ভব হইতে পারে সেই সমস্ত বিন্যাস গঠনের প্রণালী লিখিত হইতেছে। সুতরাং শিক্ষার্থিরা এক্ষণে ঐ সকল বিন্যাস হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সুর নির্ব্বাচন করিয়া রাগের গঠনে অধিকতর বিচিত্রতা করিতে পারিবেন।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে চতুঃস্বারিক বিন্যাস গঠন করিলে যত প্রকার বিন্যাস সম্ভব হইতে পারে তাহাদের মধ্য হইতে একটিও বাদ যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

চতুঃস্বারিক বিন্যাস গঠন প্রণালী।

চতুঃস্বারিক বিন্যাস গুলি এইরূপ প্রণালীতে গঠিত হইবে যথা :—সা ঋ গ ম এই চারিটি সুরের সর্ব্ব প্রকার চতুঃস্বারিক বিন্যাস গঠন করিতে হইলে, প্রথমে তিনটি চতুঃস্বারিক বিন্যাস এইরূপ নিয়মে গঠন করিতে হইবে যথা :—প্রথমে ঐ চারিটি সুরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন সুর লইয়া (এস্থলে সা) ঐ তিনটি বিন্যাসের প্রত্যেকটির ১ম সুরের স্থলে রাখিতে হইবে যথা — সা [১] [২] [৩] [৪]   সা [১] [২] [৩] [৪]   সা [১] [২] [৩] [৪] | তৎপরে ঐ তিনটি বিন্যাসে ৪র্থ সুরগুলি সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন সুর হইতে আরম্ভ করিয়া (অবশ্য এস্থলে সা বাদে) ক্রমশঃ এক এক সুর উচ্চ করিয়া লিখিতে হইবে যথা :—সা [১] [২] [৩] ঋ [৪], সা [১] [২] [৩] গ [৪], সা [১] [২] [৩] ম [৪] এইরূপে ১ম তিনটি বিন্যাস লিখিত হইলে ২য় তিনটি বিন্যাস এইরূপ নিয়মে গঠন করিতে হইবে যথা :—২য় বিন্যাসের চারিটি সুরের মধ্যে ১ম সুরগুলি ১ম গঠিত তিনটি বিন্যাসের ১ম সুরগুলি (অর্থাৎ সা গুলি)

বিন্যাসের গ বাদ দিয়া উহার স্থলে ধ ব্যবহারের দ্বারা বা ধ প ম নি বিন্যাসের নি বাদ দিয়া তাহার স্থলে আর একবার ধ' ব্যবহারের দ্বারা ধ প ম ধ হইয়া পরে ধ সা নি ঋ বিন্যাসের ধ'র স্থলে পুনরায় নি ব্যবহারের দ্বারা নি সা নি ঋ হইয়া স্বরগ্রাম সা' হইতে গ' সুরে গিয়াছে। ঐরূপ স্থলে আবার কখন কখন আংশিক ও পরিবর্ত্তিত চতুঃস্বারিকের মিশ্রণে বৃহদন্তরের এক সুর হইতে অন্য সুরে যাওয়া যায় যথা :—
নি হইতে সা সুরে যাইতে হইলে এইরূপ নি ঋ গ ঋ গ প ম প ধ নি সা,।

এখানে প্রথমে সা ঋ গ ম'র আংশিক অর্থাৎ সা বাদে ও ম'র স্থলে ঋ ব্যবহারে ঋ গ ঋ, পরে গ প ম ধ বা গ প ম ঋ পরিবর্ত্তিত হইয়া গ প ম প, তৎপরে ম প ধ নি বা প ধ নি সা'র আংশিক ধ নি এই সকল বিন্যাসের দ্বারা নি হইতে স্বরগ্রাম পদের শেষস্থিত সা সুরে গিয়াছে।

কোন সুর হইতে পদের শেষ সুরে একটি চতুঃস্বারিক বিন্যাসের দ্বারা যাইতে হইলে, এরূপ একটি বিন্যাস লইতে হইবে যে ঐ বিন্যাসের ১ম সুর পদের দুইটি সুরের মধ্যে ১ম সুরের নিকটবর্ত্তী সুর ও চতুঃস্বারিকের শেষ সুরটি পদের ২য় শেষ সুরের নিকটবর্ত্তী সুর (১) যথা :—সা হইতে গ সুরে যাইতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত চতুঃস্বারিকের তালিকা হইতে অনুলোমের ২য় পংক্তির ঋ গ প ম বিন্যাস হইলে ভাল হয়; কারণ ঋ গ প ম'র ১ম সুর ও ৪র্থ সুর (ঋ ও ম) যথাক্রমে সা ও গ'র নিকটবর্ত্তী সুর। যথা :—
সা, ঋ গ প ম গ,।

কখন কখন কোন সুর হইতে কোন পদের শেষ সুরের অন্তর বৃহৎ না হইলেও একাধিক চতুঃস্বারিক বিন্যাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা :—ঋ হইতে প সুরে যাইতে হইলে পূর্ব্বোক্ত চতুঃস্বারিকের তালিকা হইতে কেবল অনুলোমের ১ম বিন্যাসের ১ম পংক্তির সা ঋ গ ম'র দ্বারা যাইতে পারা যায়। যথা :—
ঋ, সা ঋ গ ম প, অথবা অনুলোমের ১ম বিন্যাসের ৪র্থ পংক্তির সা ঋ ম গ ও অনুলোমের ২য় বিন্যাসের ৪র্থ পংক্তির ঋ গ প ম'র দ্বারা যাইতে পারা যায় যথা :— ঋ সা ঋ ম গ ঋ গ প ম প,।

(১) এরূপ স্থলে নিকটবর্ত্তী সুরের পরিবর্ত্তে উৎক্রমেও সুর ব্যবহৃত হইতে পারে কিন্তু এরূপ উৎক্রম রাগের ব্যবহার্য্য উল্লঙ্ঘনের নিয়মানুসারে হওয়া আবশ্যক।

অপেক্ষা এক সুর উচ্চ করিয়া (এস্থলে ঋ) লিখিতে হইবে যথা :— ঋা [১ ২ ৩ ৪] ঋা [১ ২ ৩ ৪] ঋা [১ ২ ৩ ৪]

তৎপরে এই তিনটি বিন্যাসের ৪র্থ সুরগুলি সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন সুর হইতে আরম্ভ করিয়া (অবশ্য এস্থলে ঋ বাদে) ক্রমশঃ এক এক সুর উচ্চ করিয়া লিখিতে হইবে যথা :— ঋা সা [১ ২ ৩ ৪], ঋা গা [১ ২ ৩ ৪], ঋা র্ম [১ ২ ৩ ৪৮] |

এইরূপে ২য় তিনটি বিন্যাস লিখিত হইলে ৩য় তিনটি বিন্যাস এইরূপ নিয়মে গঠন করিতে হইবে যথা :— ৩য় বিন্যাসের চারিটি সুরের মধ্যে ১ম সুরগুলি ২য় তিনটি বিন্যাসের ১ম সুরগুলি (অর্থাৎ ঋ গুলি) অপেক্ষা এক সুর উচ্চ করিয়া (এস্থলে গ) লিখিতে হইবে যথা :— গা [১ ২ ৩ ৪] গা [১ ২ ৩ ৪] গা [১ ২ ৩ ৪]

তৎপরে এই তিনটি বিন্যাসের ৪র্থ সুরগুলি সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন সুর হইতে আরম্ভ করিয়া (অবশ্য এস্থলে গ বাদে) ক্রমশঃ এক এক সুর উচ্চ করিয়া লিখিতে হইবে যথা :— গা সা [১ ২ ৩ ৪], গা ঋা [১ ২ ৩ ৪], গা র্ম [১ ২ ৩ ৪৮] |

এইরূপ ৩য় বিন্যাস লিখিত হইলে ৪র্থ বিন্যাস এইরূপ নিয়মে গঠন করিতে হইবে যথা :—৪র্থ বিন্যাসের চারিটি সুরের মধ্যে ১ম সুরগুলি ৩য় তিনটি বিন্যাসের ১ম সুরগুলি (অর্থাৎ গ গুলি) অপেক্ষা এক সুর উচ্চ করিয়া (এ স্থলে র্ম) লিখিতে হইবে যথা :— র্ম [১৮ ২ ৩ ৪] র্ম [১৮ ২ ৩ ৪] র্ম [১৮ ২ ৩ ৪] | তৎপরে এই তিনটি বিন্যাসের ৪র্থ সুরগুলি সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন সুর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ এক এক সুর উচ্চ করিয়া (অবশ্য এস্থলে ম বাদে) লিখিতে হইবে যথা :— র্ম সা [১৮ ২ ৩ ৪], র্ম ঋা [১৮ ২ ৩ ৪], র্ম গা [১৮ ২ ৩ ৪] |

এক্ষণে শিক্ষার্থিরা দেখিলেন যে, এইরূপে একটি ক্রমোচ্চ চতুঃস্বারিকের ১২টি বিন্যাস হইতে পারে। এক্ষণে ঐ ১২টি বিন্যাসের প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া বিন্যাস হইবে যথা :— সা ঋা [১ ২ ৩ ৪] তে ইহার ২য় স্থলে অবশিষ্ট দুইটি সুরের নিম্নতর সুরটি (এস্থলে গ) এবং ইহার ৩য় স্থানে উচ্চতর সুরটি (এস্থলে র্ম) হইবে যথা :— সা গা র্ম ঋা [১ ২ ৩৮ ৪] | তৎপরে আর একটিতে ২য় স্থানে অবশিষ্ট দুইটি সুরের উচ্চতর সুরটি (এস্থলে র্ম) ও ইহার ৩য় স্থানে নিম্নতর সুরটি (এস্থলে গ) লিখিতে হইবে যথা :— সা র্ম গা ঋা [১ ২৮ ৩ ৪] |

এইরূপ নিয়মে প্রত্যেক তিনটি বিন্যাস হইতে ছয়টি বিন্যাস হইবে। সুতরাং ১ম তিনটি, ২য় তিনটি, ৩য় তিনটি ও ৪র্থ তিনটি বিন্যাস হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ২৪টি বিন্যাস হইবে যথা :— সা ঋা [১ ২ ৩ ৪], সা গা [১ ২ ৩ ৪], সা র্ম [১ ২ ৩ ৪৮] এই ১ম তিনটি বিন্যাস হইতে সা গা র্ম ঋা [১ ২ ৩৮ ৪], সা র্ম গা ঋা [১ ২৮ ৩ ৪] | সা ঋা র্ম গা [১ ২ ৩৮ ৪], সা র্ম ঋা গা [১ ২৮ ৩ ৪] | সা ঋা গা র্ম [১ ২ ৩ ৪৮], সা গা ঋা র্ম [১ ২ ৩ ৪৮] | এই ছয়টি বিন্যাস হইবে। তৎপরে

ঋ সা, ঋ গ, ঋ হ্ম এই ৩য় তিনটি বিন্যাস হইতে ঋ গ হ্ম সা, ঋ হ্ম গ সা | ঋ সা হ্ম গ, ঋ হ্ম সা গ | ঋ সা গ হ্ম, ঋ গ সা হ্ম | এই ছয়টি বিন্যাস হইবে। তৎপরে গ সা, গ ঋ, গ হ্ম এই ৩য় তিনটি বিন্যাস হইতে গ ঋ হ্ম সা, গ হ্ম ঋ সা | গ সা হ্ম ঋ, গ হ্ম সা ঋ, গ সা ঋ হ্ম, গ ঋ সা হ্ম | এই ছয়টি বিন্যাস হইবে। তৎপরে হ্ম সা, হ্ম ঋ, হ্ম গ চতুর্থ এই তিনটি বিন্যাস হইতে হ্ম ঋ গ সা, হ্ম গ ঋ সা | হ্ম সা গ ঋ, হ্ম গ সা ঋ, হ্ম সা ঋ গ, হ্ম ঋ সা গ | এই ছয়টি বিন্যাস হইবে।

কিন্তু এই চারিটি সুরের বিন্যাসের মধ্যে সা হ্ম গ ঋ, সা হ্ম ঋ গ, ঋ গ হ্ম সা, ঋ সা হ্ম গ, ঋ হ্ম সা গ, ঋ গ সা হ্ম, গ ঋ হ্ম সা, গ সা হ্ম ঋ, গ হ্ম সা ঋ, গ ঋ সা হ্ম, হ্ম সা গ ঋ, হ্ম সা ঋ গ, এই সকল বিন্যাস ইমনে বড় ব্যবহৃত হয় না; কারণ এইগুলিতে ইমনে স্বল্প ব্যবহার্য্য সা+হ্ম ও ম+সা এই দুইটি সুরান্তর আছে। আর ঋ হ্ম সা গ ইহাতে পর পর তিনটি উল্লম্ফন থাকাতে এই বিন্যাস এবং এই কারণে এইরূপ অন্যান্য বিন্যাস ও ব্যবহৃত হয় না। তবে এরূপ স্থলে কোন সুর একাধিক বার ব্যবহার দ্বারা বিন্যাস পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে যথা:—ঋ হ্ম সা গ'র স্থলে ঋ গ হ্ম গ ঋ সা ঋ গ।

এক্ষণে উদাহরণ স্থলে সা ঋ গ হ্ম এই চারিটি সুরের ২৪টি বিন্যাস লিখিত হইল। অতঃপর অবশিষ্ট ঋ গ হ্ম প, গ হ্ম প ধ ইত্যাদির বিন্যাস লিখিত হইতেছে।

ঋ গ হ্ম প।—ঋ হ্ম প গ, ঋ প হ্ম গ, ঋ গ প হ্ম, ঋ প গ হ্ম, ঋ গ হ্ম প, ঋ হ্ম গ প, গ হ্ম প ঋ, গ প হ্ম ঋ, গ ঋ প হ্ম, গ প ঋ হ্ম, গ ঋ হ্ম প, গ হ্ম ঋ প, হ্ম গ প ঋ, হ্ম প গ ঋ, হ্ম ঋ প গ, হ্ম প ঋ গ, হ্ম ঋ গ প, হ্ম গ ঋ প, প গ হ্ম ঋ, প হ্ম গ ঋ, প ঋ হ্ম গ, প হ্ম ঋ গ, প ঋ গ হ্ম, প গ ঋ হ্ম

গ ম প ধ।—গ প ধ ম, গ ধ প ম, গ ম ধ প, গ ধ ম প, গ ম প ধ, গ প ম ধ, ম প ধ গ, ম ধ প গ,
ম গ ধ প, ম ধ গ প, ম গ প ধ, ম প গ ধ, প ম ধ গ, প ধ ম গ, প গ ম ধ, প ধ গ ম,
প গ ম ধ, প ম গ ধ, ধ ম প গ, ধ প ম গ, ধ গ প ম, ধ প গ ম, ধ গ ম প, ধ ম গ প,

ম প ধ নি।—ম ধ নি প, ম নি ধ প, ম প নি ধ, ম নি প ধ, ম প ধ নি, ম ধ প নি, প ধ নি ম, প নি ধ ম,
প ম নি ধ, প নি ম ধ, প ম ধ নি, প ধ ম নি, ধ প নি ম, ধ নি প ম, ধ ম নি প, ধ নি ম প,
ধ ম প নি, ধ প ম নি, নি প ধ ম, নি ধ প ম, নি ম ধ প, নি ধ ম প, নি ম প ধ, নি প ম ধ,

প ধ নি সা।—প নি সা ধ, প সা নি ধ, প ধ সা নি, প সা ধ নি, প ধ নি সা, প নি ধ সা, ধ নি সা প,
ধ সা নি প, ধ প সা নি, ধ সা প নি, ধ প নি সা, ধ নি প সা, নি ধ সা প, নি সা ধ প,
নি প সা ধ, নি সা প ধ, নি প ধ সা, নি ধ প সা, সা ধ নি প, সা নি ধ প, সা প নি ধ,
সা নি প ধ, সা প ধ নি, সা ধ প নি,

ধ নি সা ঋ।—ধ সা ঋ নি, ধ ঋ সা নি, ধ নি ঋ সা, ধ ঋ নি সা, ধ নি সা ঋ, ধ সা নি ঋ, নি সা ঋ ধ,
নি ঋ সা ধ, নি ধ ঋ সা, নি ঋ ধ সা, নি ধ সা ঋ, নি সা ধ ঋ, সা নি ঋ ধ, সা ঋ নি ধ,
সা ধ ঋ নি, সা ঋ ধ নি, সা ধ নি ঋ, সা নি ধ ঋ, ঋ নি সা ধ, ঋ সা নি ধ, ঋ ধ সা নি,
ঋ সা ধ নি, ঋ ধ নি সা, ঋ নি ধ সা,

নি সা ঋ গ।—নি ঋ গ সা, নি গ ঋ সা, নি সা গ ঋ, নি গ সা ঋ, নি সা ঋ গ, নি ঋ সা গ, সা ঋ গ নি,
সা গ ঋ নি, সা নি গ ঋ, সা গ নি ঋ, সা নি ঋ গ, সা ঋ নি গ, ঋ সা গ নি, ঋ গ সা নি,
ঋ নি গ সা, ঋ গ নি সা, ঋ নি সা গ, ঋ সা নি গ, গ সা ঋ নি, গ ঋ সা নি, গ নি ঋ সা,
গ ঋ নি সা, গ নি সা ঋ, গ সা নি ঋ,

কতিপয় সাংগীতিক শব্দের ব্যাখ্যা।

আলাপ। (১)

স্বরবিন্যাসের দ্বারা কোন রাগের মূর্ত্তিকে সম্যকরূপে প্রকাশ করার নাম আলাপ। ইহাতে কোন তালের প্রয়োজন হয় না, কেবলমাত্র যে সুর অধিক স্থায়ী হইলে বা যে সুর স্বল্পকাল স্থায়ী হইলে রাগের ভাব উত্তমরূপে প্রকাশ পায়, সেই সুর সেই প্রকার স্থায়ী হইয়া থাকে। গৎ বাজাইবার বা গান করিবার পূর্ব্বে আলাপ করার রীতি প্রচলিত আছে। ইহার কারণ এই যে, ইহাতে গৎ বা গানের ভাব শ্রোতাদের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়। এই জন্য বোধ হয় ইহার নাম আলাপ (অর্থাৎ রাগের সহিত শ্রোতার পরিচয়) হইয়াছে।

তুক্।

আলাপ, গৎ ও গানের ১ম অংশ বা কলিকে আস্থায়ী, ২য় কলিকে অন্তরা, ৩য় কলিকে সঞ্চারী ও ৪র্থ কলিকে আভোগ কহে। কিন্তু অনেক স্থলে কেবল আস্থায়ী ও অন্তরা এই দুইটি মাত্র কলি থাকে। ঐ সকল কলিকে তুক্ কহে। অতঃপর আলাপ বা গৎ গুলির আস্থায়ী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে 'আস্থায়ী' শব্দটি লিখিত হইবে না; সুতরাং অতঃপর ঐ সকল স্থলে আলাপ বা গৎগুলির ১ম হইতে অন্তরার পূর্ব্বস্থিত অংশকে আস্থায়ী বুঝিতে হইবে।

তাল।

কবিতাতে যেমন স্থান বিশেষে বিভিন্ন সংখ্যক এবং লঘু গুরু ইত্যাদি মাত্রা বিন্যাসের দ্বারা বিভিন্ন ছন্দ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সংগীতের মধ্যেও বিভিন্ন সংখ্যক এবং লঘু গুরু ইত্যাদি মাত্রা বিন্যাসের দ্বারা বিভিন্ন ছন্দ উৎপন্ন হয়। এইরূপ এক এক প্রকার ছন্দকে এক এক প্রকার তাল কহে। যথা :—তাল কাওয়ালী, তাল একতালা, তাল ঠুংরী ইত্যাদি। এইরূপ তালবিশিষ্ট সংগীতে নিয়মিত অন্তরে ও প্রস্বনের উপর এক একটি আঘাৎ দেওয়াকে তাল দেওয়া কহে। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রস্বনে আঘাৎকে সম, তৎপরস্থিত আঘাৎকে অতীত বা তৃতীয় তাল, তৎপরস্থিত প্রস্বনে আঘাৎ দেওয়ার রীতি নাই। এজন্য উহাকে অনাঘাৎ বা ফাঁক এবং তৎপরস্থিত প্রস্বনে আঘাৎকে বিষম বা প্রথম তাল কহে। সম, ৩য় তাল, ফাঁক এবং ১ম তালের চিহ্ন যথাক্রমে এইরূপ যথা :—+ ৩০১। তালের চিহ্নগুলি স্বরলিপিতে প্রস্বনের পূর্ব্বস্থিত দণ্ড রেখাগুলির উপর লিখিত হয় যথা :—

+ ৩ ০ ১
| | | |

---

(১) এই পুস্তকে রাগের আলাপগুলি যদিও স্থানাভাবে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে তথাপি আশা করা যায় যে, শিক্ষার্থিগণ এই সকল আলাপ অবলম্বনে রাগের গঠন প্রণালী সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিতে পারিবেন।

উপেজ।

গান ও গৎ বিস্তার করিবার জন্য যে অতিরীক্ত অংশ উহাতে যোগ করা হয় তাহাকে তান কহে। যন্ত্র সংগীতে যে সকল ক্ষুদ্র তান ব্যবহৃত হয় তাহাকে উপেজ কহে।

গৎ।

ছন্দ ও তাল বিশিষ্ট যে স্বরবিন্যাস কেবল যন্ত্রে বাদিত হয় তাহাকে গৎ কহে।

অতঃপর ইমনের আলাপ লিখিত হইতেছে। শিক্ষার্থিগণ ইহার গঠনের পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলী পাঠ করিবার কালে উদাহরণ স্বরূপ ইমনের যে যে বিষয় পাঠ করিয়াছেন সেই সমস্ত এক্ষণে মিলাইয়া লইতে পারিবেন।

ইমনের আলাপ (১)

সা নি সা নি ধ নি ধ প, ম প ধ সা নি ঋ সা, নি ঋ গ গ ঋ,

গ ম গ প প, প ম প গ, গ ম ধ গ ধ প, ম ধ নি ধ প ম

গ প ঋ, ঋ গ ঋ গ ঋ সা সা নি সা ঋ সা ‖ অন্তরা ‖ গ প ম ধ

প সা, সা নি ঋ নি ঋ গ, ঋ গ ঋ নি ঋ সা, সা নি ধ ম নি

ধ প ম গ, প ম প গ প ঋ, ঋ গ ঋ গ ঋ সা সা নি সা ঋ সা ‖

---

(১) এই পুস্তকের আলাপে যে স্বরগুলি মীড়যোগে প্রকাশিত হইবে তাহাদের নিম্নে এইরূপ —— দুইটি সরল রেখা প্রদত্ত হইয়াছে।

ইমনের গৎ।

ইমন—কাওয়ালী।

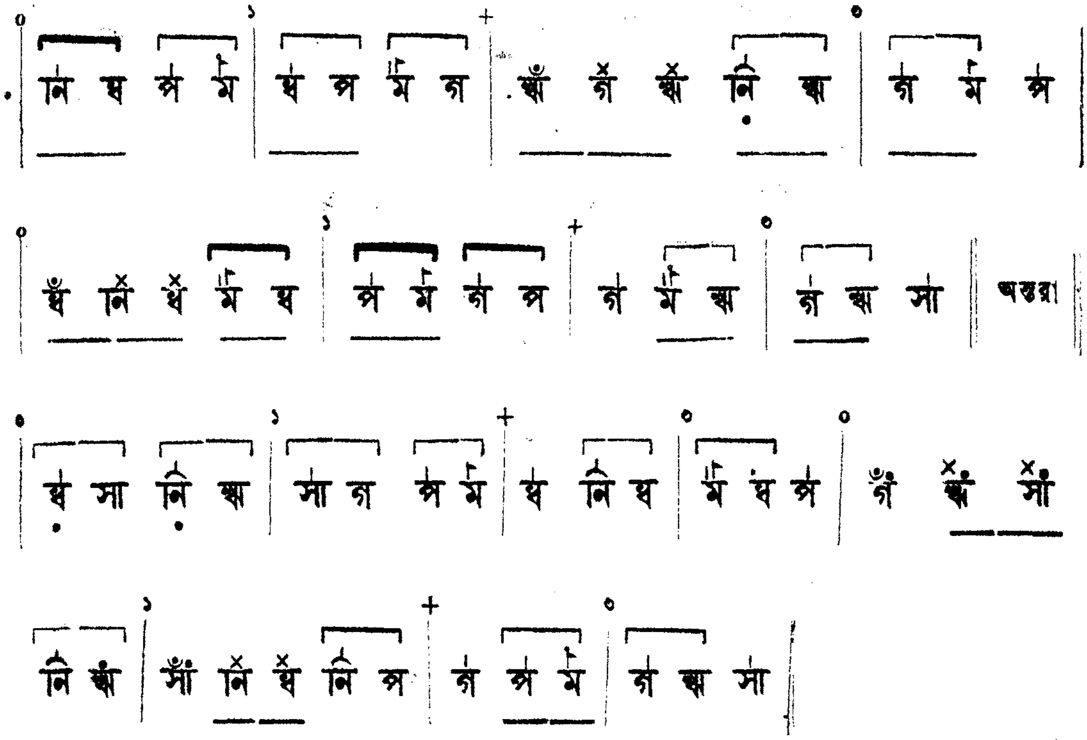

১ম উপেজ (১)

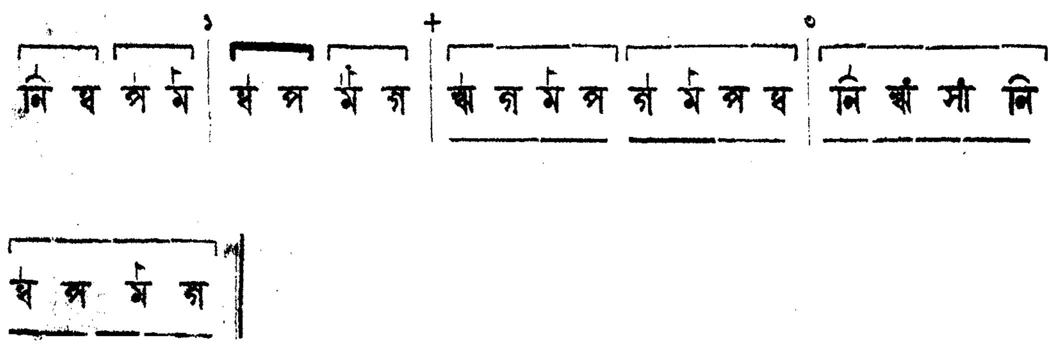

(১) এই পুস্তকের সকল উপেজগুলিই আস্থায়ী অথবা অন্তরা শেষ করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে এবং উপেজ শেষ হইলেই আস্থায়ীর প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

২য় উপেক্ষ

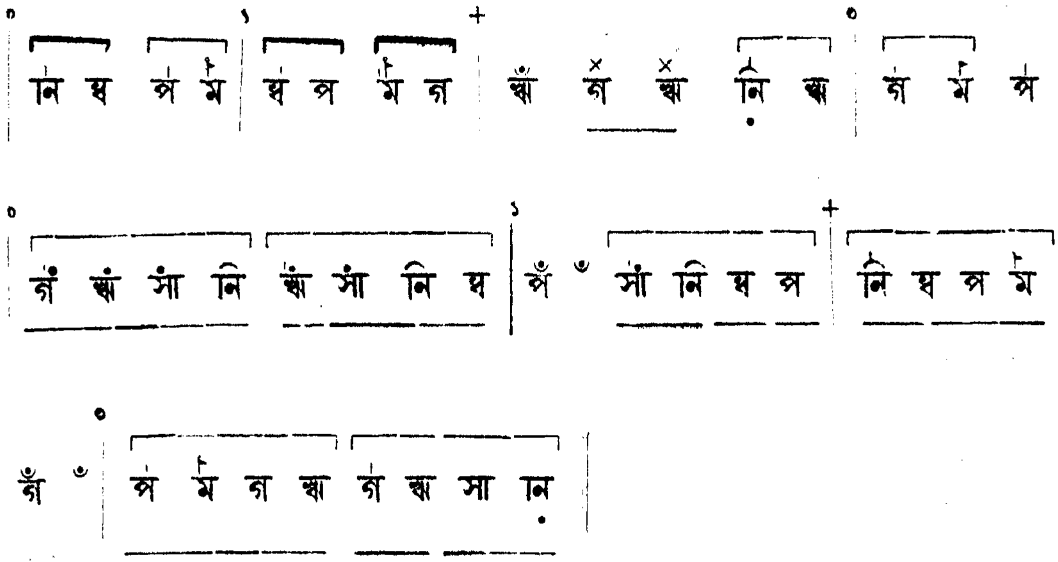

ইমন—আড়াঠেকা।

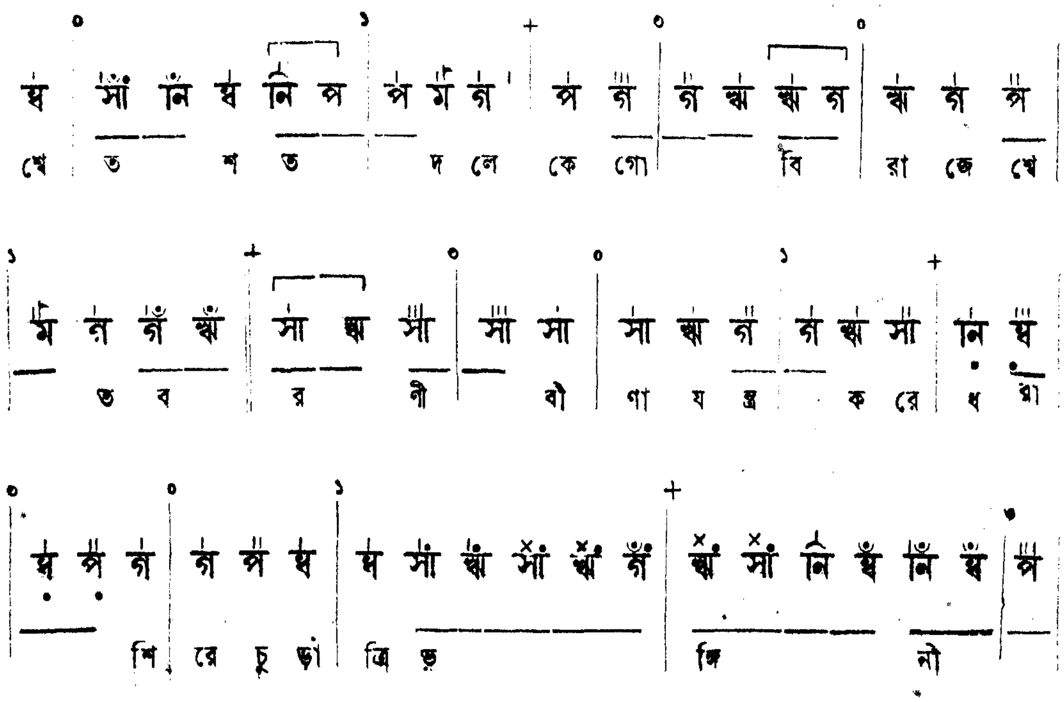

	০	১	+	০	০	
অন্তরা গ	গ প ধ	ধ সাঁ	সাঁ সাঁ	সাঁ সাঁ	ধ সাঁ	ঋঁ
প	দা সু জে	ভ্র মে	ভৃ ঙ্গ	— উ	ন্ম ত্ত	গে

১	+	০	০	১
ঋঁ গঁ ঋঁ সাঁ নি	ধ নি ধ প	প প	প প	প প প
ন মা	ত ঙ্গ	হে	রি য়া	হ য় আ

+	০	০	১	+	০
ম গ	গ ঋ ঋ	গ প ধ	ধ সাঁ ঋঁ সাঁ ঋঁ গঁ	ঋঁ সাঁ নি ধঁ নিঁ ধঁ	প
ত. ঙ্গ	শ	শ ধ রে	ছু র	ঙ্গি নী	

ইমনে ষড়জ সংক্রমণ (Modulation) (১)

ইমনের ২য় চতুঃস্বারিক গ্রামের বিন্যাসে ম'কে প গ্রামের নি'রূপে ব্যবহার করিলে ২য় চতুঃস্বারিক গ্রামের বিন্যাস প' গ্রামে সংক্রমিত হয়। ঐরূপ প' গ্রামের বিন্যাসে সা'কে ঋ' গ্রামের নি'রূপে ব্যবহার করিলে প' গ্রামের বিন্যাস ঋ গ্রামে সংক্রমিত হয়।

এক্ষণে ইমনের সা' গ্রাম হইতে উহার বিন্যাস প' গ্রামে ও প' গ্রাম হইতে ঋ গ্রামে অর্থাৎ ক্রমশঃ পাঁচ সুর উচ্চের গ্রামে কিরূপে এবং পুরাতন অর্থাৎ সা'গ্রামের কোন্ কোন্ সুর পরিবর্তিত হইয়া নূতন নূতন গ্রামে সংক্রমিত হইতে পারে তাহা লিখিত হইতেছে যথা:—সা' গ্রামের সা নি ঋ গ ঋ গ প ম প প এই কয়টী সুর প' গ্রামে যাইবার জন্য পরিবর্তিত হইয়া প ম ধ নি ধ নি ঋ সা ঋ ঋ এইরূপ হইয়াছে। এই শেষোক্ত সুরগুলি প' গ্রামের এইরূপ সুরে পরিণত হইয়াছে যথা:—সা নি ঋ গ ঋ গ প ম গ প | তৎ-পরে পুনরায় সা' গ্রামের প ম ধ নি ধ নি ঋ সা ঋ ঋ এই কয়টি সুর ঋ' গ্রামে যাইবার জন্য পরিবর্তিত হইয়া

(১) শিক্ষার্থিরা ইচ্ছা করিলে আপাততঃ ইমনে ষড়জ সংক্রমণের ও অন্যান্য রাগে ষড়জ সংক্রমণের উপদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন।

ঋ সা গ ম গ ম ধ প ধ ধ এইরূপ হইয়াছে। এই শেষোক্ত স্বরগুলি ঋ' গ্রামের এইরূপ স্বরে পরিণত হইয়াছে যথা:—সা নি ঋ গ ঋ গ প ম প প |

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত ষড়জ সংক্রমণ প্রণালী সহজে বুঝিবার জন্য বিন্যাসগুলি উপর্য্যুপরি দুইটি পংক্তিতে লিখিত হইতেছে। তন্মধ্যে উপরিস্থিত পংক্তিতে পুরাতন অর্থাৎ সা' গ্রামের বিন্যাসের কোন্ কোন্ স্বর কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন অর্থাৎ পাঁচ স্বর উচ্চের গ্রামে সংক্রমিত হইতে পারে তাহা দর্শিত হইয়াছে এবং নিম্নস্থিত পংক্তিতে উপরিস্থিত স্বরগুলি নূতন গ্রামের কোন্ কোন্ স্বরে পরিণত হইয়াছে তাহা দর্শিত হইয়াছে। যথা:—

(১)

সা গ্রামের সা নি ঋ গ ঋ গ প ম প প, | (২)

| ১→ প ম ধ নি ধ নি ঋ সা ঋ ঋ

প' গ্রামের। | ম→ সা নি ঋ গ ঋ গ প ম প প

(৩)

সা গ্রামের ঋ সা গ ম গ ম ধ প ধ ধ |

ঋ গ্রামের সা নি ঋ গ ঋ গ প ম প প |

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে দেখা যাইতেছে যে, কোন গ্রামের পাঁচ স্বর উচ্চের গ্রামে সংক্রমণ করিতে হইলে ঐ নূতন গ্রামের নি' এবং সা ঋ গ' ব্যবহার করিতে হয় এবং এই ঋ গ একাধিক বার ব্যবহৃত হইলে সংক্রমণের জন্য আকাঙ্খা অধিক প্রবল হইয়া থাকে যথা:—(২) এর বিন্যাসের উপরিস্থিত পংক্তিতে প ম ধ নি ধ নি ঋ সা ঋ ঋ এই দশটি স্বর প' গ্রামের সা নি ঋ গ ঋ গ প ম প প এই দশটি স্বরে পরিণত হওয়াতে (১) এর বিন্যাস প' গ্রামে গিয়া (২) এর বিন্যাস হইয়াছে। (২) এর বিন্যাসে প' গ্রামের জন্য আকাঙ্খা প্রবল হওয়াতে স্বাভাবিক সা' ব্যবহার করিলে শ্রুতিকটু হইবে, কারণ স্বাভাবিক সা' স্বর প' গ্রামের কড়ি ম হইতে পারে না। ঐরূপ ৩) এর বিন্যাসের উপরিস্থিত পংক্তিতে ঋ সা গ ম গ ম ধ প ধ ধ এই

দশটি সুর ঋ' গ্রামের সা নি ঋ গ ঋ গ প ম প প এই দশটি সুরে পরিণত হওয়াতে (০) এর বিন্যাস ঋ' গ্রামে গিয়া (৩) এর বিন্যাস হইয়াছে। (৩) এর বিন্যাসে ঋ' গ্রামের জন্য আকাঙ্খা প্রবল হওয়াতে স্বাভাবিক প' শ্রুতিকটু হইবে ; কারণ স্বাভাবিক প' সুর ঋ' গ্রামের কড়ি ম হইতে পারে না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে নূতন গ্রামের নি সা ঋ গ ব্যবহার না করিলে সংক্রমণের জন্য আকাঙ্খা হয় কি না যথা :—সা নি ঋ গ ঋ গ প ম প ধ প সা, এখানে শেষের প ম প ধ প সা এই ছয়টি সুর নূতন অর্থাৎ প' গ্রামের সা নি সা ঋ সা ম এই কয়টি সুরে পরিণত হওয়াতে সা' গ্রাম হইতে প' গ্রামে সংক্রমণ করিবার জন্য আকাঙ্খা হয় না ; কারণ ইহাতে নূতন অর্থাৎ প' গ্রামের গ' সুরের অভাব।

অতঃপর কোন গ্রাম হইতে পাঁচ সুর নিম্নের গ্রামে (যথা :—প হইতে সা গ্রামে) কি প্রণালীতে সংক্রমিত হইতে পারে তাহা লিখিত হইতেছে।

কোন গ্রাম হইতে তাহার পাঁচ সুর নিম্নের বা চারি সুর উচ্চের গ্রামে সংক্রমণ করিতে হইলে, পুরাতন অর্থাৎ উপস্থিত গ্রামের সা' সুরকে নূতন অর্থাৎ পাঁচ সুর নিম্নের গ্রামের প'রূপে ব্যবহার করিতে হয় এবং পুরাতন গ্রামের কড়ি মকে অর্দ্ধসুর নিম্ন করিয়া নূতন গ্রামের সা' সুর রূপে ব্যবহার করিতে হয়।

এক্ষণে ঋ গ্রাম হইতে উহার বিন্যাস প' গ্রামে ও প গ্রাম হইতে সা' গ্রামে অর্থাৎ ক্রমশঃ পাঁচ সুর নিম্নের গ্রামে কিরূপে এবং পুরাতন অর্থাৎ ঋ গ্রামের কোন্ কোন্ সুর পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন নূতন গ্রামে সংক্রমিত হইতে পারে তাহা লিখিত হইতেছে যথা :—ঋ' গ্রামের ধ প ম গ ম গ সা গ ঋ এই কয়টি সুর প' গ্রামে যাইবার জন্য পরিবর্ত্তিত হইয়া ঋ সা নি ধ নি ধ ম ধ প এইরূপ হইয়াছে। এই শেষোক্ত সুরগুলি প' গ্রামের এই সকল সুরে পরিণত হইয়াছে যথা :—প ম গ ঋ গ ঋ নি ঋ সা | তৎপরে পুনরায় প' গ্রামের ঋ সা নি ধ নি ধ ম ধ প এই কয়টি সুর সা' গ্রামে যাইবার জন্য পরিবর্ত্তিত হইয়া প ম গ ঋ গ ঋ নি ঋ সা | এইরূপ হইয়াছে।

ইমনে ষড়জ সংক্রমণের পূর্ব্বোক্ত নিয়ম পাঠ করিলে দেখা যায় যে, কোন গ্রাম হইতে তাহার পাঁচ সুর উচ্চের গ্রামে যাইতে হইলে পুরাতন অর্থাৎ উপস্থিত গ্রামের ম'কে কড়ি করিয়া উহাকে ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পাঁচ সুর উচ্চের গ্রামের নি'র স্বরূপ ব্যবহার করিতে হয় ; কিন্তু ইমনের পুরাতন গ্রামের ম'কে আর কড়ি করিবার আবশ্যক হয় না। কারণ ইমনের পুরাতন গ্রামে পূর্ব্ব হইতে কড়ি ম ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তবে নূতন গ্রামের কড়ি ম করিবার জন্য উপস্থিত গ্রামের সা'কে কড়ি করিতে হয়।

ইমনে কোন গ্রাম হইতে তাহার পাঁচ সুর নিম্নের বা চারি সুর উচ্চের গ্রামে যাইতে হইলে, পুরাতন অর্থাৎ উপস্থিত গ্রামের নি' সুরকে কোমল করিয়া উহাকে ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পাঁচ সুর নিম্নের বা চারি সুর উচ্চের গ্রামের স্বাভাবিক ম' স্বরূপ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু ইমনে কড়ি ম থাকাতে নূতন গ্রামের স্বাভাবিক ম' করিবার জন্য পুরাতন গ্রামের নি' সুরকে কোমল করিবার প্রয়োজন হয় না; তবে এস্থলে পুরাতন গ্রামের কড়ি ম' অর্দ্ধ সুর নিম্ন হইয়া নূতন গ্রামের সা' সুরে পরিণত হয়।

ভূপালী।

ভূপালী ওড়ব জাতীয় রাগ। ইহাতে কেবল সা ঋ গ প ধ এই পাঁচ সুর ব্যবহৃত হয়। এই পাঁচটি সুরই সমান ব্যবহার্য্য।

ইহার স্বরগ্রাম স ঋ গ প ধ সঁকে দুইটি চতুঃস্বরিক গ্রামে বিভাগ করিয়া এক অংশের স্বর বিন্যাসের ন্যায় অন্য অংশের বিন্যাস গঠিত হইতে পারে না।

ভূপালীর রূপ।

ভূপালীর রূপ ম ও নি সুরের অব্যবহারে এবং প+ঋ ও ঋ+প এই দুই সুরান্তরের ব্যবহারে প্রকাশ পায় যথা:—সা ঋ গ প+ঋ গ ঋ সা, সা ধ্ সা ঋ+প গ, ইহার সুরান্তর ব্যবহারের কালে সুরান্তরের বাদ দেওয়া সুরের মধ্যে ম বা নি বাদ পড়িলে, সুরান্তরের ১ম সুরের পূর্ব্বে বা ২য় সুরের পরে ঐ দুইটি সুর ব্যবহার করিতে হয় না। কারণ ইহার ম ও নি বিবাদী স্বর যথা:—সা+প তে ঋ গ ম বাদ পড়ে; কিন্তু ভূপালীর ম বিবাদী হওয়াতে সা'র পূর্ব্বে বা প'র পরে কেবল ঋ গ ব্যবহার করিতে হয় যথা:—সা ঋ সা+ | প গ ঋ গ ঋ | সা | ঐরূপ গ+সাঁ থাকিলে ম ও নি ব্যবহার না করিয়া কেবল প ধ ব্যবহার করিতে হয় যথা:— গ ঋ গ+ | সাঁ ধ প ঋ গ ঋ | সা ||

ভূপালীর পদে সুরান্তরের ব্যবহার।

২রান্তর অনুলোম।

সা+ঋ— সা+ঋ | গ ঋ | গ প | ধ প |

ঋ+গ— সা গ | ঋ+গ | প গ | ঋ সা ||

প+ধ— | প+ধ | প গ | ঋ গ | ঋ সা ||

২য়ান্তর বিলোম।

ধ+প— | ধ সা ধ+প | গ প ঋ গ |

গ+ঋ— | গ+ঋ | সা গ | ঋ সা | ধ প |

ঋ+সা— | প গ | ঋ+সা ঋ গ ধ প |

তৃতীয়ান্তর।

অনুলোম

সা+গ—ঋ ※ | সা+গ ঋ | গ প | গ ঋ | সা ||

গ+প— | গ+প | ধ প | গ ঋ | সা ||

ধ+সা— | ধ+সা ধ | প গ প | ঋ গ ঋ | সা |

বিলোম।

সা+ধ— | সা+ধ প গ প | গ ঋ সা |

প+গ— | প+গ প ধ | প গ | ঋ সা |

গ+সা—ঋ ※ | গ+সা ঋ গ প ধ | প |

ভূপালী।

চতুর্থান্তর।

অনুলোম।

ঋ+প।—গ ※ | সা গ ঋ+ | প ধ প গ ঋ | সা |

গ+ধ।—প ※ | প গ+ ধ প গ ঋ | সা ||

প+সাঁ—ধ ※ | সা ঋ গ | প ধ প+ | সাঁ ধ প | গ ||

ধ+ঋঁ—সাঁ ※ | সাঁ ধ+ | ঋঁ সাঁ | ধ প | গ ||

বিলোম।

সাঁ+প।—ধ ※ | সাঁ ধ সাঁ+ | প ধ প | গ | গ ||

ধ+গ।—প ※ | ঋঁ সাঁ ধ | প ধ+গ | ঋ গ ঋ | সা ||

প+ঋ।—গ ※ | ধ প | গ প+ | ঋ গ | ঋ সা ||

ঋ+ধ়—সা ※ | ঋ সা | ঋ+ধ় সা ঋ | গ প ||

পঞ্চমান্তর।

অনুলোম।

সা+প।—ঋ গ ※ | গ ঋ সা+ | প গ | ঋ গ ঋ | সা ||

ঋ+ধ।—গ প ※ | সা গ ঋ+ | ধ প গ | ঋ গ ঋ | সা ||

প়+ঋ।—ধ় সা ※ | সা ধ় | প়+ঋ গ ঋ | গ ||

ধ়+গ।—সা ঋ ※ | ধ়· সা ধ়+ | গ ঋ | প ধ | প ||

বিলোম।

ধ + ঋ — প গ ※ | সাঁ ধ | প ধ + | ঋ গ | ঋ সা ||

প + সা — গ ঋ ※ | প গ প + | সা ঋ গ | প ধ | প ||

গ + ধ — ঋ সা ※ | সা ঋ গ + | ধ সা | ঋ গ ধ | প ||

ঋঁ + প — সাঁ ধ ※ | ধ সাঁ ঋঁ + | প ধ | প | গ ||

ষষ্ঠান্তর।

অনুলোম।

সা + ধ — ঋ গ প ※ | গ ঋ সা + | ধ প গ | ঋ গ ঋ | সা ||

গ + সাঁ | — প ধ ※ | ধ প গ + | সাঁ ধ প ঋ গ ঋ | সা ||

প + গঁ | — ধ সাঁ ঋঁ ※ | সাঁ ধ প + | গঁ ঋঁ সাঁ | ধ সাঁ ধ | প ||

বিলোম।

সাঁ + গ — ধ প ※ | সাঁ ধ সাঁ + | গ প | ঋ গ ঋ | সা ||

ধ + সা — প গ ঋ ※ | ধ প ধ + | সা গ ঋ | গ | প ||

গ + প | — ঋ সা ধ ※ | সা ঋ গ + | প ধ | প | গ ||

ভূপালীর কতিপয় বিন্যাস।

সা ধ় সা ঋ প গ, গ ঋ গ প ধ প, সা গ ঋ গ ঋ সা,

সা ধ় সা ধ় প়, প গ ঋ গ ধ প গ প ঋ, গ প ধ সাঁ ধ

প গ প, সাঁ ধ ঋঁ সাঁ ধ প গ, প ধ সাঁ ধ সাঁ প, ঋঁ ধ

প গ প, সা গ ঋ গ প, সাঁ ধ সাঁ ধ প গ, ঋ গ প গ ধ প,

প গ সাঁ ধ প গ ঋ,

ভূপালীর বিশ্লেষণ পাঠ করিবার পরে সম্ভবতঃ ইহার গঠনপ্রণালী শিক্ষার্থিদের পক্ষে আর কঠিন বোধ হইবে না।

ভূপালীর চতুঃস্বারিক বিন্যাস।

ভূপালীর ম ও নি বিবাদী হওয়াতে ইহার ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন বিন্যাস ব্যবহৃত হইতে পারে না।

ইতিপূর্ব্বে রাগ গঠনের সাধারণ নিয়মের স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, কোন উল্লম্ফন বিশিষ্ট চতুঃস্বারিক বিন্যাস ব্যবহার কালে উল্লম্ফন নিবারণের জন্য উল্লম্ফনের মধ্যস্থলে এক বা একাধিক স্বরের পুনরাবৃত্তির দ্বারা উল্লম্ফন নিবারণ প্রার্থনীয়, কিন্তু এই নিয়মটি ভূপালীর ন্যায় বিবাদী স্বরবিশিষ্ট রাগে অধিক প্রয়োজনীয়; কারণ এইরূপ রাগে প্রায়ই উল্লম্ফন গুলি বৃহৎ অন্তর বিশিষ্ট হইয়া থাকে যথাঃ—ধ় সা ঋ গ এই চারিটি স্বরের ঋ ধ় গ সা বিন্যাসে ১ম ও ২য় স্বর ৪র্থান্তর বিশিষ্ট এবং ২য় ও ৩য় স্বর পঞ্চমান্তর বিশিষ্ট। ঐরূপ গ প ধ সাঁ এই চারিটি স্বরের ধ গ সাঁ প বিন্যাসে ১ম ও ২য় স্বর চতুর্থান্তর বিশিষ্ট, ২য় ও ৩য় স্বর ষষ্ঠান্তর বিশিষ্ট এবং ৩য় ও ৪র্থ স্বর চতুর্থান্তর বিশিষ্ট।

ভূপালীতে ব্যবহার্য্য পদের শেষ স্বর।

ভূপালীতে পদের শেষ স্বরের জন্য সা ঋ গ প এই চারিটি স্বর ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ধ' স্বর পদের শেষ স্বররূপে ভূপালীতে ব্যবহৃত না হইয়া বিভাসে হয়।

ভূপালীর ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন বিন্যাস।

ভূপালীর ম ও নি সুর বিবাদী হওয়াতে ইহাতে ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন ভাবে কেবল সা ঋ গ এই তিনটি সুর ব্যবহৃত হয় এবং সা ঋ গ ব্যতীত আর কোন স্থলে পর পর ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন ভাবে দুইটির অধিক সুর পাওয়া যায় না।

এক্ষণে আশা করা যায় যে, যদ্যপি শিক্ষার্থিরা ভূপালী রাগের পূর্ব্বোক্ত বিশ্লেষণ সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই রাগের বিন্যাস গঠনে তাঁহাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন বোধ হইবে না।

শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে ইহাতে ম ও নি বাদ দিলে আর কোন প্রকার নিষিদ্ধ সুর বা সুরান্তর হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কেবল চতুঃস্বারিক বিন্যাস ব্যবহার কালে উহাদের মধ্যে তিনটি পর পর উল্লম্ফন থাকিলে ঐ সকল উল্লম্ফনের মধ্যস্থলে একটি বা একাধিক সুরের পুনরাবৃত্তির দ্বারা উল্লম্ফন নিবারিত হইতে পারে। সুতরাং এই রাগের গঠন শিক্ষার্থিদের পক্ষে তাদৃশ কঠিন বোধ হইবে না।

এক্ষণে ভূপালীর পদের শেষে ব্যবহার্য্য সুরগুলি যদৃচ্ছাক্রমে কিয়দ্দূরান্তরে লিখিয়া উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী এক একটি পদের উদাহরণ কেবলমাত্র অনুলোমে বা কেবলমাত্র বিলোমে যতদূর সম্ভব সহজ করিয়া লিখিত হইতেছে। শিক্ষার্থিরা এস্থলে দেখিবেন যে এই রাগ ওড়ব জাতীয় হওয়াতে ইহার পদগুলি ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন ভাবে হইতে পারে না।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

প, ঋ, সাঁ, গ, প, সা,

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ধ সা ঋ গ প, প গ ঋ, ঋ গ প ধ সাঁ, সাঁ ধ প গ, গ প, প গ ঋ সা,

অতঃপর এই স্বরগ্রামের এক একটি পদ রাগ গঠনের পূর্ব্বোক্ত ২টী সাধারণ নিয়মানুসারে (১) অনুলোম ও বিলোম গতির মিশ্রণে, (২) বিচিত্রতার জন্য স্থানে স্থানে কোন কোন সুরের পুনরাবৃত্তিতে ও (৩) বিভিন্ন মাত্রাযোগে ছন্দের বিচিত্রতা করিয়া লিখিত হইতেছে যথা :—

১ ২ ৩

সা ধ সা ঋ প গ গ ঋ গ ধ প, ধ প গ প ঋ, ঋ গ প ধ ঋ সাঁ,

৪ ৫ ৬

ধ সাঁ ধ প গ, ঋ গ ঋ গ ধ প, ধ প গ প ঋ গ ঋ সা।

এক্ষণে শিক্ষার্থিরা সা ঋ গ প এই চারিটি সুর যদৃচ্ছাক্রমে কিয়দ্দূরান্তরে লিখিয়া রাগ গঠনের ২টি সাধারণ নিয়ম অনুসারে উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলি পূরণ করিবেন।

শিক্ষার্থিরা অতঃপর প ধ সা ঋ, ধ সা ঋ গ, সা ঋ গ প, ঋ গ প ধ, গ প ধ র্সা, এই সকল চতুঃস্বারিকের সম্পূর্ণ তালিকা লিখিয়া উহাদের মধ্য হইতে ইচ্ছামত বিন্যাস নির্ব্বাচন করিয়া পদের গঠন করিবেন। তন্মধ্যে যে গুলিতে অধিক উল্লম্ফন থাকিবে সেইগুলি অপরিবর্ত্তিত ভাবে ব্যবহৃত হইবে না।

ভূপালী (আলাপ)।

সা ধ সা ঋ প গ, গ ঋ গ প ঋ, ঋ গ ঋ সা ধ সা ঋ

সা ঋ গ ঋ সা, সা ঋ গ ঋ সা ধ সা ধ প, প গ ঋ গ গ,

গ ঋ গ প ধ প ধ গ প ঋ, ঋ গ প ধ প গ ঋ সা,

সা সা ঋ ' সা, | অন্তরা | সা ঋ গ ঋ গ প ধ প সা, সা ঋ

সা ধ সা ধ প, গ ঋ সা ধ ঋ সা ধ প গ, গ প ধ সা

ধ প গ প ঋ গ ঋ সা, সা সা ঋ ' সা ||

ভূপালী—কাওয়ালী।

০	১	+	০	০
সা ঋ গ ঋ সা	ধ সা প	সা ঋ গ ঋ	গ প	গ ধ গ

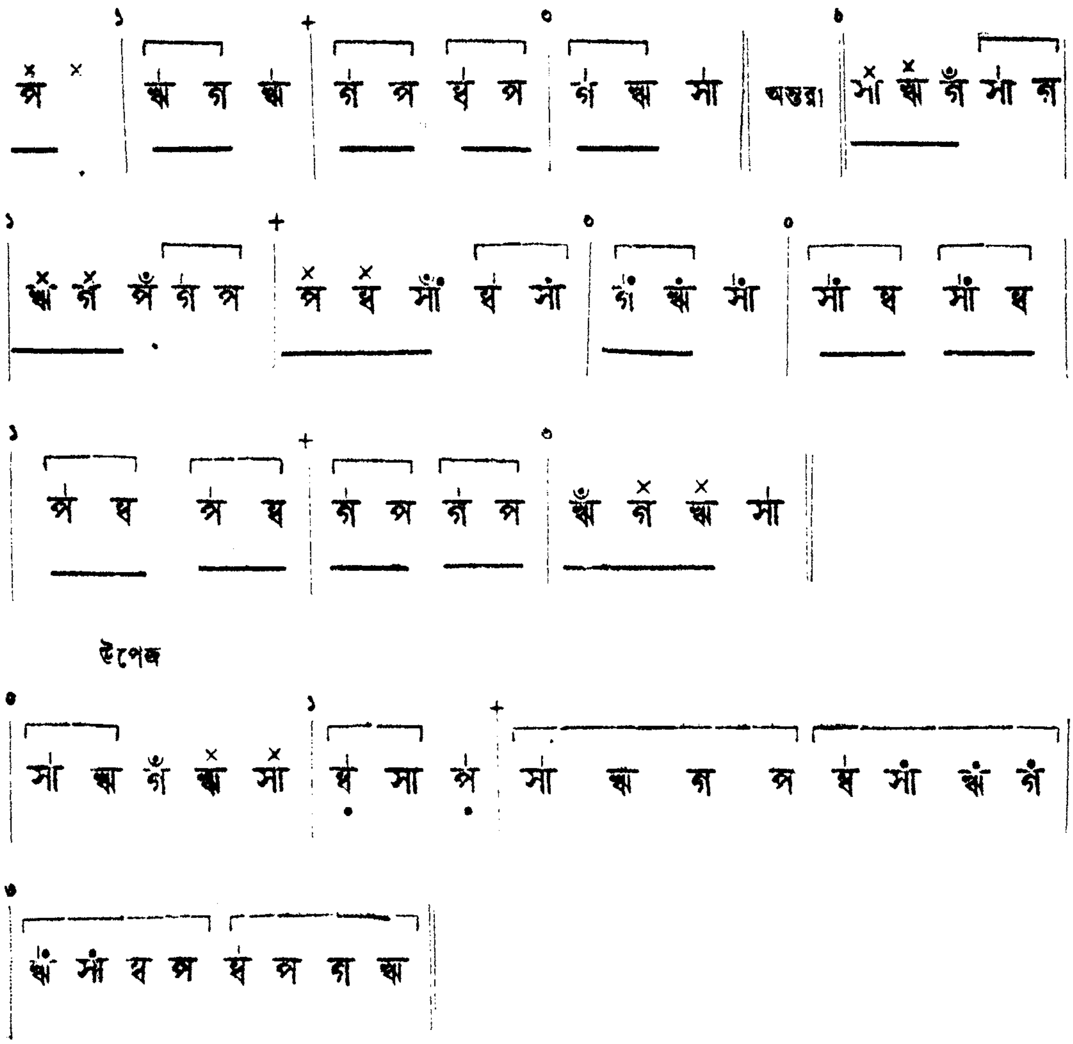

ভূপালী—কাওয়ালী।

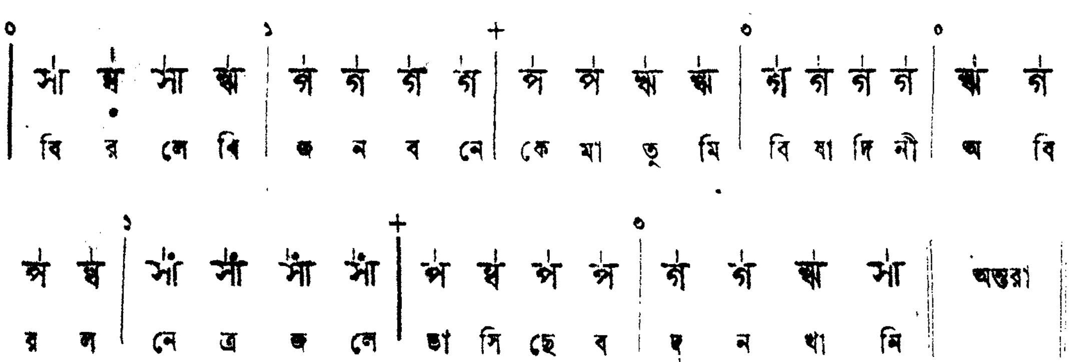

					১				+				০				
প	ধ	প	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	ধ	সাঁ	ঋঁ	সাঁ	সাঁ	ধ	প	
আ	র্য্যা		ব	র্ত	পু	ণ্য	ভূ	মি	তা	র	অ	ধি	ষ্ঠা	ত্রি	তু	মি	

০				১			+				০				০		
গাঁ	ঋাঁ	ধ	ধ	প	প	গাঁ	গ	প	ঋ	গ	ঋ	ঋ	সা	সা	সাঁ	গাঁ	
কো	ন	দুঃ	খে	ম্লা	ন	মুখ	ন	য়	ন	নী	র	বা	হি	নী	অ	কু	

		১			+				০			০				
ঋঁ	গঁ	ঋঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	ঋঁ	সাঁ	সাঁ	ধ	ধ	প	সা	ঋ	গ	গ	
তি	স	ন্তা	ন	গণ	ক	রি	ছে	কি	অ	য	তন	তা	ই	গৃ	হ	

১				+				০			
ঋ	গ	প	প	প	ধ	প	প	গ	গ	ঋ	সা
বা	স	ত্য	জি	হ	ই	য়া	ছ	প্র	বা	সি	নী

ভূপালীতে ষড়্জ সংক্রমণ।

ভূপালীতে পাঁচ স্বর উচ্চের গ্রামে যাইতে হইলে, ঐ নূতন গ্রামের নি' অর্থাৎ পুরাতন গ্রামের কড়ি ম' পাওয়া যায় না, কারণ ভূপালীতে কড়ি ম বিবাদী স্বর। এজন্য পুরাতন গ্রামের প, ধ, নি ও ঋ'কে যথাক্রমে নূতন গ্রামের সা ঋ গ প রূপে গ্রহণ করিতে হয়।

যদিও সংক্রমণে নূতন গ্রামের সা ঋ গ'র ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু ভূপালীর নূতন গ্রামের গ' স্বর পুরাতন গ্রামের নি (বিবাদী স্বর।) এজন্য নূতন গ্রামের গ' (অর্থাৎ পুরাতন গ্রামের নি) স্বর ব্যবহার না করিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্বে অর্থাৎ নূতন গ্রামের প' ব্যবহারের পর এইরূপে যথা :—

পুরাতন অর্থাৎ সা' গ্রামের প গ প ধ নি

নূতন অর্থাৎ প' গ্রামের সা ধ সা ঋ গ

পুরাতন অর্থাৎ সা' গ্রামের প গ প ধ ঋ নি

নূতন অর্থাৎ প' গ্রামের সা ধ সা ঋ প গ

ব্যবহার করিলে শ্রুতিকটু হইবে না; কারণ যে কোন গ্রামের সা' সুরের পরেই প' সুরের প্রাধান্য হইয়া থাকে। সুতরাং নূতন গ্রামের প' সুর এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ঐ গ্রামের গ' (পুরাতন গ্রামের নি') ব্যবহার করা যাইতে পারে। এক্ষণে ভূপালীর সা' গ্রাম হইতে উহার বিন্যাস প' গ্রামে ও প' গ্রাম হইতে ঋ গ্রামে অর্থাৎ ক্রমশঃ পাঁচ সুর উচ্চের গ্রামে কিরূপে সংক্রমিত হইতে পারে তাহা লিখিত হইতেছে এবং সংক্রমণ প্রণালী সহজে বুঝিবার জন্য বিন্যাসগুলি উপর্য্যুপরি দুইটি পংক্তিতে লিখিত হইতেছে। তন্মধ্যে উপরিস্থিত পংক্তিতে পুরাতন অর্থাৎ সা গ্রামের কোন্ কোন্ সুর কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন অর্থাৎ পাঁচ সুর উচ্চের গ্রামে সংক্রমিত হইতে পারে তাহা দর্শিত হইয়াছে এবং নিম্নস্থিত পংক্তিতে উপরিস্থিত সুরগুলি নূতন গ্রামের কোন্ কোন্ সুরে পরিণত হইয়াছে তাহা দর্শিত হইতেছে যথা:—

সা' গ্রামের সুর | সা গ্রামের সুর প গ্রামে যাওয়াতে

সা ধ সা ঋ প গ, গ ঋ গ ধ প গ প ঋ গ ঋ সা | প গ প ধ ঋ নি, নি ধ নি গ ঋ নি

সা ধ সা ঋ প গ, গ ঋ গ ধ প গ

প গ্রামের

সা গ্রামের সুর প' গ্রামে যাওয়াতে | সা গ্রামের সুর ঋ গ্রামে যাওয়াতে

ঋ ধ নি ধ প | ঋ নি ঋ গ ধ ম, ম গ ম নি ধ ম ধ গ ম গ ঋ,

প ঋ গ ঋ সা, | সা ধ সা ঋ প গ, গ ঋ গ ধ প গ প ঋ গ ঋ সা

প গ্রামের | ঋ গ্রামের

অতঃপর ঋ' গ্রাম হইতে প' গ্রামে ও প' গ্রাম হইতে সা গ্রামে অর্থাৎ ক্রমশঃ পাঁচ সুর নিম্নের গ্রামে সংক্রমণের উদাহরণ লিখিত হইতেছে। তন্মধ্যে উপরিস্থিত পংক্তিতে পুরাতন (অর্থাৎ ঋ গ্রামের জন্য পরিবর্ত্তিত) সা গ্রামের বিন্যাসের কোন্ কোন্ সুর কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন অর্থাৎ পাঁচ সুর নিম্নের গ্রামে সংক্রমিত হইতে পারে তাহা দর্শিত হইয়াছে এবং নিম্নের পংক্তিতে উপরিস্থিত সুরগুলি নূতন গ্রামের কোন্ কোন্ সুরে পরিণত হইয়াছে তাহা দর্শিত হইতেছে যথা:—

সা গ্রামের সুর ঋ গ্রামে থাকাতে	স: গ্রামের সুর প গ্রামে যাওয়াতে	প গ্রাম হইতে সা গ্রামে ফিরিয়া আসাতে
ঋ গ ম নি ধ প ম গ ঋ,	প ধ নি গ ঋ ধ মি ধ প	সা ঋ গ ধ প ঋ গ ঋ সা
	সা ঋ গ ধ প ঋ গ ঋ সা	সা ঋ গ ধ প ঋ গ ঋ সা
	প গ্রামের	সা গ্রামের

কল্যাণ।

ইহা সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। ইহার ঠাট সা ঋ গ ম প ধ নি। কল্যাণের ঠাট ইমনের ঠাটের ন্যায় ম' মূর্চ্ছনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং ইহার ও প্রকাশক সুর কড়ি ম। তবে এই কড়ি ম যেরূপে ব্যবহৃত হইলে, কল্যাণ রাগ ইমন হইতে পৃথক হইয়া থাকে, তাহা পরে লিখিত হইতেছে। (১)

কল্যাণে নিষিদ্ধ সুরান্তর।

কল্যাণে কড়ি ম ও অন্যান্য সুরের সংযোগে কতিপয় সুরান্তর যথা:—গ+ম, ম+গ, ঋ+ম, ম+ঋ, সা+ম, ম+সা, ম+সা, সা+ম, ম+ঋ, ঋ+ম অব্যবহার্য্য।

কল্যাণে ম সংযোগে নিষিদ্ধ বিন্যাস।

কল্যাণের কোন বিন্যাসে পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ সুরান্তরের কোন একটি থাকিলে সেই বিন্যাস অপরিবর্ত্তিত-ভাবে ব্যবহৃত হইবে না। কিন্তু ঐ সকল নিষিদ্ধ সুরান্তরের মধ্যস্থলে একটি বা একাধিক সুরের পুনরাবৃত্তির দ্বারা নিষিদ্ধ সুরান্তর নিবারিত হইতে পারে যথা:—সা ম গ ঋ এই বিন্যাসে দুইটি নিষিদ্ধ সুরান্তর সা+ম ও ম+গ আছে কিন্তু সা+ম'র মধ্যস্থলে প, গ প বা ঋ গ প ব্যবহারের দ্বারা এবং ম+গ'র মধ্য-স্থলে প' ব্যবহারের দ্বারা ঐ দুইটি সুরান্তর নিবারিত হইতে পারে যথা:—সা প ম প গ ঋ, স গ প ম প গ ঋ, সা ঋ গ প ম প গ ঋ, (২) এইরূপে কল্যাণের বা যে কোন রাগের বিন্যাসের মধ্যস্থিত নিষিদ্ধ সুরান্তর বা বিন্যাস নিবারণ করা যাইতে পারে।

---

(১) কেহ কেহ কল্যাণে ম সুর একেবারেই ব্যবহার করেন না।

(২) পুনর্ব্যবহৃত সুরগুলি নির্দ্দেশ করিবার জন্য উহাদের নিম্নে এক একটি কসি দেওয়া হইয়াছে।

কল্যাণে ম সংযোগে ব্যবহার্য্য বিন্যাস।

ইহাতে কড়ি ম ও অন্যান্য সুরের সংযোগে যথাঃ—প ম প, নি ম প, ধ ম প, প ম ধ, ধ ম ধ, নি ম ধ, প ম নি এই সকল বিন্যাস ব্যবহৃত হয়। (২)

কল্যাণে নি' সংযোগে নিষিদ্ধ বিন্যাস।

কল্যাণে কড়ি ম' ব্যবহারের ন্যায় নি' ব্যবহারেরও কতকটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে যথাঃ—

ইহাতে নি' সুর এইরূপে বড় ব্যবহৃত হয় না যথাঃ—ধ নি সা। এজন্য অনেক সময় ক্রমোচ্চ চতুঃস্বারিক বিন্যাসের মধ্যে প ধ নি সা, ধ নি সা ঋ অপরিবর্ত্তিত ভাবে ব্যবহৃত হয় না; কিন্তু ধ' সুরের পূর্ব্বে নি' ব্যবহার করিতে হইলে, এইরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। যথাঃ—গ নি ধ, ধ নি ধ, ঋ নি ধ, গ নি ধ, প নি ধ, ম নি ধ, অর্থাৎ এরূপ স্থলে নি'র পূর্ব্বে সা ব্যবহৃত হইবে না যথাঃ—সা নি ধ; কিন্তু দুইটি সা'র মধ্যস্থলে নি ব্যবহৃত হয় যথাঃ—সা নি সা।

কল্যাণে নি' সংযোগে ব্যবহার্য্য বিন্যাস।

ইহাতে নি' ও অন্যান্য সুরের সংযোগে যথাঃ—সা নি সা, সা নি ঋ, ঋ নি ঋ, গ নি ঋ গ নি ধ, ধ নি ধ, ঋ নি ধ, ধ নি ঋ, গ নি ধ, প নি ধ, ধ নি ম, ম নি ধ, ধ নি প এই সকল বিন্যাস ব্যবহৃত হয়।

ধ্রুপদের কোন কোন স্থলে নি' ব্যবহারের পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়; কিন্তু ঐরূপ বিন্যাসে ইমনের ভাব আনয়ন করে এজন্য শিক্ষার্থিদের পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বিশেষ মনোযোগী থাকা উচিত।

কল্যাণে ভূপালীর ভাব।

কল্যাণে যাহাতে ভূপালীর ভাব না আসে সেজন্য মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ম বা নি ব্যবহৃত হইবে। এক্ষণে ম ও নি' ব্যবহারের দ্বারা ভূপালীর বিন্যাস পরিবর্ত্তিত হইয়া কিরূপে কল্যাণের বিন্যাস হইতে পারে তাহা দর্শিত হইতেছে।

---

(২) ইহাতে কেহ কেহ ধ ম প বিন্যাস ব্যবহার করিয়া থাকেন।

	ভূপালীর বিন্যাস		কল্যাণের বিন্যাস	
এইরূপ	গ প ধ র্সা	পরিবর্ত্তিত হইয়া এইরূপ	গ প ম ধ প র্সা	হইবে।
”	ধ সা ঋ গ	” ” ”	ধ সা নি ঋ গ	”
”	গ প গ ধ প	” ” ”	গ প ম প ধ প	”
”	ধ প গ ঋ সা	” ” ”	ধ ম প গ ঋ সা	”
”	প গ ধ প	” ” ”	প গ ধ ম প	”
”	গ ঋ গ প ধ প	” ” ”	গ ঋ গ প ম ধ প	”
”	র্সা ধ র্সা ধ প গ	” ” ”	র্সা নি র্সা ধ প ধ ম প গ	”
”	ধ র্সা র্ঋ র্গ র্ঋ র্সা ধ প	” ” ”	ধ র্সা নি র্ঋ র্গ র্ঋ র্সা ধ নি ম ধ প	”

কল্যাণের রূপ।

কল্যাণের রূপ পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ সুরান্তরের অব্যবহারে পরস্থিত ব্যবহার্য্য সুরান্তরের ব্যবহারে, ব্যবহার্য্য বিন্যাসের ব্যবহারে ও অব্যবহার্য্য বিন্যাসের অব্যবহারে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

কল্যাণের পদে সুরান্তরের ব্যবহার।

২য়ান্তর অনুলোম।

সা + ঋ।— | র্সা + র্ঋ | র্সা নি র্সা | ধ প | গ ||

ঋ + গ।— | নি ঋ | + গ ঋ | গ প | ম প ||

গ + ম।—ব্যবহার নাই।

ম+প।— | ধ ম+ | প ঋ | গ ঋ | সা ||

এস্থলে ম স্বরের পূর্ব্বে প'র স্থলে প, ধ বা নি হইতে পারে যথা :—

প ম প, ধ ম প, নি ম প।

প+ধ।— | প গ | প | +ধ ম | প ঋ ||

ধ+নি।— | সা ঋ | ধ+নি | ধ সা | প ||

এস্থলে নি'র পরে সা'র স্থলে ম, প, ধ বা ঋ হইতে পারে :—ধ নি ম, ধ নি প, ধ নি ধ, ধ নি ঋ

নি+সা— | ধ সা | নি+সা | ধ নি | প ||

২য়ান্তর বিলোম।

সা+নি— | সা+নি | সা ধ | ম ধ | প ||

এস্থলে নি'র পরে ধ'র স্থলে সা ও ঋ হইতে পারে :—সা নি সা, সা নি ঋ

নি+ধ।— | নি+ধ | নি ম | ধ প | গ ||

এস্থলে নি'র পূর্ব্বে সা'র স্থলে ঋ, গ, ম, প, ধ হইতে পারে যথা :—ঋ নি ধ, গ নি ধ, ম নি ধ, প নি ধ, ধ নি ধ, |

ধ+প।— | ধ+প | ম ধ | প গ | ঋ সা ||

প + র্ম।— প + র্ম | প ঋ | গ প ||

র্ম + গ।—ব্যবহার নাই।

গ + ঋ।— | প র্ম প | গ + ঋ | ন্‌ ঋ | সা ||

ঋ + সা।— | প র্ম | প গ ঋ ন্‌ | ঋ + সা ||

তৃতীয়ান্তর।

অনুলোম।

সা + গ—ঋ॰ সা ন্‌ সা + গ ঋ গ প র্ম | প || এখানে গ' সুরের পর র্ম হইবে না।

ঋ + র্ম।— ব্যবহার নাই।

গ + প—র্ম॰ গ + প র্ম প গ ঋ | সা এখানে গ' সুরের পূর্ব্বে র্ম হইবে না।

র্ম + ধ—গ॰ ন ধ | র্ম ধ প র্ম প || এস্থলে র্ম'র পূর্ব্বে গ'র স্থলে প, ধ ও নি হইতে পারে যথাঃ—প র্ম ধ, ধ র্ম ধ, ন র্ম ধ,

প + ন—ধ॰ | ধ প + | ন ধ | প র্ম প | গ ||

ধ + সাঁ—ন॰ | ধ + সাঁ | ন সাঁ | ধ প র্ম | প ||

নি + ঋ — সা ※ | সা নি | সা ধ | নি + ঋ | গ ||

বিলোম।

সা + ধ — নি ※ | সা নি সা + ধ | নি ঋ | গ ঋ | সা ||

নি + প — ধ ※ | সা ধ নি + | প ধ ম | প ঋ | গ |

ধ + ম — প ※ | ধ প | ধ + ম | নি ধ | সা ||

এস্থলে ম সুরের পর গ'র স্থলে প ও ধ ব্যবহৃত হইতে পারে।

প + গ — ম ※ | প + গ | প ম ধ প | গ ঋ | সা ||

ম + ঋ।—ব্যবহার নাই।

গ + সা — ঋ ※ | প ম প | গ + সা | নি ঋ গ ||

ঋ + নি — সা ※ | প গ | ঋ + নি | ঋ গ | সা ||

চতুর্থান্তর।

অনুলোম।

সা + ম ব্যবহার নাই।

ঋ + প — গ ম ※ | প গ | ঋ + প | ম প | গ ||

গ+ধ–ম প * | গ ঋ | গ+ধ | প ম | প ||

ম+ন।–প ধ * | প ম+ | ন ধ | প ঋ | গ ||

এস্থলে ম'র পূর্ব্বে গ'র স্থলে প বা ধ হইতে পারে। যথা ঃ–প ম ন, ধ ম ন, ||

প+সাঁ–ধ ন * | গ প | ধ প+ | সাঁ ন | ঋ সাঁ ||

ধ+ঋ–ন সাঁ * | ধ ন ধ+ | ঋ সাঁ | ধ প ম | প |

ন+গ।–সা ঋ * | ন সা | ঋ ন+ | গ প | গ ঋ ||

বিলোম।

সাঁ+প।–ন ধ * | ধ সাঁ ন | ঋ সাঁ+ | প ম প | ধ ||

ন+ম।–ধ প * | ন ধ | ন+ম | প ম ধ | প ||

এস্থলে ম'র পরে গ'র স্থলে প বা ধ হইতে পারে যথা ঃ–ন ম প, ন ম ধ।

ধ+গ।–প ম * | ন ধ ম | ধ+গ | প ম | প ||

প+ঋ।–ম গ * | প | ধ ম | প+ঋ | গ ||

ম+সা'র ব্যবহার নাই।

পঞ্চমান্তরের সুর বড় ব্যবহৃত হয় না; তন্মধ্যে সা+প ও গ+নি সচরাচর ব্যবহৃত হয় কিন্তু ম+র্সা ও র্সা+ম'র ব্যবহার নাই।

সা+প।—ঋ গ ম॥ | গ ঋ | সা+প | ম প | গ ||

কল্যাণে ব্যবহৃত কতিপয় বিন্যাস।

গ নি ধ ম প, ধ গ প, প ধ ম প ঋ গ, প ম প ঋ গ ঋ নি

ঋ সা, সা ধ নি ঋ গ, সা গ ঋ প গ, গ প ধ প র্সা, র্সা নি র্সা ধ

নি র্ঋ র্গ র্ঋ র্সা, র্সা ধ প নি ধ নি ম ধ প, গ নি ধ নি ম ধ প,

সা ধ প ম ধ নি ঋ গ, প ম নি ধ প গ, গ ঋ গ প, ধ নি ধ প।

কল্যাণে সুরের ব্যবহার।

কল্যাণের রূপ প্রকাশক সুর ম ইহা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই ম ব্যতীত আর সমস্ত সুরই সমান প্রয়োজনীয়, তন্মধ্যে ধ প গ এই তিনটী সুরের কতকটা প্রাধান্য আছে। ঋ'র ব্যবহার ইহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প এবং ম ও নি'র ব্যবহার ঋ অপেক্ষাও অল্প।

ইমন ও কল্যাণে প্রভেদ।

ইমন ও কল্যাণের স্বরবিন্যাস অনেকটা একই প্রকারের। কেবল এই প্রকারের বিন্যাসগুলি যথা:—ঋ গ ম, গ ম প, প ম গ, ম গ ঋ, ধ নি র্সা, র্সা নি ধ, ও এই সকল সুরান্তর যথা:—

ঋ+ম, ম+ঋ, সা+ম, ম+সা, ম+সাঁ, সাঁ+ম, ম+ঋঁ, ঋঁ+ম কল্যাণে ব্যবহৃত না হইয়া ইমনে হয়। সুতরাং ইমনে অনুলোমের সুর সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ কিন্তু কল্যাণে অনুলোমের সুর সা ঋ গ প ম প ধ নি ধ সাঁ এবং ইমনে বিলোমের সুর সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা কিন্তু কল্যাণে বিলোমের সুর সাঁ নি সাঁ ধ প ম প গ ঋ সা।

ইমনে সকল প্রকার ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন চতুঃস্বারিক বিন্যাস ব্যবহৃত হয়; কিন্তু কল্যাণে ঐরূপ সকল প্রকার চতুঃস্বারিক বিন্যাস ব্যবহৃত হয় না।

কল্যাণে ইমনের বিন্যাস।

ইমনে ব্যবহৃত ১ম চতুঃস্বারিক গ্রামের অর্থাৎ নি সা ঋ গ'র বিন্যাস কল্যাণেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইমনে ব্যবহার্য্য কিন্তু কল্যাণে অব্যবহার্য্য বিন্যাস।

ইমনে ব্যবহার্য্য ২য় গ্রামের অর্থাৎ ম প ধ নি'র বিন্যাস বা ১ম ও ২য় গ্রামের মিশ্রিত সুরের বিন্যাস যথা:—ঋ গ ম, গ ম প, প ধ নি, ধ নি সাঁ, সাঁ নি ধ, নি ধ প, প ম গ, ম গ ঋ, ইহারা কল্যাণে ব্যবহৃত হয় না।

ইমনে কল্যাণের বিন্যাস ব্যবহার।

কল্যাণের সকল প্রকার বিন্যাস ইমনে ব্যবহার হইয়া থাকে।

কল্যাণের চতুঃস্বারিক গ্রাম।

কল্যাণের দুইটি চতুঃস্বারিক গ্রাম অবিকল ইমনের ন্যায়, অর্থাৎ ইহারও দুইটি গ্রাম নি সা ঋ গ ও ম প ধ নি। সুতরাং ইহাতেও ইমনের ন্যায় এই দুইটি গ্রামের একটির বিন্যাসের অনুকরণে অন্যটির বিন্যাস প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইহার পদের এক সুর হইতে অন্য সুরে ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন ভাবে যাইবার জন্য কেবল নি সা ঋ গ এই চারিটি সুর এবং ম প ধ নি এই চারিটি সুর ব্যবহৃত হইতে পারে; কারণ এতদ্ব্যতীত অন্য কোন চারিটি বা তদতিরিক্ত সুর ঐরূপ ব্যবহার করিলে নিষিদ্ধ স্বরান্তর গ+ম, ম+গ এবং নিষিদ্ধ বিন্যাস ধ নি সাঁ ও সাঁ নি ধ ব্যবহৃত হইবে।

কিন্তু এইরূপে গ+ম ও ম+গ'র ব্যবহার যেরূপ আপত্তিজনক, ধ নি সা ও সা নি ধ এই দুই বিন্যাসের ব্যবহার সচরাচর সেরূপ দোষের বলিয়া বিবেচিত না হওয়াতে কখন কখন ম প ধ নি সা ঋ গ এই কয়টি সুর ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সাতটি সুরের ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন গতিতে নি' সুর যথাক্রমে ম প ধ সা নি সা ঋ গ ও গ ঋ সা নি সা ধ প ম এইরূপে ব্যবহৃত হইলে ভাল হয়।

কল্যাণে পদের শেষে ব্যবহৃত সুর।

কল্যাণের পদ সা ঋ গ প ধ নি এই সকল সুরে শেষ হইয়া থাকে। এক্ষণে কল্যাণে পদের শেষে ব্যবহার্য্য সুরগুলি কিয়দ্দূরান্তরে যদৃচ্ছাক্রমে লিখিয়া পদ গঠনের উদাহরণ লিখিত হইতেছে। যথা:—

প, ঋ, ধ, গ, সাঁ, প, সা,

এই সকল সুরের পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্যাসগুলি প্রথমে যতদূর সম্ভব ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন ভাবে সহজ করিয়া লিখিত হইতেছে এবং কেবলমাত্র গ+ম, ম+গ এই দুই সুরান্তর ও ধ নি সা, সা নি ধ এই দুইটি বিন্যাস পরিহার করিবার জন্য স্থানে স্থানে ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন বিন্যাসের যাহা কিছু ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। যথা:—

সা ঋ গ প ম প, প ম প গ ঋ, ঋ গ প ম ধ, প ম প গ,

গ প ম প ধ নি ধ সাঁ, সাঁ নি সাঁ ধ প, প ম প গ ঋ সা,

অতঃপর এই স্বরগ্রামে রাগ গঠনের পূর্ব্বোক্ত ২১টি সাধারণ নিয়ম অনুসারে (১) অনুলোম ও বিলোম গতির মিশ্রণ, (২) ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন গতির সহিত উল্লম্ফনে সুরের ব্যবহার, (৩) বিচিত্রতার জন্য স্থানে স্থানে পর পর সুরের পুনরাবৃত্তি, (৪) বিভিন্ন মাত্রাযোগে ছন্দের বিচিত্রতা, (৫) এবং রাগের প্রকাশক ম সুরের অবিলম্বে ব্যবহার করিয়া উদাহরণ লিখিত হইতেছে। শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে এই উদাহরণে কল্যাণের কোন নিষিদ্ধ সুরান্তর বা বিন্যাস কিম্বা একই সুরের অনতিদূরে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার নাই। যথা:—

সা ঋ গ ঋ গ প ম প প, প ম ধ প ম প গ প ঋ,

ঋ গ ঋ গ প ম ধ নি ধ, প ম ধ প ম প ঋ গ, গ ঋ গ প

ম প ধ নি ধ র্সা, র্সা নি র্সা ধ নি ম ধ প, প ম প গ প

ঋ গ ঋ সা, |

চতুঃস্বারিকের সাহায্যে কল্যাণের পদ গঠন।

পদ গঠনে চতুঃস্বারিকের সাহায্য লইতে হইলে, কল্যাণে ব্যবহার্য্য চতুঃস্বারিক বিন্যাসগুলিকে আবশ্যক মত অনেক সময় পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হয়। এইরূপ চতুঃস্বারিকের সাহায্যে পদ গঠন প্রণালী ইতিপূর্ব্বে ইমনের অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে এবং কল্যাণ রাগ অনেকটা ইমনের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট।

শিক্ষার্থিরা অতঃপর কল্যাণের চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সম্পূর্ণ তালিকা লিখিয়া উহাদের মধ্য হইতে ইচ্ছামত বিন্যাস নির্ব্বাচন করিয়া কল্যাণের পদ গঠন করিবেন। কিন্তু চতুঃস্বারিক বিন্যাসের মধ্যে যেগুলিতে গ+ম, ম+গ, ধ+ম, ম+ধ, সা+ম, ম+সা এই সকল স্বরান্তরের কোন না কোনটি, ধ নি র্সা র্সা নি ধ এই দুইটি বিন্যাসের কোনটি বা অধিক উল্লম্ফন বিশিষ্ট স্বর থাকিলে, সেইগুলি অপরিবর্ত্তিত ভাবে ব্যবহৃত হইবে না।

এক্ষণে শিক্ষার্থিরা কল্যাণে পদের শেষে ব্যবহার্য্য স্বরগুলি কিয়দ্দূরান্তরে যদৃচ্ছাক্রমে লিখিয়া উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলি চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সাহায্য ব্যতীত অথবা উহাদের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গঠন করিবেন।

কল্যাণ—আলাপ।

সা নি সা ধ সা ধ প, ম প ধ সা নি ঋ সা, সা নি গ ঋ গ গ,

গ ঋ গ প ম প প, গ প ম ধ প গ প ঋ, ঋ গ ঋ নি সা সা,

নি ঋ গ ঋ গ প ম নি ধ প ধ গ প ঋ, নি ঋ গ নি ঋ সা, সা সা

নি সা ঋ ' সা ॥ অন্তরা ॥ গ প ম ধ প র্সা, র্সা ধ নি ঋ, নি ঋ র্গ ঋ র্গ,

ঋ র্গ ঋ র্সা ধ ম ধ প, প ম প গ, ঋ গ প ম ধ গ প, প ম নি

নি ধ প গ, প ঋ, ঋ গ ঋ নি সা সা সা ঋ ' সা ॥

কল্যাণ—কাওয়ালী।

০ ১ + ৩ ০

| নি ধ প ধ ম | প ঋ গ | প গ ঋ সা নি | ঋ সা ধ | নি ধ র্সা

১ + ০

প গ | ঋ গ ঋ | সা ঋ গ নি ধ | প গ ঋ সা ॥ অন্তরা ॥ গ প ম

১ + ৩ ০

ধ প | র্সা নি ঋ র্সা | র্সা ধ নি ঋ | র্গ ঋ র্সা ধ প | প নি ধ নি ম

১ + ০

| ধ প গ | প ম ধ ম প | গ ঋ সা ॥

১ম উপেজ

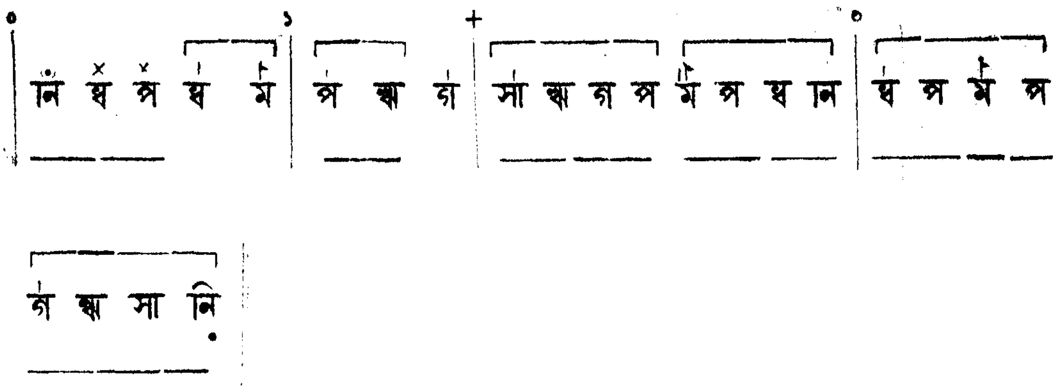

২য় উপেজ

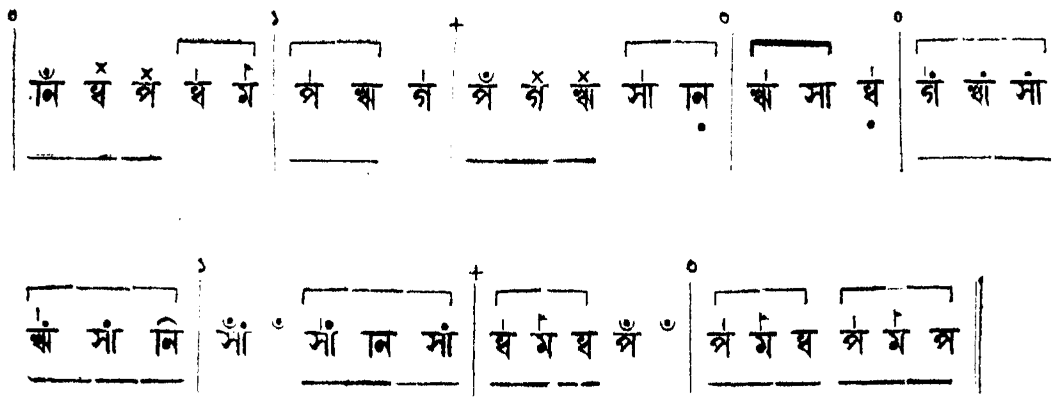

কল্যাণ—একতালা।

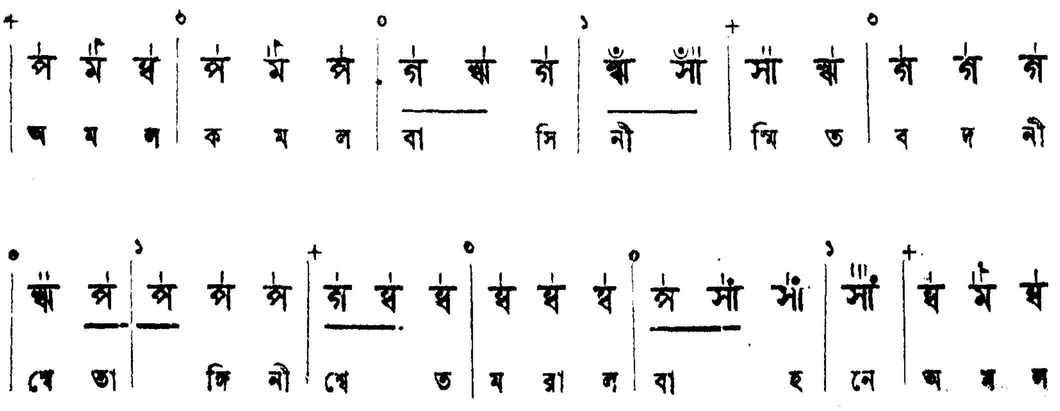

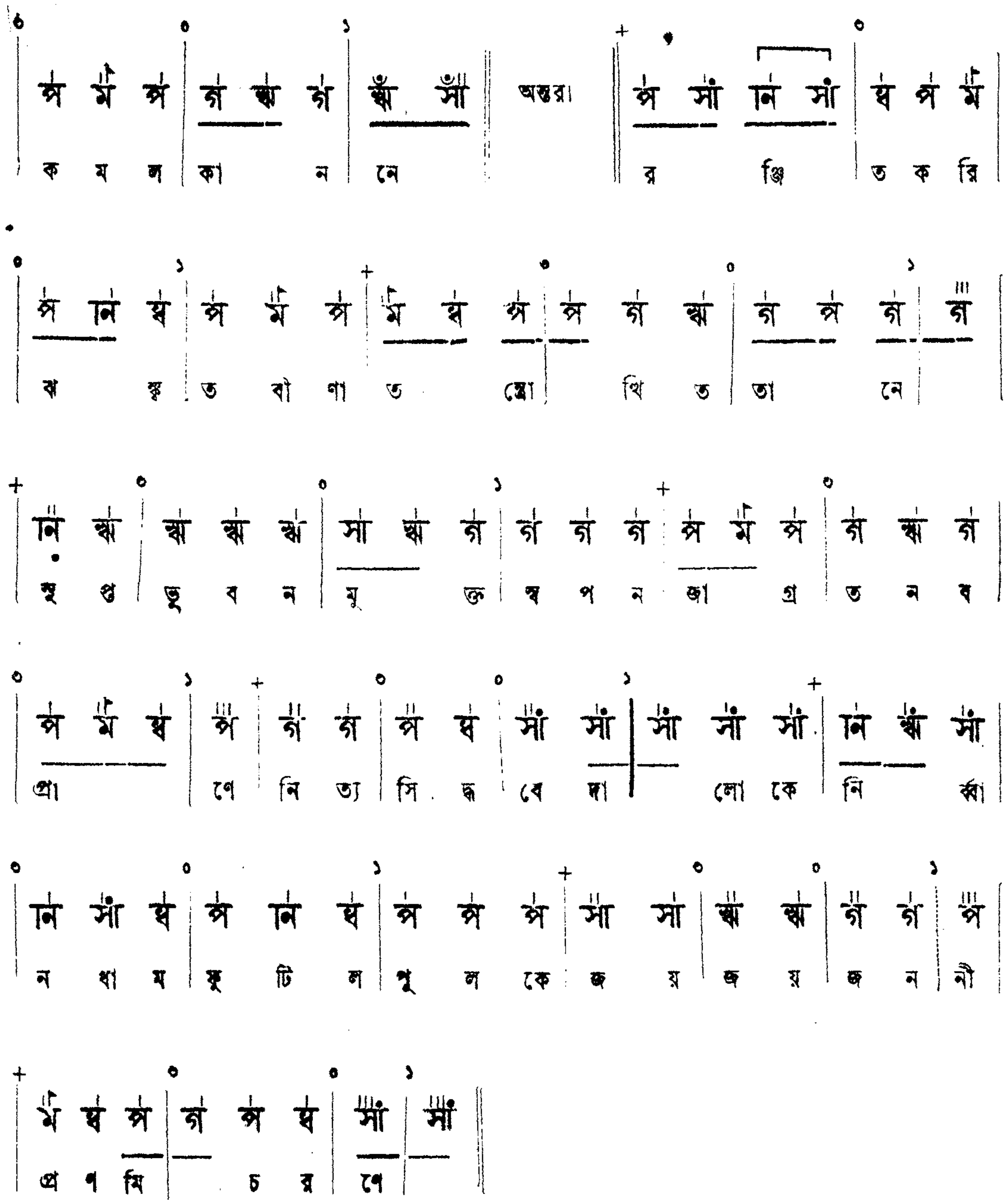

কল্যাণে ষড়জ সংক্রমণ।

কল্যাণে ষড়্জ সংক্রমণের নিয়ম অবিকল ইমনের ন্যায়; এজন্য এস্থলে অনাবশ্যক বোধে উহা পুনরুক্ত হইল না।

ইমন-কল্যাণ।

ইমন-কল্যাণ রাগ।

ইমন ও কল্যাণের মিশ্রণে যে রাগ উৎপন্ন হয় তাহাকে ইমন-কল্যাণ রাগ কহে। কিন্তু এই রাগ কেবল ইমন বা ইহাতে ইমন ও কল্যাণ এই দুই রাগ মিশ্রিত আছে তাহা সহসা স্থির করা যায় না। কারণ ইমনের সকল প্রকার বিন্যাস কল্যাণে ব্যবহৃত না হইলে ও কল্যাণের সকল প্রকার বিন্যাস ইমনে ব্যবহৃত হয়। এরূপ স্থলে ইমন-কল্যাণের কোন একটি স্বরগ্রাম লইয়া সহসা স্থির করা যায় না যে ইহা শুদ্ধ ইমনের বা ইমন-কল্যাণের স্বরগ্রাম। এরূপ স্থলে যদ্যপি কল্যাণের এরূপ কতকগুলি বিন্যাস থাকিত যাহা ইমনে কদাচ ব্যবহৃত হয় না; তখন সেই সকল বিন্যাস ইমনে ব্যবহৃত হইলে বুঝিতে পারা যাইত যে এক্ষণে ইমনে কল্যাণ মিশ্রিত হইয়াছে। কিন্তু যখন কল্যাণের সকল বিন্যাসই ইমনে ব্যবহৃত হয়, তখন উহা কেবল শুদ্ধ ইমন বা উহাতে কল্যাণ মিশ্রিত আছে, তাহা স্থির করা যায় না। কিন্তু ইমন ও ইমন-কল্যাণে আর কোন প্রভেদ না থাকিলেও শেষোক্ত রাগে সা' সুরে অবরোহণ কালে দুইটি গ' সুরের মধ্যস্থলে প্রকৃত ম' সুর ব্যবহৃত হয় যথা:— ঋ গ ঋ গ ম গ ঋ গ ঋ সা।

ইতিপূর্ব্বে ইমন ও কল্যাণের বিশ্লেষণ ও গঠন বিস্তারিতরূপে পৃথক ভাবে লিখিত হইয়াছে; এজন্য এস্থলে কেবল-মাত্র ইমন-কল্যাণের গৎ ও গান লিখিত হইতেছে।

ইমন-কল্যাণ কাওয়ালী।

সা ঋ | গ প ম গ | প ম গ ঋ | গ ম গ ঋ | সা নি ধ |

| নি ধ প | প ধ নি | সা গ ঋ সা | প ঋ | প ধ | নি ধ নি ধ |

| প ম গ ঋ | নি নি ধ ধ | প প ম ম | গ গ ঋ | ঋ | অন্তরা

+		০	০	১	+
সা ঋ	গ প ম	গ প ম গ ঋ	গ গ প ধ	সা	সা সা গ ঋ

০	০	১	+	০	০
সা নি	ধ নি	ধ প	ন ন ধ ন	ন ধ প ম	গ ঋ গ ম

১	+	০	০	১
গ ঋ সা	গ ঋ সা ন	ধ নি	ধ প ম গ	ঋ

ইমন-কল্যাণ—একতালা।

	+	৩	০	১	+	০
	সা ঋ গ	গ গ	প প প	ঋ ঋ ঋ	ঋ গ ম	ম প ম
১	আ জি গো	তো মার	চ র ণে	জ ন নী	আ নি য়া	অ র্ঘ
২	জা ন কি	জ ন নী	জা ন কি	ক ত যে	আ মা দের	এ ই
৩	ন য় নে	ব য়ে ছে	ন য় নে	র ধা রা	জ লে ছে	জ ঠ রে
৪	পে য়ে ছি	যা কি ছু	কু ড়া য়ে	তা হা ই	তো মা র	কা ছে মা

	০	১	+	০	০	১	+
	গ ম ধ	প	প প	ন ন	প প প	ধ ধ	প প ঋ
১	ক রি য়া	দান	ভ ক্তি	অ শ্রু	স লি ল	সি ক্ত	শ তে ক
২	ক ঠি ন	ব্র ত	হায় যা	যা হা রা	তো মা র	ভ ক্ত	নি য়
৩	য খ ন	ক্ষু ধা	মি টা য়ে	ছি সেই	জ ঠ র	জ্বা লা	পা ই য়া
৪	এ সে ছি	ছু টি	বা স না	তা হা ই	ভু ছা য়ে	য ত নে	সা জা য়

	৩	০	১		+	৩	০
	গ ম ম	গ গ ঋ	সা		প ধ প	সা সা সা	সা সা সা
১	ভ ক্ত	দী নে র	গান	অন্তরা	ম ন্দি	র র চি	মা তো মা
২	কি গো মা	তা রা ই	ত ত		ত বু সে	ল জ্জা	ত বু সে
৩	তো মা র	চ র ণ	সু ধা		ম রু ভূ	মি স ম	য খ ন
৪	তো মা র	চ র ণ	দু টি		চা হি না	কো কি ছু	তু মি মা

	১	+	৩	০	১	+	৩
	সা সা সা	নি নি	ধ প ধ	নি ধ নি	ধ প প	সা গ গ	ঋ ঋ ঋ
১	র লা গি	পয় সা	কু ড়া য়ে	প থে প	থে মা গি	তো মা রে	পূ জি তে
২	দৈ ন্য	স য়ে ছি	মা মু খে	তো মা র	জ ন্য	তা ই দু	হ স্তে
৩	তৃ ষ্ণা য়	আ মা দে	র মা গো	ছা তি ফে	টে যা য়	মি টা য়ে	ছি মা গো
৪	আ মা র	এ ই জা	নি শু ধু	না হি জা	নি আ র	তু মি গো	জ ন নী

	৩	১	+	০	৩	১
	নি সা সা	ধ নি নি	প ধ প	ধ ধ ধ	প ধ প	সা
১	খি লে ছি	জ ন নী	স্নে হে র	স লি লে	ক রি য়া	স্নান
২	তু লি য়া	ম স্তে	ধ রে ছি	যে ন সে	ম হ ৎ	মান
৩	স ক ল	পি পা সা	তো মা র	হা সি টি	ক রি য়া	পান
৪	হৃ দ য়	আ মা র	তু মি গো	জ ন নী	আ মা র	প্রাণ

(কোরাস)

+	৩	০	১	+	৩
সা সা সা	সা সা	নি নি নি	ধ ধ ধ	প প ম	নি ধ
জ ন নী	ব ঙ্গ	ভা ষা এ	জী ব নে	চা হি না	অ র্থ

০	১	+	০	০	১	+	০
প ম প	গা	ঋ গ ঋ	গ ম	প গ	ঋ সা সা	সা ঋ গ	প ম প
চা হি না	মান	য দি তু	মি দাও	তো মার	ও দু টি	অ ম ল	ক ম ল

০	১
নি নি প	সাঁ
চ র ণে	স্থান

এই গানে অন্তরার বাণির প্রত্যেক পংক্তি গাহিয়া শেষ করিবার পর একবার করিয়া কোরাস গান করিতে হইবে।

বিভাস।

বিভাস খাড়ব জাতীয় রাগ। ইহার ম' সুর বিবাদী, সুতরাং ইহার ঠাট সা ঋ গ প ধ নি। ইহার সুরগুলিকে চতুঃস্বারিক গ্রামে বিভাগ করা যায় না।

বিভাসের নিষিদ্ধ সুরান্তর।

ইহাতে ঋ+প, প+ঋ, প়+ঋ ও ঋ+প় এই সকল ভূপালীর ব্যবহার্য্য সুরান্তর ব্যবহৃত হয় না।

বিভাসের নিষিদ্ধ বিন্যাস।

ইহাতে ধ+নি ও নি+সাঁ এই দুইটি সুরান্তর ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ধ নি সাঁ এই বিন্যাস ব্যবহৃত হয় না এবং প নি সাঁ, নি সাঁ প এই দুইটি বিন্যাসও বড় ব্যবহৃত হয় না। ইহাতে গ+প, প+ধ, ধ+নি এই তিনটি সুরান্তর ব্যবহৃত হয় এবং গ প ধ, প ধ নি এই দুইটি বিন্যাসও ব্যবহৃত হয়; কিন্তু গ প ধ নি এই চতুঃস্বারিক বিন্যাস্ ব্যবহৃত হয় না। ইহার স্থলে গ প ধ প ধ নি হইতে পারে, কারণ এখানে বিন্যাসটি প্রথমে ধ' পর্য্যন্ত অনুলোমে গিয়া পরে বিলোমে প' সুরে আসিয়া তৎপরে পুনরায় অনুলোমে ধ ও নি সুরে গিয়াছে। অন্য একটি উদাহরণে যথা:—গ প ধ সাঁ। এস্থলে সুরগুলি ধ পর্য্যন্ত অনুলোমে গিয়া পরে নি'র স্থলে একেবারে সাঁ সুরে গিয়াছে।

সুরান্তর।

দ্বিতীয়ান্তর অনুলোম।

সা+ঋ।— | সা+ঋ | ঋ গ | গ প | প নি | নি সাঁ ||

ঋ+গ।— | নি ধ | প গ | ঋ+গ | ঋ সা ||

প+ধ।— | প+ধ | প নি | ধ প | গ ঋ ||

ধ+নি।— | প ধ+নি | ধ প | গ ঋ | সাঁ ||

এস্থলে নি'র পরে সাঁ হইবে না।

নি+সাঁ।— | সাঁ নি+সাঁ | ধ প | গ ঋ | সাঁ ||

এস্থলে নি'র পূর্ব্বে ধ হইবে না

দ্বিতীয়ান্তর বিলোম।

সাঁ+নি।— | প নি | ধ সাঁ+ | নি ধ নি | প ||

নি+ধ।— | সাঁ নি | +ধ প | গ ঋ | সা ||

ধ+প।— | সা ঋ | গ ধ+ | প নি | ধ প ||

গ+ঋ।— | প নি | ধ প | ধ প | গ+ঋ ||

ঋ+সা।— | নি ধ প | গ প | গ ঋ+ | সাঁ ||

তৃতীয়ান্তর অনুলোম।

সা+গ।— | নি ধ প | গ ঋ | সা+গ | ঋ সা ||

গ+প।— | প নি ধ | প গ+প | গ ঋ | সা ||

প+নি।— | প ধ | প+নি | ধ প | গ ঋ ||

এস্থলে নি স্বর প্রায়ই সাঁ স্বরে গমন করে না।

ধ+সাঁ।— | প ধ+ | সাঁ নি | ধ প | গ ঋ ||

নি+ঋঁ।— | নি+ঋঁ | সাঁ ধ | প নি | ধ প ||

তৃতীয়ান্তর বিলোম।

সাঁ+ধ।— | ঋঁ সাঁ+ | ধ নি | ধ প | গ ||

নি+প।— | সাঁ ধ | নি+প | ধ প | গ ঋ ||

প+গ।— | প+ | গ প | গ ঋ | সা ||

গ+সা।— | প গ+ | সা ঋ | গ ধ | প ||

ঋ+নি।— | সাঁ গঁ | ঋঁ+নি | সাঁ ধ | প ||

চতুর্থান্তর অনুলোম।

ঋ + প।—ব্যবহার নাই।

গ+ধ।— | সা ঋ | গ+ধ | প নি | ধ প ||

প + সাঁ ।— | প নি ধ | পঁ + সাঁ | ধ প গঁ ||

ধ + ঋঁ ।— | প নি | ধ + ঋঁ | সাঁ ধ | প গ ||

নি় + গ ।— | সা ঋ | সা নি় + | গ প | ধ প ||

চতুর্থান্তর—বিলোম।

সাঁ + প ।— | ধ সাঁ + | প নি | ধ প | গঁ স্বল্প ব্যবহৃত।

ধ + গ ।— | প ধ + | গ প | গ ঋ | সা |

প + ঋ ব্যবহার নাই।

গ + নি় ।— | সা ঋ গ + | নি় সা ঋ | গ ধ | প ||

ঋ + ধ় ।— | নি সাঁ ঋঁ + | ধ নি প | ধ প গ | ঋ সা ||

পঞ্চমান্তর—অনুলোম।

সা + প ।— | গ ঋ সা + | ম গ প | প ধ নি | ধ প ||

ঋ + ধ ।— | প গ ঋ + | ধ প নি | ধ প গ | ঋ সা ||

গ + নি ।— | ধ প গ + | নি ধ | প ধ প | গ ||

প+ঋ | ব্যবহার নাই।

ধ+গ।— | ঋ সা | নি ধ | +গ ঋ সা |

পঞ্চমান্তর বিলোম।

নি+গ।— | প ধ নি | +গ ধ প | গ ঋ | সা |

ধ+ঋ।— | গ প ধ+ | ঋ গ ঋ | গ ধ | প |

প+সা।— | প ধ | গ প | +সা ঋ | গ |

গ+ধ।— | সা ঋ গ+ | ধ নি ধ | প ধ প | গ |

ঋ+প। ব্যবহার নাই।

বিভাসের চতুঃস্বারিক বিন্যাস।

বিভাসের ঠাটে ম বিবাদী থাকাতে যদিও ইহাতে অনুলোমের কেবল প ধ নি সা, ধ নি সা ঋ, ও নি সা ঋ গ এই তিনটি ক্রমোচ্চ চতুঃস্বারিক বিন্যাস পাওয়া যায়, তথাপি ইহাতে ধ নি সা, এই বিন্যাসের ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকাতে ক্রমোচ্চ চতুঃস্বারিকের মধ্যে কেবল মাত্র নি সা ঋ গ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিলোমে ম অথবা ঐরূপ কোন বিন্যাস নিষিদ্ধ না থাকাতে গ ঋ সা নি, ঋ সা নি ধ, সা নি ধ প এই তিনটি ক্রমনিম্ন বিন্যাসই ব্যবহৃত হয়।

বিভাসের রূপ।

বিভাসের রূপ ম সুরের অব্যবহারে, নিষিদ্ধ সুরান্তরের অব্যবহারে, গ প ধ নি, ধ নি সা এই দুই বিন্যাসের অব্যবহারে ও ইহার কোন কোন পদ ধ সুরের শেষ হওয়াতে প্রকাশ পায় যথাঃ—সা ঋ গ প ধ,

এক্ষণে ইহার অবশিষ্ট ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন চতুঃস্বারিকের স্থলে যে সকল উল্লম্ফন বিশিষ্ট চতুঃস্বারিক ব্যবহৃত হয় সেই গুলি পরে লিখিত হইতেছে।

অনুলোমের চতুঃস্বারিক।

সা ঋ গ ম'র স্থলে সা ঋ গ প' যথা:— | সা ঋ গ প | ধ নি ধ প ||

ঋ গ ম প'র স্থলে ঋ গ প ধ যথা:— | ঋ গ প ধ | প গ ঋ সা ||

কিন্তু গ ম প ধ'র স্থলে গ প ধ নি না হইয়া গ প ধ প নি, গ প ধ প ধ নি, গ প ধ প ধ সা,

গ প ধ সা, গ প ধ প সা হইয়া থাকে।

প ধ নি সা'র স্থলে প ধ সা নি সা, প ধ নি ধ সা, প নি ধ সা ইত্যাদি হয় কারণ বিভাসে ধ নি সা'র ব্যবহার নাই।

পূর্ব্বোক্ত কারণে ধ নি সা ঋ'র স্থলে ধ সা নি সা ঋ, ধ নি ধ সা ঋ ইত্যাদি হয়।

নি সা ঋ গ।—সা নি | সা ঋ | গ ধ | প ||

বিলোমের চতুঃস্বারিক।

সা নি ধ প। | সা নি ধ প | গ প | গ ঋ |

নি ধ প ম'র স্থলে নি ধ প গ।— | নি ধ | প গ | ঋ গ | ঋ সা ||

ধ প ম গ'র স্থলে ধ প গ ঋ | ধ প | গ ঋ | গ প | ধ সা |

প ম গ ঋ'র স্থলে প গ ঋ সা।— | সা ঋ | গ ধ | প গ | ঋ সা ||

ম গ ঋ সা'র স্থলে গ ঋ সা ন্।— | গ ঋ | সা ন্ | ধ্ ন্ | ধ্ প্ ||

ঋ সা ন্ ধ্।— | ঋ সা | ন ধ | প ন | ধ প ||

বিভাস ও ভূপালীতে প্রভেদ।

বিভাসে নি' ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ম ব্যবহৃত হয় না। ইহার পদ অনেক সময় ধ' সুরে শেষ হয় এবং ইহাতে প+ঋ, ঋ+প এই দুইটি সুরান্তর ব্যবহৃত হয় ন।

ভূপালীতে নি ও ম এই দুইটি সুরই ব্যবহৃত হয় না; কিন্তু প+ঋ ও ঋ+প এই দুইটি সুরান্তর ব্যবহৃত হয়। ইহার পদ কখন ধ সুরে শেষ হয় না।

দুইটী রাগে এইরূপ বিভিন্নতা থাকিলেও বিভাসের যে অংশে নি' নাই, ইহার পদ ধ সুরে শেষ হয় নাই অথবা ভূপালীতে ব্যবহার্য্য ঋ+প, প+ঋ, এই দুইটী সুরান্তরের কোনটীও নাই সেই অংশের বিন্যাস বিভাস অথবা ভূপালী তাহা ঠিক বুঝা যায় না। যথাঃ—সা ঋ গ প ধ প গ ঋ সা এইরূপ থাকিলে, বিভাস অথবা ভূপালীর বিন্যাস তাহা স্থির করা যায় না। কারণ ইহাতে ভূপালীর ব্যবহার্য্য সুরান্তর প+ঋ বা ঋ+প অথবা বিভাসের ব্যবহার্য্য নি' সুর নাই এবং ইহার পদও ধ' সুরে শেষ হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত স্বরবিন্যাসকে ভূপালীতে পরিণত করিতে হইলে ইহাতে প+ঋ বা ঋ+প ব্যবহার করিতে হয় এবং ইহার ধ সুরে কোন পদ শেষ করা উচিত নয় যথাঃ—

সা ঋ গ প ধ প+ঋ গ ঋ সা বা সা ঋ+প গ ঋ সা।

পুনশ্চ পূর্ব্বোক্ত বিন্যাসকে বিভাস করিতে হইলে, ইহাতে নি ব্যবহার করিতে হয় ও অনেক সময় ইহার পদ ধ' সুরে শেষ করিতে হয়। যথাঃ— সা ঋ গ প ধ, প নি ধ প গ ঋ সা,

বিভাসের কোন বিন্যাস যাহাতে ভূপালী বলিয়া ভ্রম না হয় তজ্জন্য যত শীঘ্র সম্ভব নি সুর ব্যবহার করা উচিত।

বিভাসে ব্যবহৃত কতিপয় বিন্যাস।

সা ঋ গ প ধ, সা ন ধ প ন ধ প, ধ প গ ঋ ন্ সা সা,

গ প ধ প ধ প নি ধ প গ প গ ঋ সা, সা ধ প ধ সা নি সা,

সা নি ধ ঋ সা নি সা ধ প গ ঋ সা, সা ধ প ধ সা নি সা,

সা নি ধ ঋ সা নি সা ধ প গ ঋ সা, গ ঋ সা ঋ নি ধ প, প ধ সা

প নি ধ প গ প গ ঋ সা, সা ঋ গ ধ প নি ধ প।

বিভাসের ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন বিন্যাস।

বিভাসে ম' সুর বিবাদী হওয়াতে কেবল প সুর হইতে গ সুর পর্য্যন্ত ও গ' সুর হইতে প সুর পর্য্যন্ত ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন ভাবে বিন্যাস প্রস্তুত হইতে পারে। যথা :—প ধ নি সা ঋ গ ও গ ঋ সা নি ধ প। কিন্তু অনুলোমে প ধ নি সা ঋ গ'র স্থলে প ধ নি ধ সা ঋ গ এইরূপ হইতে পারে।

কোন রাগের কোন স্থানে কোন সুর বিবাদী থাকিলে কেবল ঐরূপ স্থলে উহার উপযোগী চতুঃস্বারিক বিন্যাসের অনুযায়ী সুরগুলি বিন্যস্ত করিয়া অন্যান্য স্থলে ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন ভাবে সুরগুলি বিন্যস্ত করিতে হইবে এবং ঐরূপে কোন স্থানে ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন ভাবে স্বরগ্রাম গঠিত হইলে রাগ গঠনের পূর্ব্বোক্ত ২১টি সাধারণ নিয়ম অনুসারে উহার সংশোধন ও বিচিত্রতা সম্পাদন করিতে হইবে যথা :—বিভাসে ম বিবাদী হওয়াতে সা ঋ গ ম, ঋ গ ম প, নি ধ প ম, ধ প ম গ, প ম গ ঋ, ম গ ঋ সা এই ছয়টি ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন বিন্যাসে ম সুর থাকাতে উহাদের স্থলে যথাক্রমে সা ঋ গ প, ঋ গ প ধ, নি ধ প গ, ধ প গ ঋ, প গ ঋ সা, গ ঋ সা নি এই ছয়টি বিন্যাস ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু নি সা ঋ গ, প ঋ সা নি, ঋ সা নি ধ, সা নি ধ প, এই চারিটি বিন্যাসে ম' সুর না থাকাতে ইহারা ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন ভাবেই ব্যবহৃত হইবে। ইহাতে গ ম প ধ'র স্থলে গ প ধ নি এই বিন্যাস ব্যবহৃত হইবে না এবং প ধ নি সা ও ধ নি সা ঋ, এই দুইটি বিন্যাসে ম' সুর না থাকিলেও ইহারা বিভাসে ব্যবহৃত হইবে না। কারণ ইহাতে ধ নি সা' বিন্যাসের ব্যবহার নাই।

বিভাসে পদের শেষ সুর।

সা গ প ধ নি এই পাঁচটি সুর বিভাসে পদের শেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু ঋ বড় একটা ব্যবহৃত হয় না। এক্ষণে ঐ সকল সুর কিয়দ্দূরান্তরে যদৃচ্ছাক্রমে লিখিয়া রাগ গঠনের উদাহরণ লিখিত হইতেছে। এস্থলে প্রথমে বিন্যাসগুলি ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন ভাবে যত দূর সম্ভব সহজ

সহজ করিয়া লিখিত হইতেছে এবং ম' স্বর বিবাদী থাকার জন্য এবং নিষিদ্ধ বিন্যাস পরিহারের জন্য স্থানে স্থানে ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন বিন্যাসের যাহা কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে যথা :—

ধ, সা, প, গঁ, ধ, গ, নি, সা,

সা ঋ গ প ধ, প গ ঋ সা, সা ঋ গ প, প ধ সাঁ ঋঁ গঁ,

ঋঁ সাঁ নি ধ, ধ প গ, ঋ গ প ধ প নি, ধ প গ ঋ সা, |

এক্ষণে রাগ গঠনের পূর্ব্বোক্ত ২১টি নিয়ম অনুসারে এই স্বর-গ্রামের বিচিত্রতা করিয়া লিখিত হইতেছে। যথা :—

সা ঋ গ ঋ গ প ধ, প-ধ নি ধ গ প গ ঋ সা,

সা ঋ গ ধ প, প ধ নি ধ সাঁ ঋঁ গঁ, গঁ ঋঁ সাঁ ঋঁ সাঁ

নি সাঁ ধ, প নি ধ প গ প গ, ঋ গ ঋ গ প ধ প নি,

ধ প গ প গ ঋ সা,

শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে ইহাতে ভূপালীর ব্যবহার্য্য প+ঋ, ঋ+প এই দুই প্রকার স্বরান্তর ব্যবহৃত হয় নাই। অধিকন্তু বিভাসের লক্ষণ স্বরূপ ইহার পদ স্থানে স্থানে ধ' সুরে শেষ হইয়াছে। ইহাতে ধ নি সাঁ, প নি সাঁ, নি সাঁ প, গ প ধ নি এই সকল নিষিদ্ধ বিন্যাস নাই।

চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সাহায্যে পদ গঠন।

শিক্ষার্থিরা অতঃপর চতুস্বারিক বিন্যাস হইতে স্বর নির্ব্বাচন করিয়া পদ গঠনের চেষ্টা করিবেন।

বিভাসে ষড়্জ সংক্রমণ।

পূর্ব্বোক্ত ইমনের নিয়মে বিভাসে ও ষড়্জ সংক্রমিত হইতে পারে। ইহার উদাহরণ পরে লিখিত হইতেছে। এই উদাহরণে স্বাভাবিক গ্রাম হইতে, অন্যান্য গ্রামে সংক্রমণ কালে স্বাভাবিক গ্রামের কোন্ কোন্ স্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন গ্রামের কোন্ কোন্ স্বর হইয়াছে তাহা সহজে বুঝিবার জন্য নূতন গ্রামে

সংক্রমণ হেতু সা' গ্রামের পরিবর্ত্তিত স্বরগুলি উপরের পংক্তিতে ও উপরিস্থিত স্বরগুলি নূতন গ্রামের কোন্ কোন্ স্বরে পরিণত হইয়াছে তাহা নিম্নস্থিত পংক্তিতে দর্শিত হইতেছে।

সা গ্রামের স্বর।

সা'গ্রামে সা ঋ গ প ধ সা ধ প নি ধ প গ প গ ঋ সা, সা ঋ গ প ধ

সা গ্রামের স্বর প গ্রামে যাওয়াতে।

সা গ্রামে প গ ঋ ম গ ঋ নি ঋ নি ধ প, প ধ নি ঋ গ, ঋ গ প,

প গ্রামে সা ধ প নি ধ প গ প গ ঋ সা, সা ঋ গ প ধ, প ধ সা,

সা গ্রামে

সা গ্রামে প ধ প নি ধ প গ প গ ঋ সা,

সা গ্রামে প ধ প নি ধ প গ প গ ঋ সা,

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে ১ম বিন্যাস সা'গ্রামে আছে। পরে ১ম বিন্যাসের প' স্বরকে ও মকে যথাক্রমে ২য় বিন্যাসের সা ও নি রূপে গ্রহণ করিয়া ২য় বিন্যাস প'গ্রামে সংক্রমিত হইয়াছে। তৎপরে ২য় বিন্যাসের সাকে প'রূপে গ্রহণ করিয়া ৩য় বিন্যাস পুনরায় সা' গ্রামে সংক্রমিত হইয়াছে।

বিভাস (আলাপ)

সা ঋ গ প ধ, প ধ সা, প ধ নি ধ প গ প গ ঋ সা,

সা ঋ গ ঋ সা ঋ সা নি ধ প নি ধ প, সা ঋ গ ঋ গ ধ প,

গ প গ ঋ গ ঋ সা, সা ঋ গ ঋ গ ধ প নি ধ প,

ধ প ধ গ প গ ঋ গ ঋ সা নি নি সা ঋ ' সা ‖ অন্তরা | সা

ঋ গ ধ প, গ প ধ সাঁ, সাঁ নি ঋ সাঁ নি ধ প নি ধ প,

প গ প গ ধ প গ, প গ প ধ নি ঋ সাঁ, সাঁ ঋ সাঁ ঋ গ

ঋ সাঁ ধ, সাঁ ধ সাঁ প নি ধ গ ধ প গ ঋ সাঁ, সা সা

ঋ ' সাঁ,

বিভাস—কাওয়ালী।

০ | সা ঋ গ ধ | ১ নি ধ প ধ প গ | + ঋঁ গঁ ঋঁ গ প | ৩ গ ঋ গ |

০ | সা ঋ গঁ ঋ সা | ১ পঁ ধঁ নিঁ ধ প | + গ ঋ গঁ ধঁ পঁ | ৩ গ ঋ সা ‖

অন্তরা ‖ ০ সাঁ ঋঁ গঁ সা গ | ১ ঋ গ পঁ গ প | + পঁ ধঁ সাঁ প নি |

৩ | ধ প | ০ গ গঁ ঋ ঋঁ | ১ সা সাঁ নি ধ | + পঁ ধঁ নিঁ ধ প | ০ গ ঋ সা |

১ম উপজ।

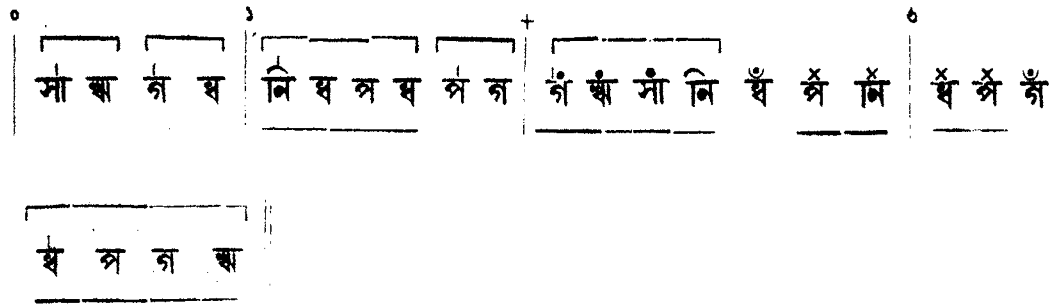

২য় উপজ।

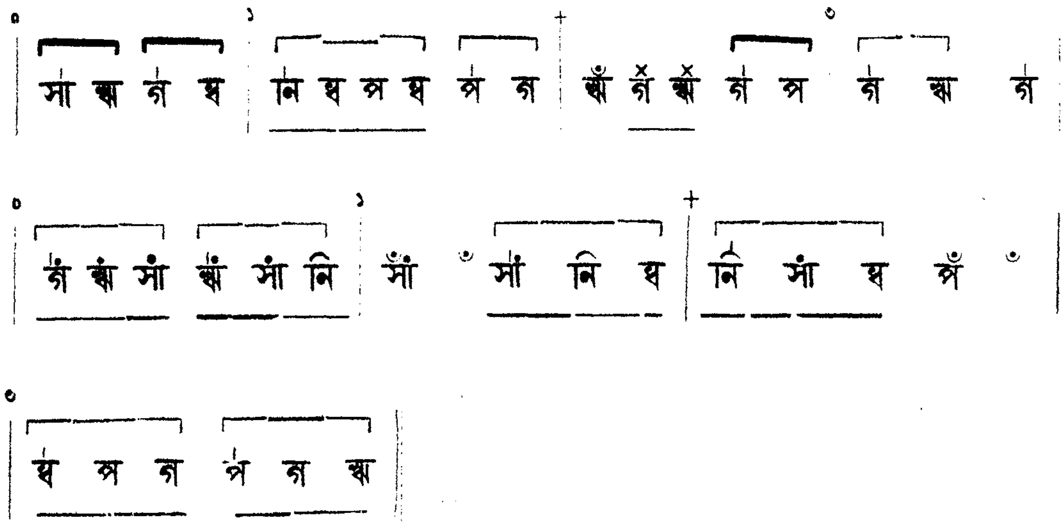

বিভাস—ঝাঁপতাল।

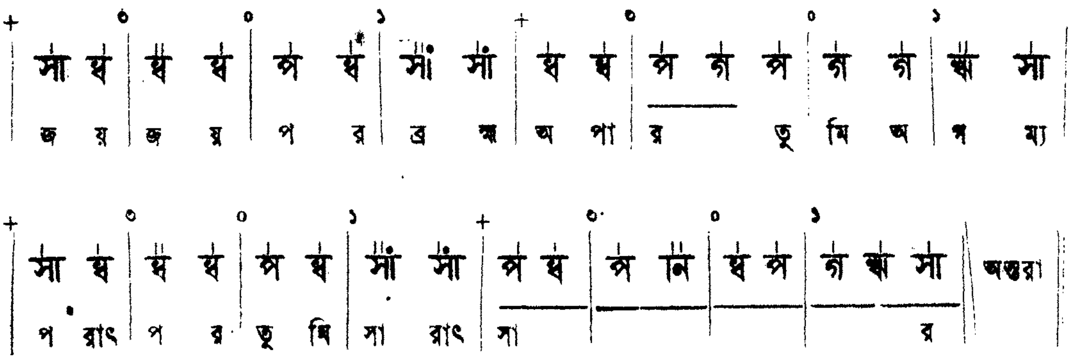

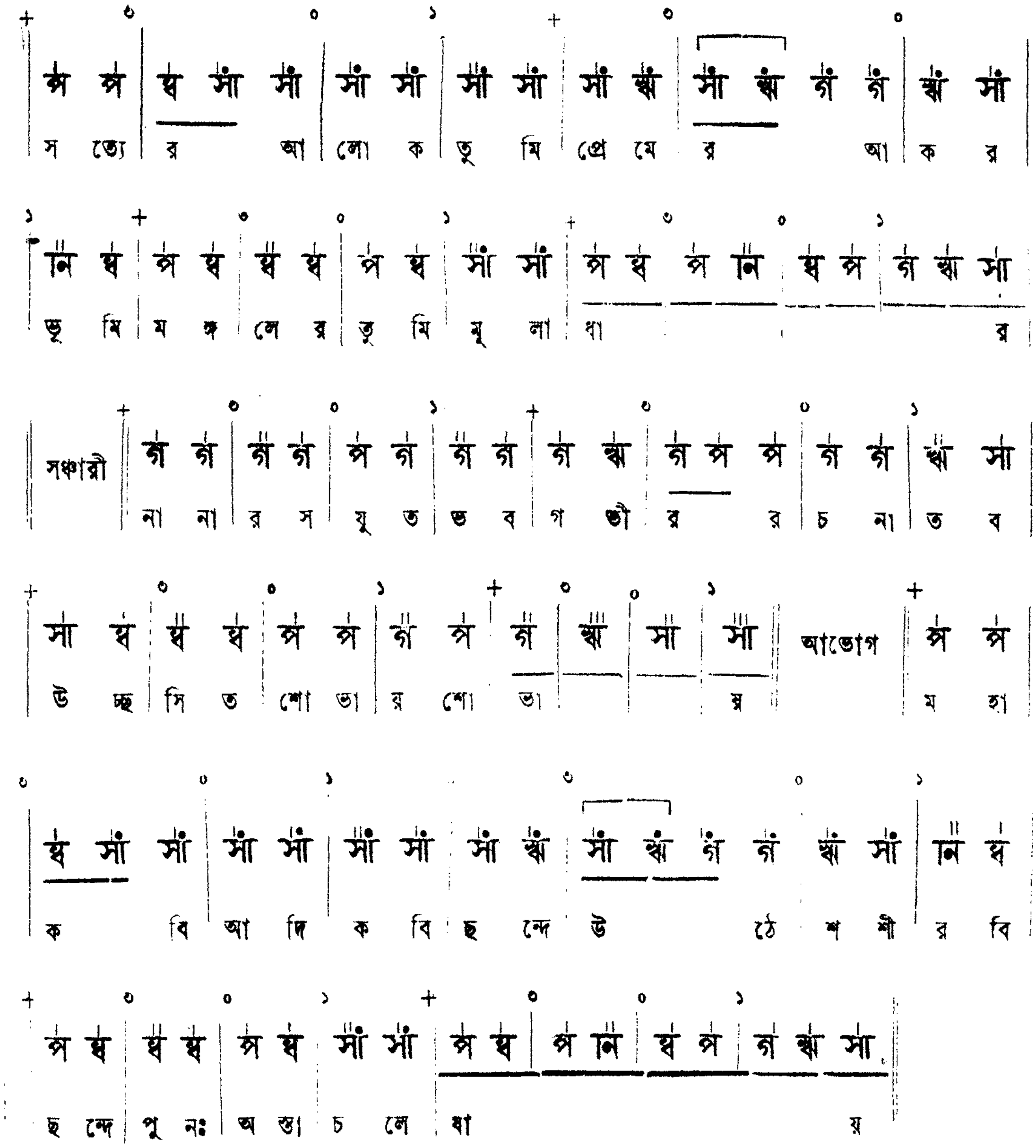

বিভাস—একতালা।

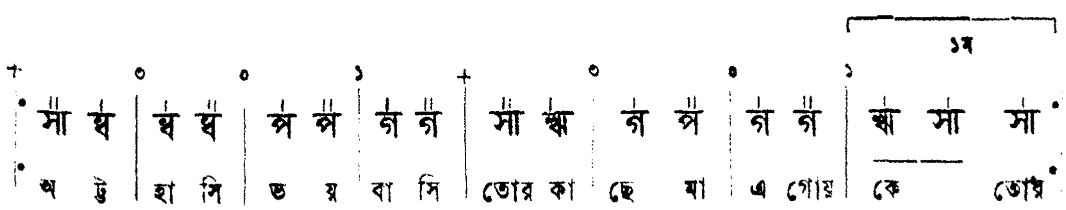

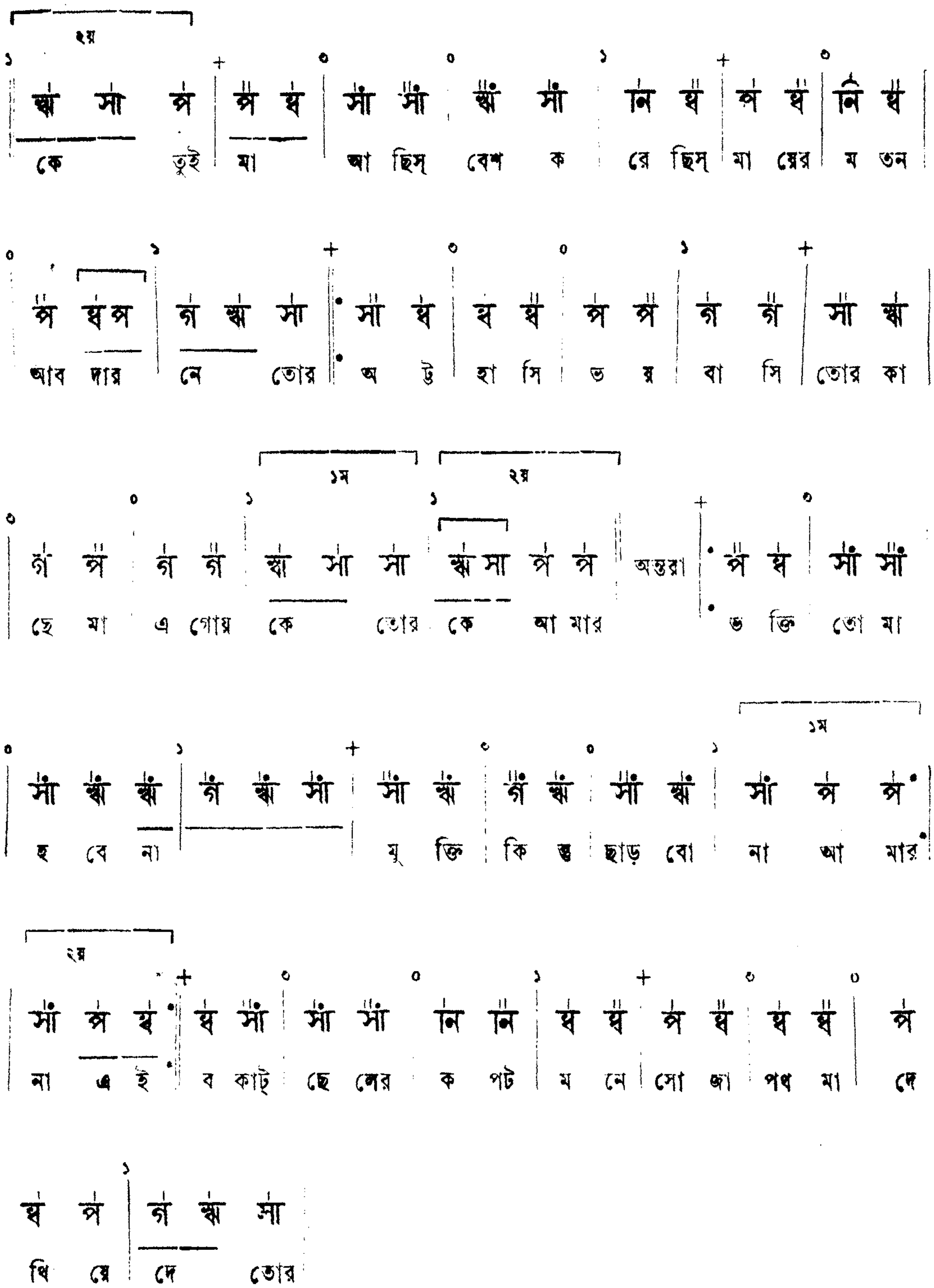
২য়
কে তুই মা আছিস্ বেশ ক রে ছিস্ মা য়ের ম তন
আব দার নে তোর অ ট্ট হা সি ভ য় বা সি তোর কা
১ম ২য়
ছে মা এ গোয় কে তোর কে আ মার
অন্তরা
ভ ক্তি তো মা
১ম
হ বে না মু ক্তি কি ন্তু ছাড় বো না আ মার
২য়
না এ ই ব কাট্ ছে লের ক পট ম নে সো জা পথ মা দে
খি য়ে দে তোর

হিন্দোল।

হিন্দোল ওড়ব জাতীয় রাগ। ইহার ঠাট সা গ ম ধ নি। ইহার বিন্যাসের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই; অর্থাৎ ইহাতে যে কোন স্বরান্তর ও যে কোন বিন্যাস ব্যবহৃত হইতে পারে। তবে ইহাতে ব্যবহৃত স্বরগুলি যত স্বল্পান্তর বিশিষ্ট হয় ততই উত্তম। কেহ কেহ এই রাগে ধ নি সার স্থলে ধ সা ব্যবহার করিয়া থাকেন যথা :—সা নি ধ ম ধ সা গ

হিন্দোলের স্বরান্তর।

হিন্দোলে নিম্নলিখিত স্বরান্তরগুলি সচরাচর ব্যবহৃত হয় যথা :—

দ্বিতীয়ান্তর।		তৃতীয়ান্তর।		চতুর্থান্তর।	
অনুলোম।	বিলোম।	অনুলোম।	বিলোম।	অনুলোম।	বিলোম।
গ+ম	সা+নি	সা+গ	সা+ধ	সা+ম	ধ+গ
ধ+নি	নি+ধ	ম+ধ	ধ+ম	গ+ধ	ম+সা
নি+সা	ম+গ	ধ+সা	গ+সা	ম+নি	গ+নি
				নি+গ	নি+ম

পঞ্চমান্তর।		ষষ্ঠান্তর।	
অনুলোম।	বিলোম।	অনুলোম।	বিলোম।
গ+নি	সা+ম	সা+ধ	সা+গ
ম+সা	নি+গ	গ+সা	ধ+সা
ধ+গ	ম+নি	ধ+ম	ম+ধ
নি+ম	গ+ধ		

চতুঃস্বারিক বিন্যাস।

ইহার চতুঃস্বারিক বিন্যাসের মধ্যে সা গ ম ধ, গ ম ধ নি, ম ধ নি সা, ধ নি সা গ, নি সা গ ম এই পাঁচটি ও ইহাদের প্রত্যেকের ২৪টি বিভিন্ন বিন্যাস ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে যে বিন্যাসে সা+ম বা ম+সা এই দুইটি স্বরান্তরের কোনটি পাওয়া যায় সেই বিন্যাস অতি অল্প স্থলেই অপরিবর্ত্তিত ভাবে ব্যবহৃত হয় এবং ৪র্থ ও ৫মোত্তর বিশিষ্ট বিন্যাসগুলিও পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয়।

হিন্দোলে ব্যবহৃত কতিপয় বিন্যাস।

ম নি ধ ম গ, ম ধ ম গ সা, সা নি ধ ম ধ সা,

সা নি সা গ ম গ ম ধ, গ ম ধ নি ধ ম গ, ম ধ

সা ধ ম গ, গ ম নি ধ ম ধ ম গ, নি ধ ম ধ নি ম গ,

গ নি ধ ম গ সা,

হিন্দোলে পদের শেষ স্বর।

ইহার পদের শেষে সা গ ধ নি এই চারিটি স্বর ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে এই কয়টি স্বর যদৃচ্ছাক্রমে কিয়দ্দূরান্তরে লিখিয়া ইহাদের পূর্ব্বের পদগুলি প্রথমে যতদূর সম্ভব ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন ভাবে পূরণ করিয়া লিখিত হইতেছে। তবে যে যে স্থলে ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন গতি অসম্ভব কেবল সেই সেই স্থলে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া বিন্যাসগুলি লিখিত হইয়াছে।

ধ, সা, নি গ সা সা

এক্ষণে এই স্বরগুলির পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলি কেবলমাত্র যতদূর সম্ভব ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন ভাবে পূরণ করা যাইতেছে। যথা :—

ধ নি সা গ ম ধ, নি ধ ম গ সা, সা গ ম ধ নি,

নি ধ ম গ, গ ম ধ সা, সা ধ ম গ সা,

অতঃপর এই স্বরগ্রামে রাগ গঠনের পূর্ব্বোক্ত ২১টী সাধারণ নিয়ম অনুসারে বিচিত্রতা করিয়া লিখিত হইতেছে যথা ঃ—

ধ নি ধ ম ধ সা নি ধ সা নি সা গ সা গ ম ধ,

নি ধ ম গ ম গ ধ ম গ ম গ সা, সা গ ম ধ ম গ ম ধ নি,

ধ ম ধ ম গ, গ ম গ ম ধ ম গ ম ধ নি ধ ম ধ সা,

সা ধ নি ধ ম গ ম ধ ম গ ম গ সা,

এক্ষণে পদগুলির গঠনে চতুঃস্বারিক বিন্যাস হইতে সাহায্য লইবার জন্য হিন্দোলে ব্যবহার্য্য সমস্ত চতুঃস্বারিক বিন্যাস লিখিয়া শিক্ষার্থিরা ঐ সকল বিন্যাস হইতে পদ গঠনের উপযোগী বিন্যাস নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন।

হিন্দোল—আলাপ।

সা নি সা নি ধ ম ধ সা নি সা, সা নি ধ সা নি সা গ,

সা গ ম ধ ম গ ম গ সা, সা নি সা গ ম গ ম ধ নি ধ

ম ধ, ধ নি ধ ম ধ ম গ ম গ সা, সা সা নি ধ সা নি

সা ‖ অন্তরা | ধ ম ধ গ ম ধ ম ধ সা, সা নি ধ ম ধ নি

ম ধ গ ম গ, গ সা নি ধ ম ধ গ ম ধ, গ ম গ নি ধ

ম গ, ধ গ ম গ ম গ সা, সা সা নি ধ সা নি সা ‖

হিন্দোল—কাওয়ালী।

| নি সা গ ম ধ | গ ম গ | সা নি ধ ম গ | ম গ সা |

| সা ধ নি ম | ধ নি ধ | ধ ম ধ গ | সা গ সা ‖ অন্তরা ‖

| সা নি গ ম গ | ম ধ সা | সা গ সা নি ধ | ম ধ ধ | গ গ

নি সা | ধ ম ধ | নি ম ধ গ | ম গ সা ‖

১ম উপজ

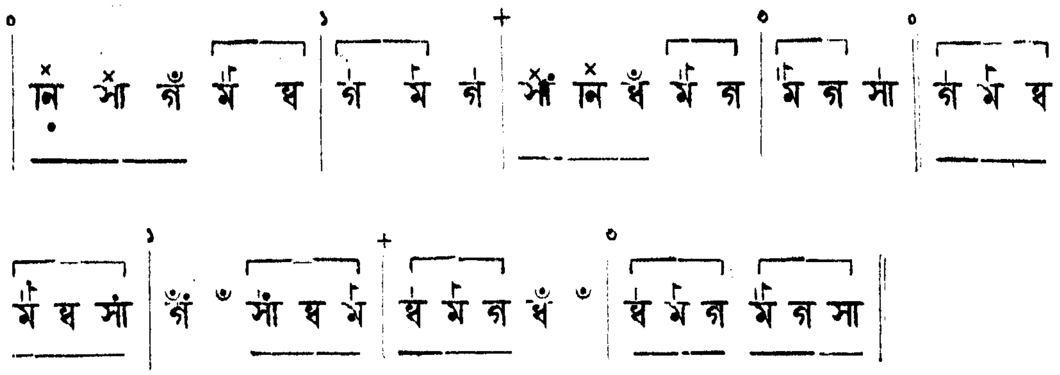

২য় উপজ

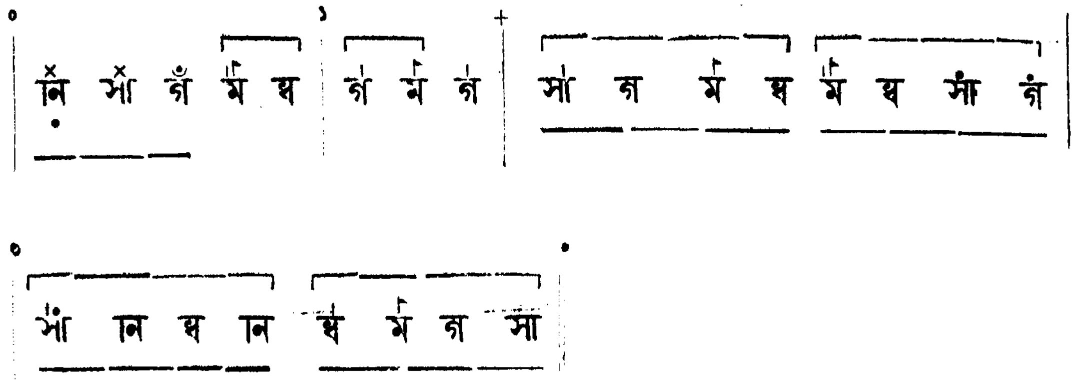

হিন্দোল—কাওয়ালী।

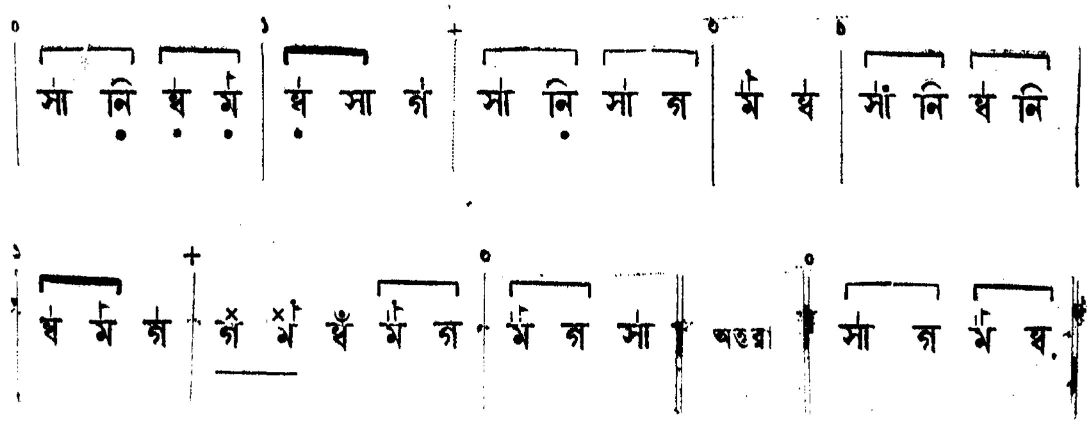

| ১ র্সা ধ র্সা | + র্সা নি ধ ম | ০ ধ ম গ | ০ র্গ র্সা ধ র্সা | ১ ম ধ গ |

| + ধ ম গ ম | ০ গ সা ||

উপজ।

| ০ সা নি ধ ম | ১ ধ সা গ | + ম ধ র্সা র্গ র্সা ধ | ০ র্সা ধ ম ধ ম গ

হিন্দোল—কাওয়ালী।

| ০ র্সা নি র্সা | ১ সা গ গ | + গ ম ধ ম | ০ গ গ গ | ০ ম ধ ধ
| ম রা ল | গ ঞ্জি নী | নি বী ড় নি | ত ম্বি নী | র ঙ্গি নী

| ১ ধ নি ধ | + ম গ ম গ | ০ সা | ০ সা সা নি নি | ১ সা ধ ধ | + ম ধ
| স ঙ্গি নী | সা গ র পা | রে | ঝ ন র ণ | নূ পু র | হি য়া

সা গ | ০ গ গ গ গ | ০ গ ম ধ নি | ১ ধ ম গ গ | + গ ম গ গ |
বা জে | হু রু হু রু | বি কা শে বা | লু কা বে লা | যো গি নী হা |

৩		১	+	৩	০
র্সা ‖ অন্তরা ‖	ধ় ম র্গ ধ	ধ ম গ	র্গ ম ধ র্ন	ধ	ধ র্সা
রে ‖	ধী র	চ ঞ্চ ল	চ র ণ চ	লে	শু রু

	১	+	৩	০
ধ ধ	ধ নি ধ ম	র্গ ম ধ ম	র্গ সা নি়	সা গ র্গ গ
উ রু	প রে বে নী	প ড়ি ছে চ	লে যে ন	ক হি ছে ছ

১	+	৩	০	১
ম র্গ সা	নি় সা র্গ ম	ধ	র্সা র্সা র্সা র্গ	র্সা ধ র্ন ধ
লে বে নী	ছু লি য়ে ব	লে	ধ রা মা ঝে	ব ল না রি

+	০
ধ ম ধ ম	র্গ
বাঁ ধি তে কা	রে

হিন্দোলে ষড়্‌জ সংক্রমণ।

ইহার পাঁচ সুর উচ্চের গ্রামে যাওয়া যায় না। কারণ এই গ্রামে যাইতে হইলে প সুরের পর ঐ গ্রামের নি অর্থাৎ পুরাতন গ্রামের কড়ি ম' ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু হিন্দোলে প' সুরের ব্যবহার না থাকাতে পুরাতন অর্থাৎ সা' গ্রামের ধ ও নি'কে নূতন গ্রামের গ ও ম রূপে ব্যবহার করিয়া পুরাতন গ্রামের চারি সুর উচ্চের অর্থাৎ উহার ম গ্রামে যাওয়া যায় এবং তৎপরে ঐ নূতন অর্থাৎ ম গ্রামের গ ও ম'কে পুরাতন অর্থাৎ সা গ্রামের ধ ও নি রূপে ব্যবহার করিয়া পুরাতন অর্থাৎ সা গ্রামে ফিরিয়া আসা যায় যথা :—

সা গ্রামে।—সা নি় সা গ ম গ ম ধ ম ধ নি ধ, ধ নি ধ নি ধ নি ধ ম,

ম গ্রামে গ ম ধ ম গ ম গ সা,

সা গ্রামে ম গ ঋ নি ঋ ম ধ সা গ্রামে ধ নি ধ ম ধ নি ধ ম গ ম গ সা,

ম গ্রামে সা নি ধ ম ধ সা গ সা গ্রামে ধ নি ধ ম ধ নি ধ ম গ ম গ সা

কেদারা।

কেদারা সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। ইহার ঠাট সা ঋ গ ম ম প ধ নি।

কেদারায় প্রকৃত ম'র ব্যবহার।

কেদারায় এইরূপ স্থলে প্রকৃত ম' ব্যবহৃত হয় যথা :—সা ম, ম গ ম, প ম গ, গ ম নি, গ ম ঋ, গ ম গ, গ ম সা, সা নি ম, ধ ম গ, সা ম গ, সা ম ঋ, গ ম ধ,।

কেদারায় কড়ি ম'র ব্যবহার।

ইহাতে এই সকল স্থলে কড়ি ম' ব্যবহৃত হয় যথা :—প ম প, প ম ধ, নি ম ধ, নি ম প, ধ ম প, ধ ম ধ, প ম ম, ম ধ প, ম প নি।

ইহাতে কখন কখন প্রকৃত ম সুরের পর কড়ি ম ব্যবহৃত হইয়া প' সুরে গমন করে যথা :—সা নি সা ম, ম গ ম ম প, ধ প ম গ ম ঋ সা এবং প' সুরের পরে কড়ি ম' ব্যবহৃত হইয়া প্রকৃত ম' সুরে গমন করে যথা :—সা নি সা ধ প ধ প ম ম গ প ম ধ প ম ঋ সা। কেদারায় মীড় বা আশ যোগে অনেক সময় ম' সুরের পূর্ব্বে স্বল্পকাল স্থায়ী হইয়া গ' ব্যবহৃত হয় যথা :—সা নি সা ম'র স্থলে সা নি সা গ ম, হইয়া থাকে।

কেদারায় নিষিদ্ধ সুরান্তর।

ইহাতে সা+গ, (১) সা+ম, ঋ+গ, ঋ+ম, ঋ+ম, ঋ+প, ঋ+ধ, গ+ঋ, গ+সা, গ+নি, ম+ঋ, ম+সা, ম+গ, ম+সা, ধ+গ, নি+ম, এই সকল সুরান্তর ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু প+ঋ, ধ+ঋ, নি+গ,

(১) সা+গ এই সুরান্তরের গ' সুর অল্পকাল স্থায়ী হইয়া ম সুরে যাইতে পারে যথা :—সা গ ম. ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

ঐ তিনটি কেবল বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং কখন কখন গ+ম এই সুরান্তর ব্যবহৃত হয়
যথা :—সা ম গ+ম প ধ প ম |

সুরান্তর।

অতঃপর কেদারার ব্যবহার্য্য সুরান্তরগুলির দ্বারা বিন্যাস গঠিত করিয়া উদাহরণ লিখিত হইতেছে।

কেদারার সুরান্তর।

দ্বিতীয়ান্তর।

অনুলোম।

সা+ঋ।—| সা+ঋ | সা ম | গ প | ম প |

ঋ+গ।—ব্যবহার নাই।

গ+ম।—| সা ম | গ+ম | প ম | ধ প |

গ+ম।—| স্বল্প ব্যবহৃত | ম গ+ | ম প | ধ প | সা ||

ম+প।—| সা নি | স ম+ | প ম | ধ প |

সচরাচর প্রকৃত ম সুরের পরে প' ব্যবহৃত না হইয়া প্রথমে গ' তৎপরে প ব্যবহৃত হয় যথা :—সা ম প'র স্থলে সা ম গ প হয়।

ম+প।—গ প | ম+প | ম গ ম | ঋ সা ||

প+ধ।—| প ম প | +ধ প | ম গ ম | ঋ সা ||

ধ+নি।—| ধ+নি ধ | প ম প | ম গ ম | ঋ সা |

নি+সা।—| সা নি+ | সা ধ | প ম | প

বিলোম।

সা+নি।—| সা+নি | ধ নি ধ | প ম ধ | প |

নি+ধ।—| সা নি+ধ | প ম প | ম গ ম | ঋ সা ||

ধ+প।—| প ম ধ+ | প ম প | ধ সা | নি | ঋ সা ||

প+ম।—| প+ম ধ | প ম প | গ ম ঋ | সা ||

প+ম।—| গ প ম | ধ প+ | ম গ ম | ঋ সা ||

ম+গ।—| ব্যবহার নাই।

ম+গ :—ম+গ ম | প ম প | ম গ ম | ঋ সা ||

গ+ঋ।—ব্যবহার নাই।

ঋ+সা।—প ম ধ | প ম প | ম গ ম | ঋ+সা ||

তৃতীয়ান্তর।

অনুলোম।

সা+গ—ব্যবহার নাই।

ঋ+ম— ঐ

ঋ+ম— ঐ

গ+প —গ+প | ম ধ | প ম | প ||

ম+ধ।—ম গ ম+ | ধ প ম প | ম গ ম | ঋ সা |

ম+ধ।— | প ম+ধ | প ম প | ম গ ম | ঋ সা ||

প+নি।— | গ প | ম ধ | প+নি | ধ প ||

ধ+র্সা।— | র্সা নি | ধ+র্সা | নি ধ | প ||

নি+ঋ।— | ধ র্সা নি+ | ঋ র্সা | নি র্সা | ধ প ||

বিলোম।

র্সা+ধ।— | র্সা নি র্সা+ | ধ নি প | ম গ ম | ঋ সা ||

নি+প।— | ম ধ নি+ | প ম প | ম গ ম | ঋ সা ||

ধ+ম।— | ধ নি ধ+ | ম ধ প | ম গ ম | ঋ সা ||

ধ+ম।—অল্প ব্যবহৃত | ম গ ম | ধ+ম গ | প ম | প |

প+গ।—প ম | ধ প+ | গ ম | ঋ সা ||

ম+ঋ ব্যবহার নাই

ম+ঋ।—প ম | ধ প | ম গ ম+ | ঋ সা ||

গ+সা ব্যবহার নাই

ঋ+নি।— | প ম ধ | প ম গ ম | ঋ+নি | ঋ | সা ||

চতুর্থান্তর (১)।

অনুলোম।

সা+ম।—সা নি সা+ | ম | গ প ম | ধ প ||

সা+ম।—ব্যবহার নাই

ঋ+প।— ঐ

গ+ধ।—| ম গ+ধ | প ম প | ম গ ম | ঋ সা ||

ম+নি।—| ম গ ম+ | নি ধ | প ম | প ||

ম+নি।—| গ প ম+ | নি ধ প | ম গ ম | ঋ সা ||

প+সা।—| প ধ | প+সা | ধ প | ম প ||

ধ+ঋ।—সা ধ+ | ঋ সা | নি ধ | প ম প ||

নি+গ।—ব্যবহার নাই; কখন কখন বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হয় যথা:—ম গ ম | ঋ সা | নি+ | গ প ম |

ধ প ||

বিলোম।

সা+প।—| প ম ধ প | সা+ | প ম ধ প | ম ||

নি+ম।—| ধ নি+ম | ধ প | ম গ ম | ঋ সা ||

নি+ম।—স্বল্প ব্যবহৃত ধ সা নি+ | ম গ প | ম গ ম |

ঋ সা ||

ধ+গ।—| ম গ ম | প ম ধ+ | গ ম ঋ | সা ||

প+ঋ।—ব্যবহার নাই। কখন কখন বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হয়। | প ম ধ | প ম প,+ | ঋ সা | নি সা |

ধ প ||

ম+সা। ব্যবহার নাই।

ম+সা। স্বল্প ব্যবহৃত। ম গ | ম+সা | ঋ সা | নি সা ||

গ+নি। প গ+নি | ঋ সা | ম গ | প ম প ||

ঋ+ধ।—সা নি ঋ+ | ধ সা ধ | প ম ধ | প ||

ইহাতে চতুর্থ অপেক্ষা বৃহদন্তরের স্বরগুলি প্রায়ই বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হয় এবং এইরূপে ইহারা অল্পই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

---

(১) কেদারার ৪র্থ বা অপেক্ষাকৃত বৃহদন্তরের মধ্যে একাধিক সুর বাদ পড়িলে ঐ সমস্ত সুরগুলি সুরান্তরের ১ম সুরের পূর্ব্বে বা ২য় সুরের পরে কোন কোন স্থলে ব্যবহার না করিলেও শ্রুতিকটু হয় না।

পঞ্চমান্তর।

অনুলোম।

সা+প। সা নি সা+ | প ম্ম প | ম গ ম | ঋ সা ||

ঋ+ধ। ব্যবহার নাই।

গ+নি।— ঐ

ম+সা।—সা নি সা | ম+ | সা ধ নি | প |

ম্ম+সা।—ব্যবহার নাই।

প+ঋ।—বিভিন্ন পদে যথা :— | সা ঋ সা | নি সা ধ প |
+ ঋ সা নি | সা ||

ধ+গ।—ব্যবহার নাই।

নি+ম।— | সা ঋ সা নি+ | ম | গ প ম্ম | প |

নি+ম্ম।— | ম গ ম | ঋ সা নি+ | ম্ম ধ প | ম ঋ সা |

বিভিন্ন পদে।

বিলোম।

সা+ম্ম।—বিভিন্ন পদে যথা :— | প ম্ম প | ধ নি সা+
ম্ম ধ প | ম ঋ সা ||

সা+ম।—সা নি সা+ | ম গ প | ম গ ম | ঋ সা |

নি+গ :—বিভিন্ন পদে যথা :— | সা নি ধ | প ধ নি |
+ গ প | ম্ম ধ প ||

ধ+ঋ।—ব্যবহার নাই।

প+সা।— | ম গ প+ | সা ম | প ম্ম ধ | প ||

ম্ম+নি।—ব্যবহার নাই।

ম+নি।—স্বল্প ব্যবহৃত | ম গ ম+ | নি ঋ সা | ম গ
ম প ||

গ+ধ।—ব্যবহার নাই।

ঋ+প।— ঐ

এক্ষণে কেদারার চতুঃস্বারিক বিন্যাসগুলির বিষয় লিখিত হইতেছে এবং ঐ সকল বিন্যাস হইতে কেদারার বিন্যাস গঠনের প্রণালী লিখিত হইতেছে। যথা :—

নি সা ঋ গ এই চারিটি সুরের সকল প্রকার বিন্যাসের মধ্যে কেবল মাত্র সা ঋ নি গ, ঋ সা নি গ, গ নি সা ঋ,

ও গ নি ঋ সা এই চারিটি বিন্যাস ব্যতীত অন্যান্য বিন্যাসে কেদারায় নিষিদ্ধ ঋ+গ, গ+সা, গ+ঋ, সা+গ এই সকল স্বরান্তরের কোন না কোনটি পাওয়া যায়। এজন্য নি সা ঋ গ এই চারিটি স্বরের ২৪টি বিন্যাসের মধ্যে উক্ত চারিটি বিন্যাস ব্যতীত অন্য কোন বিন্যাস অপরিবর্ত্তিত ভাবে ব্যবহৃত হয় না এবং ঐ চারিটি ও অতি অল্প স্থলেই ব্যবহৃত হয়। যথা ঃ—সা ঋ নি গ প ম প, ঋ সা নি গ প ম প, প ম প গ নি ঋ সা ম,

এইরূপে অবশিষ্ট সা ঋ গ ম, ঋ গ ম প, গ ম প ধ, ম প ধ নি, প ধ নি সাঁ, ধ নি সাঁ ঋঁ এই ছয়টি চতুঃস্বারিকের বিবিধ বিন্যাসের মধ্যে যে গুলিতে নিষিদ্ধ স্বরান্তর বা স্বরের অধিক উল্লম্ফন থাকিবে সেইগুলি অপরিবর্ত্তিত ভাবে ব্যবহৃত হইবে না।

চতুঃস্বারিক বিন্যাসে স্বরের পুনরাবৃত্তি।

শিক্ষার্থিরা স্মরণ রাখিবেন যে কোন চতুঃস্বারিক বিন্যাসের মধ্যে উহার একটি বা একাধিক স্বরের পুনরাবৃত্তি হইতে পারে যথা ঃ—গ নি ঋ সা'র মধ্যে স্বেচ্ছাক্রমে সা ও নি দুইবার আবৃত্তি হইতে পারে যথা ঃ—গ নি সা ঋ সা নি ঐরূপ গ ধ ম প'র মধ্যস্থিত প স্বরের তিনবার আবৃত্তি হইতে পারে যথা ঃ— গ প ধ প ম প। এইরূপ পুনরাবৃত্তির দ্বারা বিন্যাসগুলির মধ্যে স্বরের উল্লম্ফন বা নিষিদ্ধ স্বরান্তর নিবারণ করা যাইতে পারে ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

কেদারার রূপ।

কেদারার রূপ এই কয়প্রকারে প্রকাশ পায় যথা ঃ—(১) সা ঋ গ ম এই চারিটি স্বরের বিন্যাসে সা+গ, গ+সা, গ+ঋ, ঋ+গ, ঋ+ম, এই সকল স্বরান্তর ব্যবহৃত না হওয়াতে, ঋ গ ম প বিন্যাসে ঋ+ম, ঋ+প, ঋ+গ, গ+ঋ এই সকল স্বরান্তর ব্যবহৃত না হওয়াতে ও নি সা ঋ গ'র বিন্যাসে ঋ+গ, গ+সা, গ+ঋ, সা+গ এই সকল স্বরান্তর ব্যবহৃত না হওয়াতে, (২) পূর্ব্বোক্ত নিয়মে স্থান বিশেষে প্রকৃত ও কড়ি ম'র ব্যবহারে, (৩) ধ নি সাঁ ও সাঁ নি ধর স্থলে যথাক্রমে ধ সাঁ ও সাঁ ধ'র ব্যবহারে।

কেদারার চতুঃস্বারিক গ্রাম (১)।

কেদারার সুরগুলি সা ঋ গ ম ও প ধ নি র্সা এই দুইটি চতুঃস্বারিক গ্রামে বিভক্ত হইয়া থাকে।

প্রথম চতুঃস্বারিক গ্রাম।

কেদারার ১ম চতুঃস্বারিক বিন্যাস ও ১ম চতুঃস্বারিক গ্রাম একার্থ বোধক। (২) সুতরাং ইহাদের বিন্যাস একই নিয়মে গঠিত হয়; তবে ১ম চতুঃস্বারিক গ্রামের বিন্যাস গঠনে অনেক সময় উহার সহিত ২য় গ্রামের নি সুর ব্যবহৃত হয়:—সা ন়ি সা ম।

১ম চতুঃস্বারিক গ্রামের কতিপয় বিন্যাস।

সা ম, সা ন়ি সা ম, সা ম গ ম, সা ন়ি ঋ সা ম,

সা ন়ি সা ম গ ম।

সা ন়ি ঋ সা ম গ ম, ম ঋ সা, ম গ ম ঋ সা, গ ম

ঋ সা, ম গ ম ন়ি সা, ম গ ম ঋ ন়ি সা, গ ম ঋ সা ন়ি সা

২য় চতুঃস্বারিক গ্রাম।

কেদারার ৩য় চতুঃস্বারিক বিন্যাস প ধ নি র্সা ও দ্বিতীয় চতুঃস্বারিক গ্রাম প ধ নি র্সা একার্থ বোধক। সুতরাং তাহাদের বিন্যাস ও একই নিয়মে গঠিত হয়। তবে ২য় চতুঃস্বারিক গ্রামের বিন্যাস

---

(১) চতুঃস্বারিক বিন্যাস ও চতুঃস্বারিক গ্রামের বিভিন্নতার বিষয় ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

(২) এস্থলে একার্থ বোধক বলিবার অর্থ এই যে যেমন ইমনে সা ঋ গ ম ১ম চতুঃস্বারিক বিন্যাস; কিন্তু ঐ চারিটি সুর ঐ রাগের ১ম চতুঃস্বারিক গ্রাম না হইয়া ইহার ১ম চতুঃস্বারিক গ্রাম ন়ি সা ঋ গ হইয়া থাকে; কিন্তু কেদারার যে চারিটি সুর লইয়া চতুঃস্বারিক বিন্যাস হয়, সেই চারিটি সুর লইয়াই চতুঃস্বারিক গ্রাম হয়।

গঠনে অনেক সময় উহার সহিত ১ম গ্রামের ম ব্যবহৃত হয় যথাঃ—প ম প সা, প ম ধ প সা, প ম প ধ সা, নি ধ নি ম প, সা ধ নি ম ধ প, সা নি সা ধ ম প, ধ সা ধ ম ধ প, ম ধ নি সা ধ প, প ম ধ সা ধ প ইত্যাদি।

১ম গ্রামের অনুকরণে ২য় গ্রামের বিন্যাস।

ইহাতে ১ম গ্রামের সকল প্রকার বিন্যাসের অনুকরণে ২য় গ্রামের বিন্যাস প্রস্তুত হইতে পারে যথাঃ—

প্রথম গ্রামের।—সা ম, সা নি সা ম, সা নি ঋ সা ম, ম ঋ সা, ম গ ম ঋ সা,

দ্বিতীয় গ্রামের।—প সা, প ম প সা, প ম ধ প সা, সা ধ প, সা নি সা ধ প,

২য় গ্রামের অনুকরণে ১ম গ্রামের বিন্যাস।

ইহাতে ২য় গ্রামের অধিকাংশ বিন্যাসের অনুকরণে ১ম গ্রামের বিন্যাস প্রস্তুত হইতে পারে না যথাঃ—প ম ধ নি, ম প ধ সা, সা নি ধ প'র অনুকরণে যথাক্রমে সা নি ঋ গ, নি সা ঋ ম, ম গ ঋ সা ব্যবহৃত হয় না। তবে ১ম ও ২য় গ্রামের মিশ্রিত সুরে গঠিত অতি অল্প সংখ্যক ২য় গ্রামের বিন্যাসের অনুকরণে ১ম গ্রামের বিন্যাস গঠিত হইতে পারে যথাঃ—গ প ম ধ প'র অনুকরণে ধ সা নি ঋ সা হইতে পারে। ২য় গ্রামের পূর্ব্বোক্ত বিন্যাস গুলিতে দেখা যায় যে, এই প্রকার বিন্যাসের অনেকগুলি ইমন বা কল্যাণের ন্যায়।

কেদারার ২য় চতুঃস্বারিক গ্রামে ইমনের বিন্যাস।

প ম প ধ নি, ধ প ম প, প ধ নি ম ধ প, প ম ধ নি ধ প, গ প ম ধ প, সা নি ধ প ম প, প ম ধ সা, সা নি ধ ম ধ প, ধ নি ম প, ধ সা নি ঋ সা ইত্যাদি।

কেদারার সচরাচর ব্যবহৃত কতিপয় বিন্যাস।

ম গ প ম ধ প, সা ম গ প ম প, ধ সাঁ নি ঋঁ সাঁ,

সাঁ নি ধ প ম প, ম গ ম ঋ নি ঋ সা, প ম ধ প সাঁ,

নি ধ প ম প, গ প ম ধ প ধ ম গ ম ঋ সা, সা ঋ

সা ম গ প ম প, প ম ধ নি প ম ধ প ম, সাঁ নি ধ

সাঁ নি ঋঁ সাঁ নি সাঁ ধ প ম প, সা ম ম গ ধ প ম প,

প ম ধ নি প ম ধ প, ধ প ম গ প ম প, ম প ধ নি

ম প ধ প ম,

কেদারায় ২য় চতুঃস্বারিক গ্রামে ইমনের বিন্যাস ব্যবহৃত হইলেও সাঁ নি ধ, ধ নি সাঁ এই প্রকারে নি' সুর যত অল্প ব্যবহৃত হয় ততই উত্তম। কারণ নি' সুরের এইরূপ ব্যবহারে শ্রোতার মনে কতক পরিমাণে

ইমনের ভাব আনয়ন করে। এরূপ স্থলে সাঁ নি সাঁ ধ, ধ সাঁ নি সাঁ এইরূপে নি' ব্যবহৃত হইলে ভাল হয়।

কেদারায় পদের গঠন।

একণে কেদারায় পদের শেষে ব্যবহার্য্য সা ম প ধ নি এই কয়টি সুরকে যদৃচ্ছাক্রমে কিয়দ্দূরান্তরে লিখিয়া প্রথমে উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্যাসগুলি যতদূর সম্ভব সহজ করিয়া অর্থাৎ ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্নভাবে লিখিত হইতেছে। কিন্তু কেদারায় সা' হইতে ম' সুরের মধ্যে সা+গ, ঋ+গ, ঋ+ম, ও ম' হইতে সা' সুরের মধ্যে গ+ঋ, গ+সা এই সকল সুরান্তর নিষিদ্ধ থাকাতে সা' হইতে ম' সুরে ও ম হইতে সা সুরে ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্নভাবে যাওয়া যায় না। কিন্তু গ' হইতে ঋঁ পর্য্যন্ত সুরের মধ্যে যে কোন সুর হইতে যে কোন সুর পর্য্যন্ত ক্রমোচ্চভাবে অনুলোমে এবং ঋঁ' হইতে গ পর্য্যন্ত সুরের মধ্যে যে কোন সুর হইতে যে কোন সুর পর্য্যন্ত ক্রমনিম্নভাবে বিলোমে যাওয়া যাইতে পারে। অতএব এস্থলে প্রথমে কেবল সা ম ও ম সা'র মধ্যস্থিত সুরগুলি সুরান্তরের নিয়ম অনুসারে বিন্যস্ত করিয়া পরে গ ঋঁ এবং ঋঁ গ'র মধ্যস্থিত যে কোন সুর হইতে যে কোন সুর পর্য্যন্ত ক্রমোচ্চভাবে অনুলোমে ও ক্রমনিম্নভাবে বিলোমে বিন্যস্ত করিয়া লিখিত হইতেছে যথা :—

ম, সাঁ, নি প মঁ, ধ প, সা,

একণে এই সকল সুরের পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলি এইরূপে পূরণ করা হইতেছে যথা :—

সা ম, প ধ নি সাঁ, সাঁ নি, ধ প, ধ নি সাঁ মঁ, মঁ ঋঁ সাঁ

নি ধ, ধ প, প ম ঋ সা, |

এই স্বরবিন্যাসে শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে, ইহাতে কেদারার রূপ প্রকাশক ম সুর ব্যবহৃত না হওয়াতে কেদারার রূপ সম্যকভাবে প্রকাশিত হয় নাই। অতঃপর এই স্বরগ্রামে রাগ গঠনের পূর্ব্বোক্ত ২১টি সাধারণ নিয়ম অনুসারে (১) রাগের রূপ প্রকাশক সুরের ব্যবহার, (২) অনুলোম ও বিলোম গতির মিশ্রণ (৩) ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন গতির সহিত উল্লম্ফনে সুরের ব্যবহার, (৪) বিচিত্রতার জন্য স্থানে স্থানে পর পর সুরের পুনরাবৃত্তি ও (৫) বিভিন্ন মাত্রাযোগে ছন্দের বিচিত্রতা করিয়া লিখিত হইতেছে। শিক্ষার্থিরা

দেখিবেন যে ইহার অনুলোম ও বিলোম গতিতে কেদারায় নিষিদ্ধ কোন প্রকার সুরান্তর বা বিন্যাস অথবা একই সুর অনতিদূরে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয় নাই।

শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে, কেদারায় প্রথমতঃ সা হইতে ম সুরে অনুলোম গতিতে সা+গ, ঋ+গ, ঋ+ম এই সকল সুরান্তর ব্যবহৃত হয় না। এজন্য ইহাতে অনুলোম ও বিলোমের মিশ্রিত গতিতে সা' হইতে ম' সুরে অনুলোম গতির অংশে সা+গ, ঋ+গ, ঋ+ম এই সকল সুরান্তর ব্যবহৃত না হইয়া স্বরগ্রাম প্রস্তুত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে ম হইতে সা' সুরে বিলোম গতিতে গ+ঋ, গ+সা এই দুই সুরান্তর ব্যবহৃত হয় না। এজন্য ইহাতে অনুলোম ও বিলোমের মিশ্রিত গতিতে ম হইতে সা' এই বিলোম গতির অংশে গ+ঋ ও গ+সা এই দুইটি সুরান্তর ব্যবহৃত না হইয়া স্বরগ্রাম রচিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ ইহার গ হইতে ঋ̇ পর্য্যন্ত এই সাতটি সুরের মধ্যে বা ঋ̇ হইতে গ' পর্য্যন্ত এই সাতটি সুরের মধ্যে গ+নি, গ+সা̇, গ+ঋ̇, ঋ̇+গ, ঋ̇+ম, ঋ̇+প, ধ+ঋ̇, প+ঋ̇, গ+ঋ̇, এই সকল সুরান্তর ব্যবহৃত হয় না। এজন্য পূর্ব্বোক্ত সাতটি সুরের যে কোন সুর হইতে যে কোন সুরে অনুলোমে গমনের অংশে বা কোন সুর হইতে যে কোন সুরে বিলোমে গমনের অংশে ঐ সকল সুরান্তর ব্যবহৃত হয় নাই।

ঐ স্বরগ্রামে বিলোমের ও অনুলোমের গতিতে এই সকল নিয়ম প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য যে সুরগুলি অনুলোমে গিয়াছে, তাহাদের উপরে বন্ধনীচিহ্ন ও যে সুরগুলি বিলোমে গিয়াছে তাহাদের নিম্নে বন্ধনীচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে যথা :—

সাঁ নিঁ সা ম গ ম, প মঁ পঁ ধ নি ধ সা, সা ঋ সা নি সা

ধ নি, ধ প ম গ প ম প, মঁ পঁ ধ সা নি সা ম, ম গ

ম ঋ সা নি সা ধ, ধ নি ধ প ম গ প, প ম প গ ম

ঋ সা, ।

কেদারা (আলাপ)।

সা নি সা গ ম, ম গ ম গ ম প, ম ধ ম প ম ম,

গ প ম প ম গ ম ঋ সা, সা নি সা ধ সা ধ প, ম দ,

ধ সা নি সা, সা নি সা গ ম, ম গ ম গ প ম প, ম ধ

নি ধ প, প ম ধ প ম, গ প ম প ম গ ম ঋ সা,

সা সা ঋ সা, অন্তরা | সা নি সা ম, ম গ প ম ধ প সা,

সা নি সা ধ সা ধ প ধ প ম, গ প ম প ম ঋ সা, সা ম,

গ প ম প, গ প ম ধ প, নি ধ প, সা নি ধ, ঋ সা নি,

ধ নি ম ধ প ম, প ম ধ প ম ঋ সা, সা সা ঋ সা |

কেদারা—কাওয়ালী।

| ম ম ম | ম গ প ম ধ প | গ ম গ প ম প | গ ম ঋ সা |

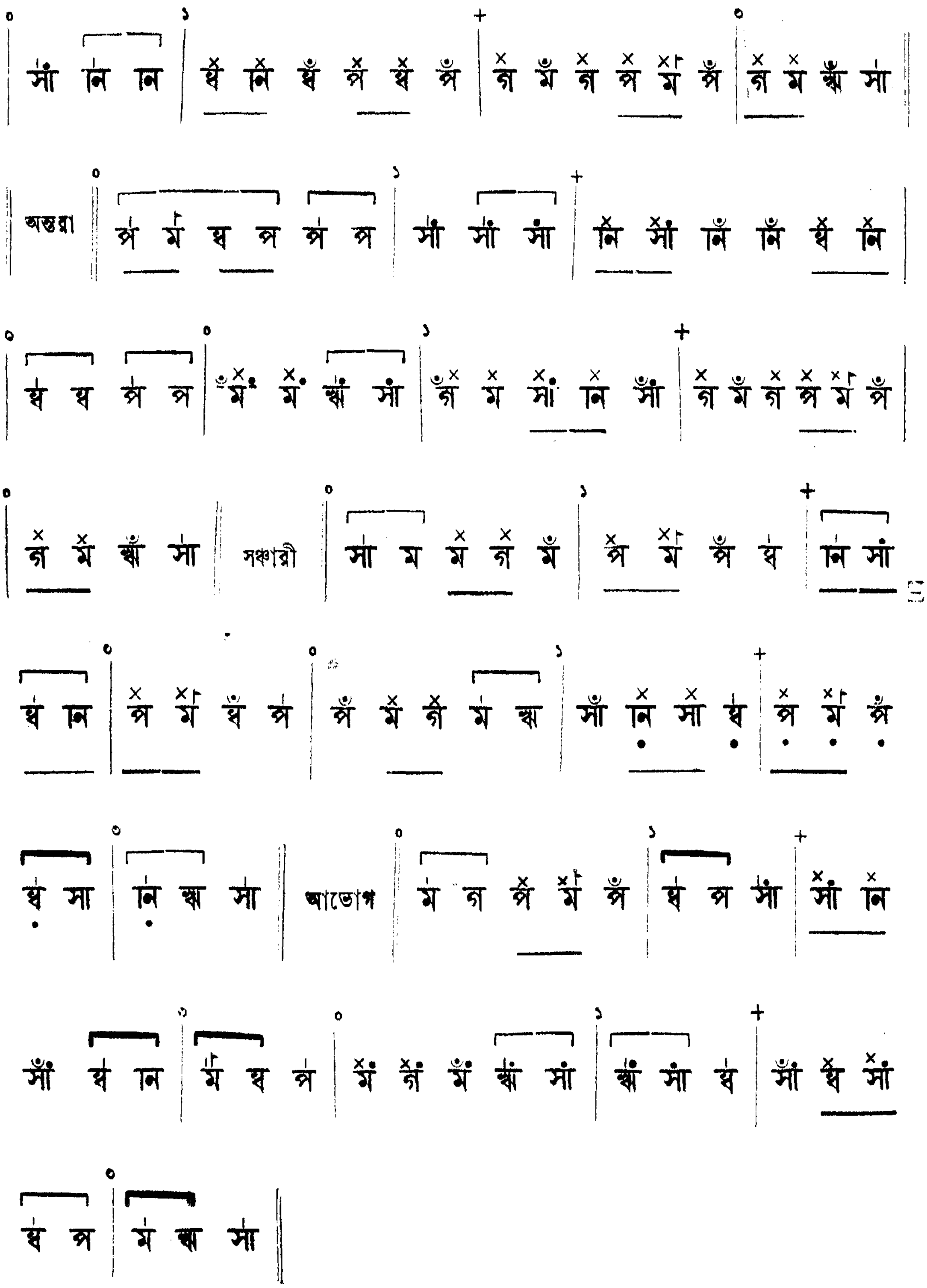
অন্তরা
সঞ্চারী
আভোগ

কেদারা—একতালা।

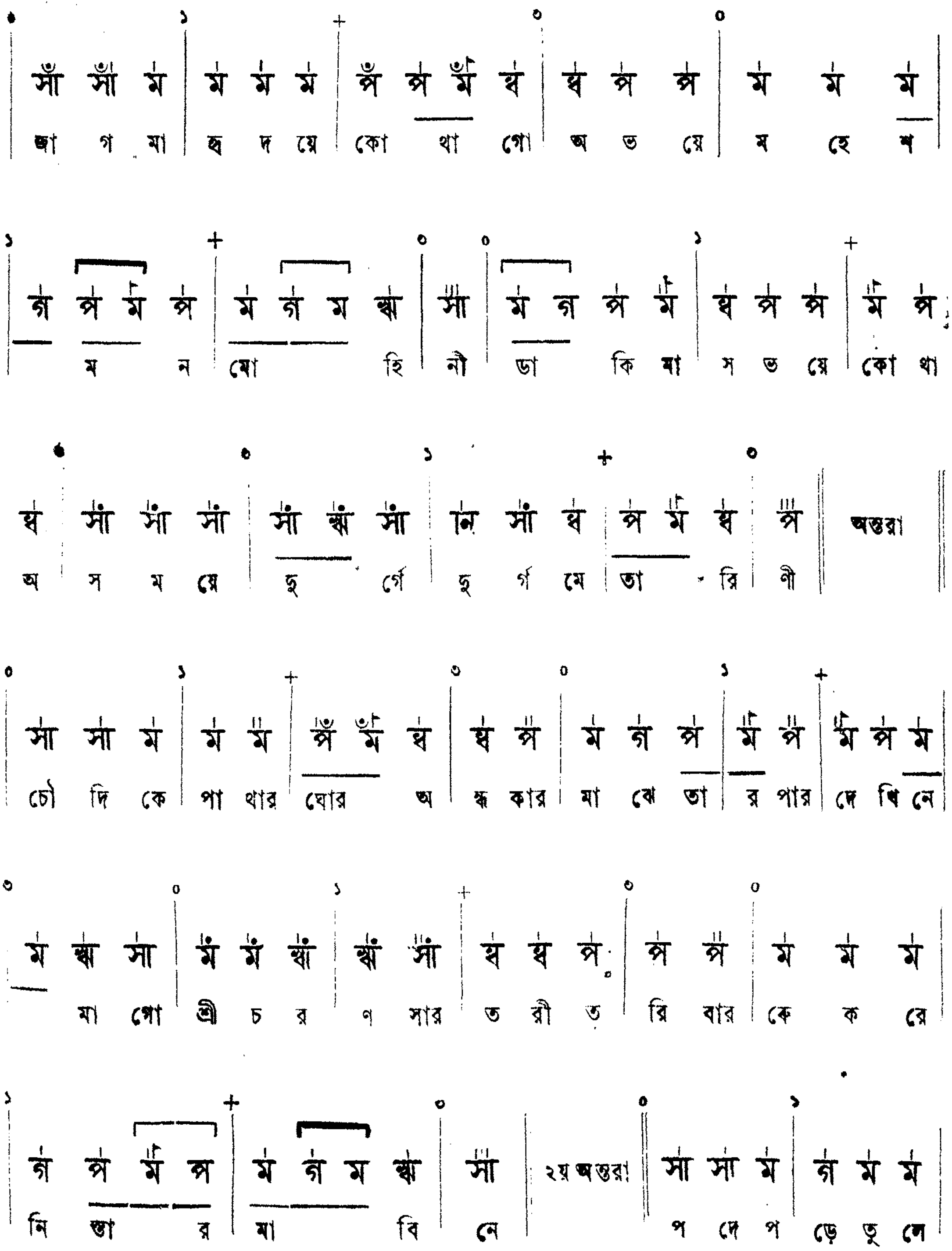
জা গ মা হৃ দ য়ে কো থা গো অ ভ য়ে ম হে শ
ম ন মো হি নী ডা কি মা স ভ য়ে কো থা
অ স ম য়ে দু র্গে দু র্গ মে তা রি নী
অন্তরা
চৌ দি কে পা থার ঘোর অ ন্ধ কার মা ঝে তা র পার দে খি নে
মা গো শ্রী চ র ণ সার ত রী ত রি বার কে ক রে
নি স্তা র মা বি নে
২য় অন্তরা
প দে প ড়ে তু লে

+	০	০	১	+	০
র্প র্ম র্প	র্প র্ম র্প	র্ধ র্ধ র্সা	র্ধ র্প র্প	র্ম র্প র্ম	র্ম র্ঋ র্সা
নি লি নি	কে ন	শ বে রে	চে ত না	দি লি নি	মা গো

০	১	+	০	০	১
র্ম র্ঋ	র্ঋ র্সা র্সা	র্ধ র্প	র্প র্প র্প	র্ম র্গ র্ম	র্প র্ম র্প
চিৎ স্ব	রূ পি নী	ব্র হ্ম	রূ পি নী	স্বং হি	কু ল

+	০
র্ম র্গ র্ম	র্ঋ র্সা
কু ণ্ড	লি নী

কেদারায় ষড়্জ সংক্রমণ।

একণে কেদারায় সা গ্রাম হইতে প' গ্রামে ও প গ্রাম হইতে ঋ গ্রামে অর্থাৎ ক্রমশঃ পাঁচ স্বর উচ্চের গ্রামে কিরূপে সংক্রমিত হইতে পারে তাহা লিখিত হইতেছে এবং সংক্রমণ প্রণালী সহজে বুঝিবার জন্য স্বরগুলি উপর্য্যুপরি দুইটি পংক্তিতে লিখিত হইতেছে। তন্মধ্যে উপরিস্থিত পংক্তিতে পুরাতন অর্থাৎ সা' গ্রামের কোন্ কোন্ স্বর কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন অর্থাৎ পাঁচ স্বর উচ্চের গ্রামে সংক্রমিত হইতে পারে তাহা দর্শিত হইয়াছে এবং নিম্নস্থিত পংক্তিতে উপরিস্থিত স্বরগুলি নূতন গ্রামের কোন্ কোন্ স্বরে পরিণত হইয়াছে তাহা দর্শিত হইতেছে যথা :—

সা গ্রামের।—সা নি় সা ম গ প ম প প, | প ম প সা নি ঋ সা ঋ ঋ,

প' গ্রামের | সা নি় সা ম গ প ম প প,

সা গ্রামের।—ঋ সা ঋ প, ম ধ প ধ ধ |

ঋ গ্রামের।—সা নি় সা ম, গ প ম প প |

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে পুরাতন গ্রামের ম ও প কে নূতন গ্রামের যথাক্রমে নি ও সা করা হইয়াছে।

অতঃপর ঋ গ্রাম হইতে প' গ্রামে ও প গ্রাম হইতে সা' গ্রামে অর্থাৎ ক্রমশঃ পাঁচ সুর নিম্নের গ্রামে সংক্রমণের উদাহরণ দুইটি পংক্তিতে লিখিত হইতেছে।

তন্মধ্যে উপরিস্থিত পংক্তিতে পুরাতন অর্থাৎ (ঋ গ্রামের জন্য পরিবর্ত্তিত) সা' গ্রামের কোন্ কোন্ সুর কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন অর্থাৎ পাঁচ সুর নিম্নের গ্রামে সংক্রমিত হইতে পারে তাহা দর্শিত হইয়াছে এবং নিম্নস্থিত পংক্তিতে উপরিস্থিত সুরগুলি নূতন গ্রামের কোন্ কোন্ সুরে পরিণত হইয়াছে তাহা দর্শিত হইতেছে যথা :—

সা গ্রামের।—ধ প নি ধ প গ ঋ | সা গ্রামের ঋ সা গ ঋ সা ধ প |

ঋ গ্রামের।—প ম ধ প ম ঋ সা | প গ্রামের প ম ধ প ম ঋ সা |

সা গ্রামের।—প ম ধ প ম ঋ সা |

সা গ্রামের :—প ম ধ প ম ঋ সা |

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে পুরাতন গ্রামের সা'কে নূতন গ্রামের প ও পুরাতন গ্রামের ম কে অর্দ্ধসুর নিম্ন করিয়া নূতন গ্রামের সা' করা হইয়াছে। এস্থলে যদি পুরাতন গ্রামে নি' থাকিত তাহা হইলে তাহাকে কোমল করিয়া নূতন গ্রামের ম' করা হইত।

মালশ্রী।

মালশ্রী ওড়ব জাতীয় রাগ। ইহার ঠাট সা গ ম প নি। ইহার বিন্যাসের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই; অর্থাৎ ইহাতে যে কোন স্বরান্তর ও যে কোন বিন্যাস ব্যবহৃত হইতে পারে, তবে ইহাতে ব্যবহৃত সুরগুলি যত স্বল্পান্তর বিশিষ্ট হয় ততই উত্তম।

মালশ্রীর সুরান্তর।

মালশ্রীতে নিম্নলিখিত সুরান্তরগুলি সচারাচর ব্যবহৃত হয় যথা :—

২য়ান্তর		৩য়ান্তর		৪র্থান্তর		৫মান্তর	
অনুলোম	বিলোম	অনুলোম	বিলোম	অনুলোম	বিলোম	অনুলোম	বিলোম
গ+ম	সা+নি	সা+গ	নি+প	সা+ম	সা+প	সা+প	সা+ম
ম+প	প+ম	গ+প	প+গ	ম+নি	নি+ম	গ+নি	নি+গ
নি+সা	ম+গ	প+নি	গ+সা	প+সা	ম+সা	ম+সা	প+সা
				নি+গ	গ+নি	নি+ম	ম+নি

চতুঃস্বারিক বিন্যাস।

ইহার চতুঃস্বারিক বিন্যাসের মধ্যে সা গ ম প, গ ম প নি, ম প নি সা, প নি সা গ, নি সা গ ম, এই পাঁচটি ও ইহাদের প্রত্যেকের ২৪টি বিভিন্ন বিন্যাস ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে যে বিন্যাসে সা+ম বা ম+সা এই দুইটি সুরান্তরের যে কোন একটী পাওয়া যায় এবং যাহাতে ৪র্থ ও ৫মান্তর বিশিষ্ট সুর অথবা পর পর ৩য়ান্তর অপেক্ষা বৃহৎ অন্তর বিশিষ্ট সুর থাকে, সেই সকল বিন্যাস প্রায় অপরিবর্ত্তিত ভাবে ব্যবহৃত হয় না।

মালশ্রীর সচরাচর ব্যবহৃত বিন্যাস।

নি প ম প গ, ম গ সা নি সা, প ম গ নি প ম গ প,

প ম গ প প গ সা, সা নি প ম প সা গ প ম প, প ম

গা পা মা পা গা সা, পা মা গা পা মা পা নি সাঁ, সাঁ নি সাঁ গাঁ
সাঁ নি পা, গা পা পা মা গা মা পা নি, নি পা মা পা মা গা সা,

মালশ্রীতে পদের শেষ সুর।

ইহার পদের শেষে সা গ প নি এবং কখন কখন ম' এই পাঁচটি সুর ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে এই কয়টি সুর যদৃচ্ছাক্রমে কিয়দ্দূরান্তরে লিখিয়া ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলি প্রথমে যত দূর সম্ভব ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন ভাবে পূরণ করিয়া লিখিত হইতেছে। তবে যে যে স্থলে ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন গতি অসম্ভব কেবল সেই সেই স্থানে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া বিন্যাস লিখিত হইতেছে। যথা :—

পা, সাঁ, গা, নি পাঁ, মা, সা,

নি সা গা মা পা, পা নি সাঁ, সাঁ নি পা মা গাঁ, সা গা মা
পা নি, নি সাঁ গাঁ মাঁ পাঁ, গাঁ সাঁ নি পা মা, পা মা গা সা,

অতঃপর এই স্বরগ্রামে রাগ গঠনের ২১টি সাধারণ নিয়মানুসারে বিচিত্রতা করিয়া লিখিত হইতেছে যথা :—

নি সা গা সা গা পা মা গা মা পা, পা মা পা নি মা পা নি সাঁ,
সাঁ নি পা মা পা নি মা পা মা গা, সা গা মা পা গা পা মা পা নি,
নি সাঁ নি সাঁ গাঁ সাঁ গাঁ পাঁ মাঁ পাঁ, গাঁ সাঁ নি সাঁ নি পা নি পা মা,
পা মা পা গা মা পা গা পা গা সা,

মালশ্রী (আলাপ)।

সা নি সা গ ম প ম প গ প ম প ম গ সা নি সা,

সা নি প ম প নি সা গ ম গ সা গ প ম গ প, প ম গ

প ম প ম প নি, প নি প ম প গ প গ সা, সা গ ম

প গ, সা প ম প নি ম প গ প গ সা ‖ অন্তরা ‖ সা গ ম গ

প ম প নি সা, সা নি প নি প ম প গ, গ সা নি প ম

প, গ প নি ম প গ প গ সা, সা গ সা গ প ম প নি সা,

সা প ম গ, গ প ম প নি ম প গ প গ সা, সা সা

নি । সা ।

মালশ্রী—কাওয়ালী।

০				১			+				০		০			
সা	নি	সা	গ	প	ম	প	প	নি	প	ম	প	গ	প	ম	গ	প

১			+				০			০					
নি	প	নি	প	গ	প	ম	গ	সা	অন্তরা	গ	ম	প	গ	ম	প

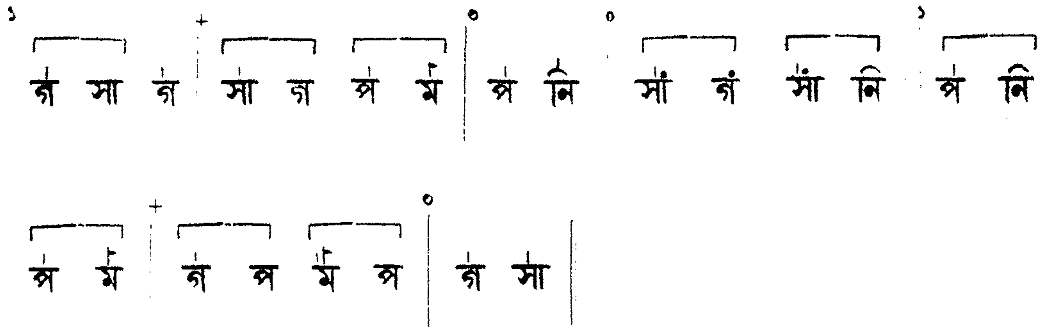

উপজ।

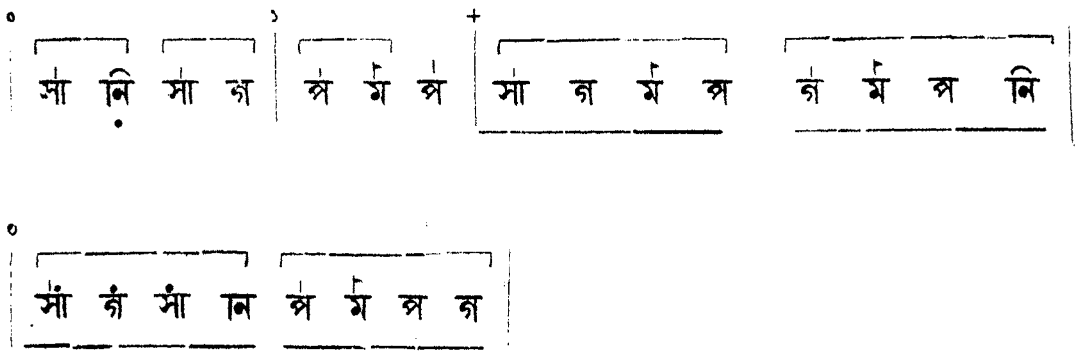

মালশ্রী—কাওয়ালী।

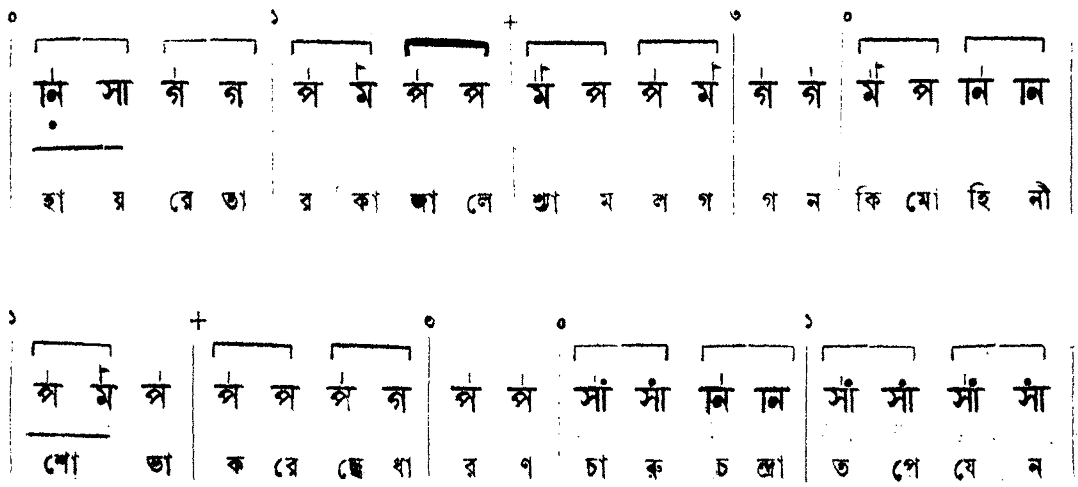

+				০				০				১			
সাঁ	ন	প	ম	প	প	গ	গ	সা	গ	প	প	ন	ন	প	প
ঝ	ল	সি	ছে	পু	নঃ	পু	নঃ	কা	ঞ্চ	ন	চূ	র্ণ	ম	ণ্ডি	ত

+				০			০				১		
প	প	প	গ	গ	সা	অন্তরা	প	প	প	প	ন	ন	ন
হী	রা	অ	গ	ন	ন		ক্ষ	ণে	ক্ষ	ণে	নি	বে	যায়

+				০			০				১			+	
সাঁ	সাঁ	সাঁ	ন	প	ম	প	সাঁ	সাঁ	গঁ	গঁ	সাঁ	সাঁ	ন	প	প
ক্ষ	ণে	ফি	রে	দী	প্তি	পায়	নি	র	খি	কি	রা	তে	আর	না	পা

		০		০				১			+				০	
প	ম	গ	প	প	প	ন	প	ন	ন	ন	প	প	প	ম	গ	গ
রি	ন	য়	ন	ক	র	না	এ	ম	ন	যাঁর	ত	ত্ত্ব	কো	থা	পা	ব

	০				১				+				০	
গ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	ন	প	ম	প	প	প	প	গ	গ	গ	সা
তাঁর	জা	নি	না	হে	রি	লে	তাঁ	রে	কি	ক	রি	ত	ম	ন

মালশ্রীতে ষড়জ সংক্রমণ।

মালশ্রীর উপস্থিত গ্রামের প' সুরকে নূতন গ্রামের সা' করিয়া পাঁচ সুর উচ্চের গ্রামে যাওয়া যাইতে পারে এবং উপস্থিত গ্রামের সা' সুরকে নূতন গ্রামের প' সুর করিয়া উপস্থিত গ্রামের চারি সুর উচ্চের গ্রামে যাইতে পারা যায়। যথা:—

সা গ্রামে—সা নি সা গ ম প নি প ম প গ সা, প ম প নি সা ঋ ম ঋ সা ঋ

প গ্রামের—সা নি সা গ ম প নি প ম প

সাগ্রামে :—নি প   প ম প নি প ম প গ সা

প গ্রামে :—গ সা, সা গ্রামে :—প ম প নি প ম প গ সা

বেহাগ।

বেহাগ অনুলোমে ওড়ব জাতীয়, অর্থাৎ ইহার অনুলোমে সা গ ম প নি এই পাঁচ সুর ব্যবহৃত হয় এবং বিলোমে সম্পূর্ণ জাতীয় অর্থাৎ নি ধ প ম গ ঋ সা এই সাত সুরই ব্যবহৃত হয়। ইহাতে স্বাভাবিক ও তীব্র এই দুই প্রকার ম' ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে ম এইরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা :—

প ম প, নি ম প, প ম ধ প, প ম ম গ, গ ম ম প, অথবা প ম গ ম প ঋ সা।
ইহাতে স্বাভাবিক ম এইরূপে ব্যবহৃত হয় যথা :—প ম গ, গ ম প, গ ম নি, সা ম গ, গ ম গ, নি ম গ,।

বেহাগের নিষিদ্ধ সুরান্তর।

ইহাতে ঋ+ম, ঋ+ম, ম+ধ, ধ+সা, সা+ধ, ধ+ম, ম+ঋ, ম+ঋ, ঋ+প, গ+ধ, ধ+ঋ, ধ+ঋ, ধ+গ, প+ঋ, ম+সা, ঋ+ধ, ঋ+ধ, প+ঋ, ধ+গ, গ+ধ, ঋ+প এই সকল সুরান্তর অব্যবহার্য্য।

অনুলোমে ঋ ও ধ' সুরের ব্যবহার।

ইহাতে সা'র পরে ঋ' ব্যবহৃত হইয়া ঐ ঋ সুর সচরাচর গ সুরে গমন করিবে না যথা :—সা ঋ গ। তবে সা'র পরে ঋ' ব্যবহৃত হইয়া ঐ ঋ' সুর গ, ম, প, ধ বা নি সুরে না গিয়া পুনরায় সা' সুরে ফিরিয়া আসিবে যথা :—সা ঋ সা।

ইহাতে প সুরের পর ধ' ব্যবহৃত হইয়া পুনরায় প সুরে ফিরিয়া আসিবে যথা :—গ ম প ধ প ম গ এবং প' সুরের পর ধ নি ব্যবহৃত হইলে তৎপরে ধ প বা কেবল প থাকিবে যথা :—ম প ধ নি ধ প বা ম প ধ নি প। ধ সুর আবার কখন কখন দুইটি নি'র মধ্যস্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা :—প নি ধ নি সা; কিন্তু এই বিন্যাস সচরাচর বেহাগে ব্যবহৃত না হইয়া শঙ্করাতেই হইয়া থাকে। ইহাতে ঋ গ ও ধ নি

ব্যবহার করিতে হইলে ঋ'র পূর্ব্বে গ' ও ধ'র পূর্ব্বে নি' ব্যবহৃত হইয়া গ'সুর ঋ সা'তে ও নি'সুর ধ প'তে অবতরণ করিবে যথা:—গ ঋঁ গঁ ঋ সা নি সা ও নি ধঁ নি ধ প ম প

যদ্যপি ঋ'র পরে গ ও ম থাকে এবং ধ'র পরে নি ও সাঁ থাকে তাহা হইলে ম' হইতে গ সুরে ও সাঁ' হইতে নি' সুরে তৎপরে গ হইতে সা সুরে ও নি হইতে প সুরে আসিবে যথা:—সা গ ঋ গ ম গ ঋ সা ও প নি ধ নি সা নি ধঁ পঁ, কিন্তু ঋ ও ধ এরূপে বেহাগের অল্প স্থলেই ব্যবহৃত হয়।

ইহার বিলোমে যদিও ঋ ও ধ ব্যবহৃত হয়, তথাপি ঋ ও ধ অধিক স্থায়ী হইলে, ঐ স্থানে বেহাগের ভাব নষ্ট হইয়া থাকে যথা:—গ ম প নি সা, নি ধ প ম গ ঋ সা

বেহাগের রূপ প্রকাশক বিন্যাস।

ইহাতে অনুলোমে ঋ ও ধ ব্যবহৃত না হওয়াতে, বিলোমে সাতটি সুর ব্যবহৃত হওয়াতে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ম ও মঁ ব্যবহৃত হওয়াতে এবং পূর্ব্বোক্ত অব্যবহার্য্য সুরান্তর ব্যবহৃত না হওয়াতে ইহার রূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বেহাগের সুরান্তর।

দ্বিতীয়ান্তর।

অনুলোম।	বিলোম।
সা+ঋ।— সাঁ+ঋ সা নি প ম গ	সাঁ+নি।— সাঁ+নি প ম প গ ম গ ঋ সা
ঋ+গ।— গ ঋঁ+গ ঋ সা নি সা	নি+ধ।— নি+ধ প ম গ ম গ ঋ সা
গ+ম।— গ+ম প ম গ ঋ সা	ধ+প।— প ম ধ+প ম গ ঋ সা
গ+ম।— প ম গ+ম প ম গ ঋ সা	প+ম।— প+ম গ ম গ ঋ সা
অল্প ব্যবহৃত।	প+ম।— গ ম প+ম গ ঋ সা

দ্বিতীয়ান্তর—অনুলোম।

ম+প।— গ ম+ প নি সা নি ধ প

ম+প — নি প ম+প গ ম গ ঋ সা

প+ধ।— প +ধ প ম গ ঋ সা

ধ+নি।— প নি ধ+নি ধ প ম গ

নি+সা।— গ ম প নি+ সা নি প

দ্বিতীয়ান্তর—বিলোম।

ম+গ।— প ম+ গ ম গ ঋ সা

ম+গ — নি ধ প ম+ গ ঋ সা

গ+ঋ।— গ ম প ম গ+ঋ সা

ঋ+সা।— প ম গ ম গ ঋ+ সা

তৃতীয়ান্তর।

অনুলোম।

সা+গ।— সা নি সা+ গ ম প ম প

ঋ+ম।—ব্যবহার নাই।

গ+প।— সা নি সা গ+ প ম প

ম+ধ।—ব্যবহার নাই।

ম+ধ।— নি সা গ ম প ম+ ধ প

প+নি।— সা গ ঋ সা নি প+নি সা

ধ+সা।— গ ম প নি ধ+সা নি

স্বল্প ব্যবহৃত।

নি+ঋ।— সা নি+ঋ সা নি প

বিলোম।

সা+ধ।—ব্যবহার নাই।

নি+প — গ ম প নি+ প ম গ

ধ+ম।— প ধ+ম গ ম গ ঋ সা

ধ+ম।— প ম ধ+ম গ ঋ সা

স্বল্প ব্যবহৃত।

প+গ।— প ম প+গ ম গ ঋ সা

ম+ঋ।—ব্যবহার নাই।

ম+ঋ। ঐ।

গ+সা — প ম গ+সা গ প ম প

ঋ+নি।— সা নি সা ঋ+নি প ম গ

চতুর্থান্তর।

অনুলোম।

সা+ম।—সা নি | সা+ম | গ | ঋ সা ||

সা+ম।—সা নি সা+ | ম প | ম গ ||

স্বল্প ব্যবহৃত।

ঋ+প।—ব্যবহার নাই।

গ+ধ।— ঐ

ম+নি।— | গ ম+নি | প ম গ | প ম গ | ঋ সা ||

ম+নি।— | গ ম প | ম+নি প | গ ম গ | ঋ সা ||

স্বল্প ব্যবহৃত।

প+সা।—গ ম | প+সা | নি প | ম গ ||

ধ+ঋ।—ব্যবহার নাই।

নি+গ।—সা গ ঋ সা নি+ | গ প ম প ||

স্বল্প ব্যবহৃত।

বিলোম

সা+প।— | গ ঋ সা+ | প নি প | ম প ম | গ সা ||

নি+ম —সা নি+ | ম প | গ ম | গ ঋ সা ||

নি+ম।— | সা নি+ | ম গ ম | গ ঋ | সা ||

ধ+গ।—ব্যবহার নাই।

প+ঋ।— ঐ

ম+সা।— ঐ

ম+সা।— | সা নি | প ম+ | সা গ | ম প ||

স্বল্প ব্যবহৃত।

গ+নি।— সা নি | সা গ+ | নি সা | গ প ||

স্বল্প ব্যবহৃত ও বিভিন্ন পদে।

ঋ+ধ।—ব্যবহার নাই।

পঞ্চমান্তর।

অনুলোম।

সা+প।— | সা+প | ম প | গ ম | গ ||

বিলোম।

সা+ম।— | প নি সা+ | ম প নি | প ম | গ ||

পঞ্চমান্তর—অনুলোম।

ঋ+ধ।—ব্যবহার নাই।

গ+নি।—| প ম গ+ | নি প | ম প ম | গ সা ||

ম+র্সা।—| গ ম প ম+ | র্সা নি প | গ ম প ম | গ ঋ সা |

ম+র্সা।— প ম+ | র্সা নি | প ম | গ |

প+ঋ।—ব্যবহার নাই।

ধ+গ।— ঐ

নি+ম।—| গ সা নি+ | ম গ ম | প নি | সা |

নি+ম।—| গ সা নি+ | ম গ ম | গ ঋ | সা |

পঞ্চমান্তর—বিলোম।

র্সা+ম।— প নি র্সা+ | ম গ ম | প ম | প |

নি+গ।—| সা নি সা | নি+গ | প ম | প ||

ধ+ঋ।—ব্যবহার নাই।

প+সা।— গ ম প+ | সা গ ম | প ম | প ||

ম+নি।— গ প ম+ | নি সা গ | ম প নি | র্সা

স্বল্প ব্যবহৃত।

ম+নি।—| সা গ ম+ | নি সা গ | প ম | প ||

স্বল্প ব্যবহৃত।

গ+ধ।—ব্যবহার নাই।।

ঋ+প।— ঐ

ষষ্ঠান্তর।

ষষ্ঠান্তরের অনুলোমে ও বিলোমে তিনটী করিয়া সুরান্তর ব্যবহৃত হয় যথা ঃ—

অনুলোম।

গ+র্সা।— প ম গ+ | র্সা নি প | গ ম গ | ঋ সা |

প+গ।—| সা নি প+ | গ ম | প ম | প |

নি+প।—| গ সা নি+ | প ম গ ম | প নি | সা ||

বিলোম।

র্সা+গ।— গ ম প | নি র্সা+ | গ প ম | প ||

প+নি।— গ ম প+ | নি সা গ | প নি | র্সা ||

গ+প।—| গ ম গ+ | প নি সা | গ ম | প |

বেহাগে স্বল্প ব্যবহৃত কতিপয় বিন্যাস।

এক্ষণে বেহাগে স্বল্প ব্যবহৃত কতকগুলি বিন্যাস লিখিত হইতেছে। এই সকল বিন্যাসগুলির নিম্নে তরঙ্গ রেখা ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা:—

প ম | ধঁ মঁ | গঁ ঋঁ সাঁ, সা প | গ ম | ঋঁ গঁ | ঋঁ সাঁ || প | মঁ পঁ |

গঁ | ঋঁ সাঁ || সাঁ নি | ধ প | ম গ | ম গ || সা গ | ম ধ প ম গ |

ঋঁ সাঁ || ম গ | ঋঁ গঁ ম গ | ঋঁ সাঁ | প ম | ধঁ পঁ | ম গ | ঋঁ সাঁ |

প নি ধ সাঁ নি প ম প গ ম গ ||

বেহাগে সচরাচর ব্যবহৃত বিন্যাস।

সাঁ নি ম প ম গ প ম প | সা নি প নি | সা প | ম প | প

নি ধ সাঁ নি | ধ প ম প | গ ম নি ম প গ ম | গ ঋ

সা | সাঁ গঁ | ঋঁ সা নি | ধ নি | ম প | গ ম | প ম নি প ম |

ম গ ||

বেহাগের চতুঃস্বারিক গ্রাম।

বেহাগে সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ এই আটটি স্বরের গ্রামকে সা ঋ গ ম ও প ধ নি সাঁ এই দুইটি চতুঃস্বারিক গ্রামে বিভাগ করিয়া ইহার বিন্যাস রচিত হয়। ইহার ১ম গ্রামের সহিত অনেক

সময় ২য় গ্রামের নি এবং ২য় গ্রামের সহিত অনেক সময় ১ম গ্রামের ম' তীব্র হইয়া যুক্ত থাকে যথা :—

নি সা গ ম ও ম প নি সাঁ। তন্মধ্যে অনুলোমে ১ম গ্রামের সা ও গ'র মধ্যস্থলে ঋ এবং ২য় গ্রামের প ও নি'র মধ্যস্থলে ধ ব্যবহৃত হয় না যথা :—সা গ ম ও প নি সাঁ। কিন্তু বিলোমে ২য় ও ১ম গ্রামে যথাক্রমে ধ ও ঋ এই দুইটি স্বর ঐ ঐ স্থানে ব্যবহৃত হইতে পারে যথা :—সাঁ নি ধ প ও ম গ ঋ সা। ইহার অবরোহণে নি ও গ কে অধিক স্থায়ী এবং ধ ও ঋকে স্বল্প স্থায়ী করিলে ভাল হয়। অনেক সময় এই দুইটি গ্রামের একটির অনুকরণে অন্যটির বিন্যাস প্রস্তুত হইয়া থাকে যথা :—

১ম গ্রামে :—সা নি সা গ ম গ ঋ সা,

২য় গ্রামে :—প ম প নি সা নি ধ প,

বেহাগে চতুঃস্বারিক বিন্যাস।

এস্থলে অনাবশ্যক বোধে আর চতুঃস্বারিক বিন্যাসের বিষয় লিখিত হইল না, কারণ বেহাগের বিন্যাস গঠনে কেবল মাত্র এই কয়টী বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলেই হইবে যথা :—(১) অনুলোমে ঋ ও ধ ব্যবহৃত হইবে না, কিন্তু বিলোমে হইতে পারে। (২) পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ম ও ম ব্যবহৃত হইবে। (৩) পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ স্বরান্তরগুলি ব্যবহৃত হইবে না।

বেহাগে পদের শেষে ব্যবহার্য্য স্বর।

ইহাতে সা গ প নি এই চারিটী স্বর পদের শেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেহাগের অনুলোমে ঋ ও ধ বিবাদী হইয়া ইহা ওড়ব জাতীয় হওয়াতে ইহার পদ গঠনের সময় ক্রমোচ্চ গতিতে অনুলোমে যাওয়া যায় না; কিন্তু বিলোমে সম্পূর্ণ জাতীয় হওয়াতে ক্রমনিম্ন গতিতে বিলোমে যাইতে পারা যায়। অতএব অনুলোমের ও বিলোমের মিশ্রিত গতিতে অনুলোম গতির অংশে ঋ ও ধ বিবাদী থাকিয়া ইহা ওড়ব জাতীয় হইবে এবং বিলোম গতির অংশে সাত স্বর ব্যবহৃত হইয়া ইহা সম্পূর্ণ জাতীয় হইবে। এক্ষণে সা গ প নি এই কয়টী স্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্যাস গঠনের জন্য ইহারা যদৃচ্ছাক্রমে কিয়দ্দূরান্তরে লিখিত হইতেছে যথা :—

১	২	৩	৪	৫	৬
সাঁ,	গ,	নি,	পঁ,	সাঁ,	সা,

তৎপরে ১ম স্বর সাঁ'র পূর্ব্ববর্ত্তী পদে, ৩য় স্বর নি'র পূর্ব্ববর্ত্তী পদে, ৪র্থ স্বর পঁ'র পূর্ব্ববর্ত্তী পদে অনুলোমের ও বিলোমের গতি মিশ্রিত না করিয়া) কেবলমাত্র অনুলোমে ঋ ও ধ বর্জ্জিত করিয়া এবং

২য় স্বর গ'র পূর্ব্ববর্ত্তী পদে, ৫ম স্বর সাঁ'র পূর্ব্ববর্ত্তী পদে ৬ষ্ঠ স্বর সা'র পূর্ব্ববর্ত্তী পদে, (বিলোমের ও অনু-লোমের গতি মিশ্রিত না করিয়া) কেবলমাত্র বিলোমে ঋ ও ধ ব্যবহারে বিন্যাসগুলির উদাহরণ লিখিত হইয়েছে :—

| সা গ ম প নি সাঁ | সাঁ নি ধ প ম গ | গ ম প নি |

| নি সাঁ গঁ মঁ পঁ | মঁ গঁ ঋঁ সাঁ, | নি ধ প ম গ ঋ সা, |

অতঃপর এই স্বরগ্রামে রাগ গঠনের পূর্ব্বোক্ত ২১টি সাধারণ নিয়ম অনুসারে (১) অনুলোম ও বিলোম গতির মিশ্রণ, (২) ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন গতির সহিত উল্লম্ফনে স্বরের ব্যবহার. (৩) বিচিত্রতার জন্য স্থানে স্থানে পর পর স্বরের পুনরাবৃত্তি, (৪) বিভিন্ন মাত্রাযোগে ছন্দের বিচিত্রতা করিয়া লিখিত হইয়েছে। ইহাতে অনুলোমের ও বিলোমের স্বরগুলি স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার জন্য যে স্বরগুলি অনুলোমে গিয়াছে তাহাদের উপরে বন্ধনী ও যে স্বরগুলি বিলোমে গিয়াছে তাহাদের নিম্নে বন্ধনী চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

(১) (২)

| সা গ ম প ম প নি ধ প ম গ ম প নি সাঁ, | সাঁ নি ধ প মঁ

(৩)

পঁ নি ধ প ম গঁ, | গ ম প ম গ ম প নি, | নি সাঁ গঁ মঁ

(৪) (৫)

গঁ ঋঁ সাঁ সাঁ গঁ মঁ পঁ, | পঁ মঁ পঁ গঁ মঁ গঁ ঋঁ সাঁ, | নি ধ প

(৬)

মঁ পঁ গঁ মঁ গঁ ঋঁ সাঁ, |

শিক্ষার্থিরা শেষোক্ত উদাহরণে দেখিবেন যে এই অনুলোম ও বিলোম মিশ্রিত গতিতে অনুলোম গতির অংশে ঋ ও ধ বিবাদী থাকিয়া ইহা ওড়ব জাতীয় হইয়াছে এবং বিলোম গতির অংশে সাত সুর ব্যবহৃত হইয়া সম্পূর্ণ জাতীয় হইয়াছে।

বেহাগে চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সাহায্যে পদ গঠন।

বেহাগে অনুলোমে ঋ ও ধ বিবাদী হওয়াতে ক্রমোক্ত চতুঃস্বারিক বিন্যাসের মধ্যে কেবল গ ম প ধ ব্যবহৃত হয় যথা :— সা গ ম প ধ প ম গ ঋ সা, অনুলোমের অন্যান্য চতুঃস্বারিক বিন্যাস গুলি অপরিবর্তিত ভাবে ব্যবহৃত হয় না। বিলোমে ঋ ও ধ সুরের ব্যবহার থাকাতে ক্রমানয় চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সকল গুলিই অপরিবর্তিত ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

যদ্যপি শিক্ষার্থিরা এই রাগের গঠন সম্বন্ধে পূর্বোক্ত উপদেশগুলি উত্তমরূপে বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে চতুঃস্বারিকের সাহায্য না লইয়া বিন্যাস গঠন তাঁহাদের কঠিন বোধ হইবে না।

বেহাগ (আলাপ)।

সা নি সা নি পঁ মঁ প পঁ, সা নি সা গ ম গ ঋঁ সাঁ,

সা নি সা গ ম প মঁ প ম গঁ, গ ম প নি ধঁ পঁ মঁ ম

গঁ ঋঁ সাঁ, | অন্তরা | সা নি সা গ ম প গ ম প নি সাঁ সাঁ,

সাঁ ঋঁ সাঁ নি, প নি মঁ প গ ম গঁ, গ ম প নি সাঁ গঁ ঋঁ সাঁ,

সাঁ নি ধঁ পঁ মঁ ম গঁ, গ ম নি মঁ প ম গ ঋঁ সাঁ,

সা সা ঋ সাঁ, |

বেহাগ—কাওয়ালী।

| প ম প | প ম গ | সা নি সা নি | প ম প | নি সা |

| গ ম | প ম ম গ | গ প ম প | প নি ধ নি | সাঁ ঋঁ

সাঁ নি | ধ প ম গ | প ম গ ম | গ ঋ সা || অন্তরা ||

| গ সা গ | প ম প | গ ম প | নি | সাঁ গঁ ঋঁ | সাঁ নি সাঁ |

| প নি ধ | প ম প | গ ম নি | প ম | প ধ প ম | গঁ |

| সা গ ম প | নি সাঁ গঁ ঋঁ | সাঁ নি প ম | গ ঋ সা ||

বেহাগ—কাওয়ালী।

| গ ম প নি | সাঁ সাঁ | নি ধ নি ধ | প ম গ | পঁ মঁ | ম গ

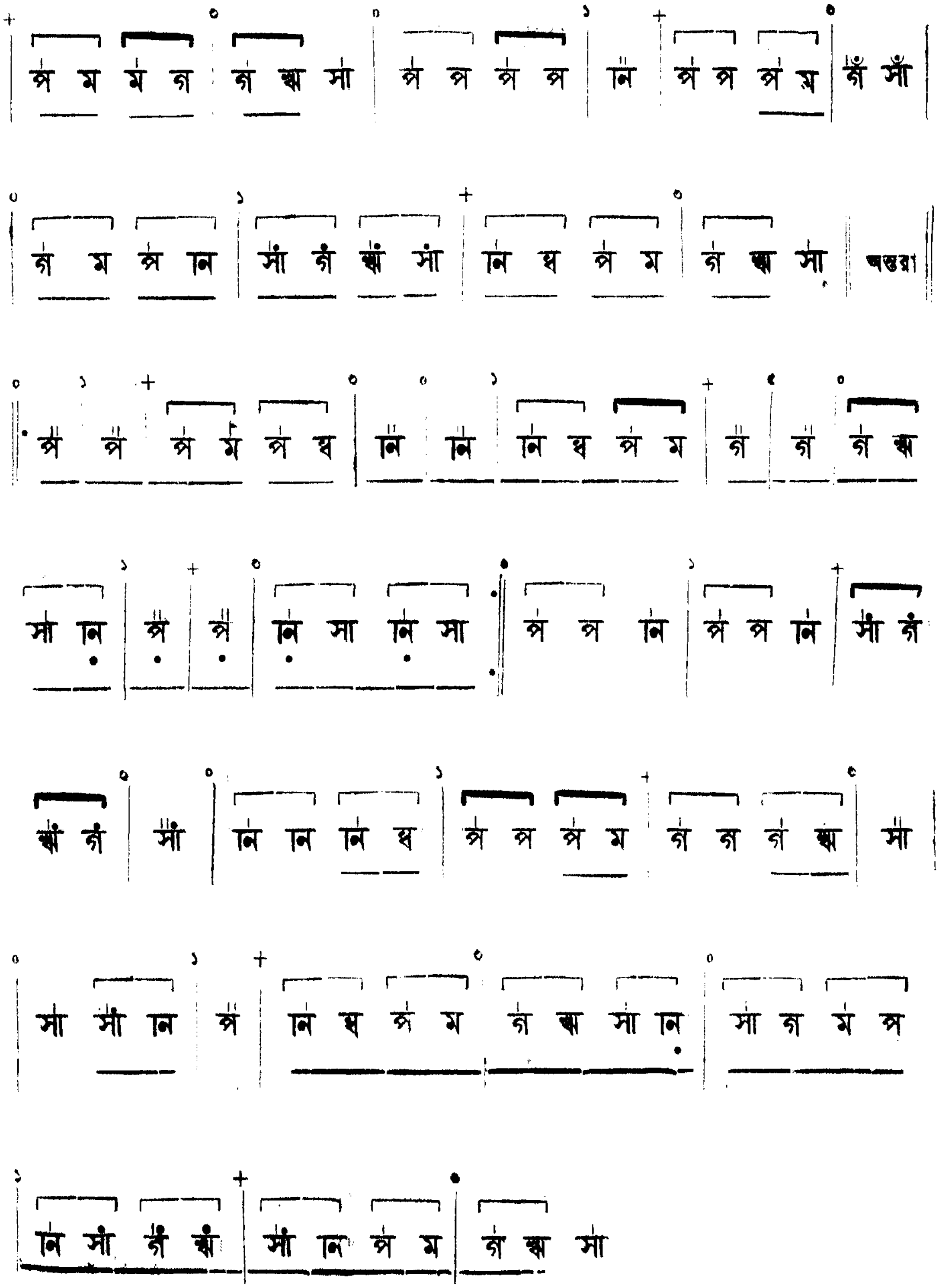
অন্তরা

বেহাগ—খ্যামটা।

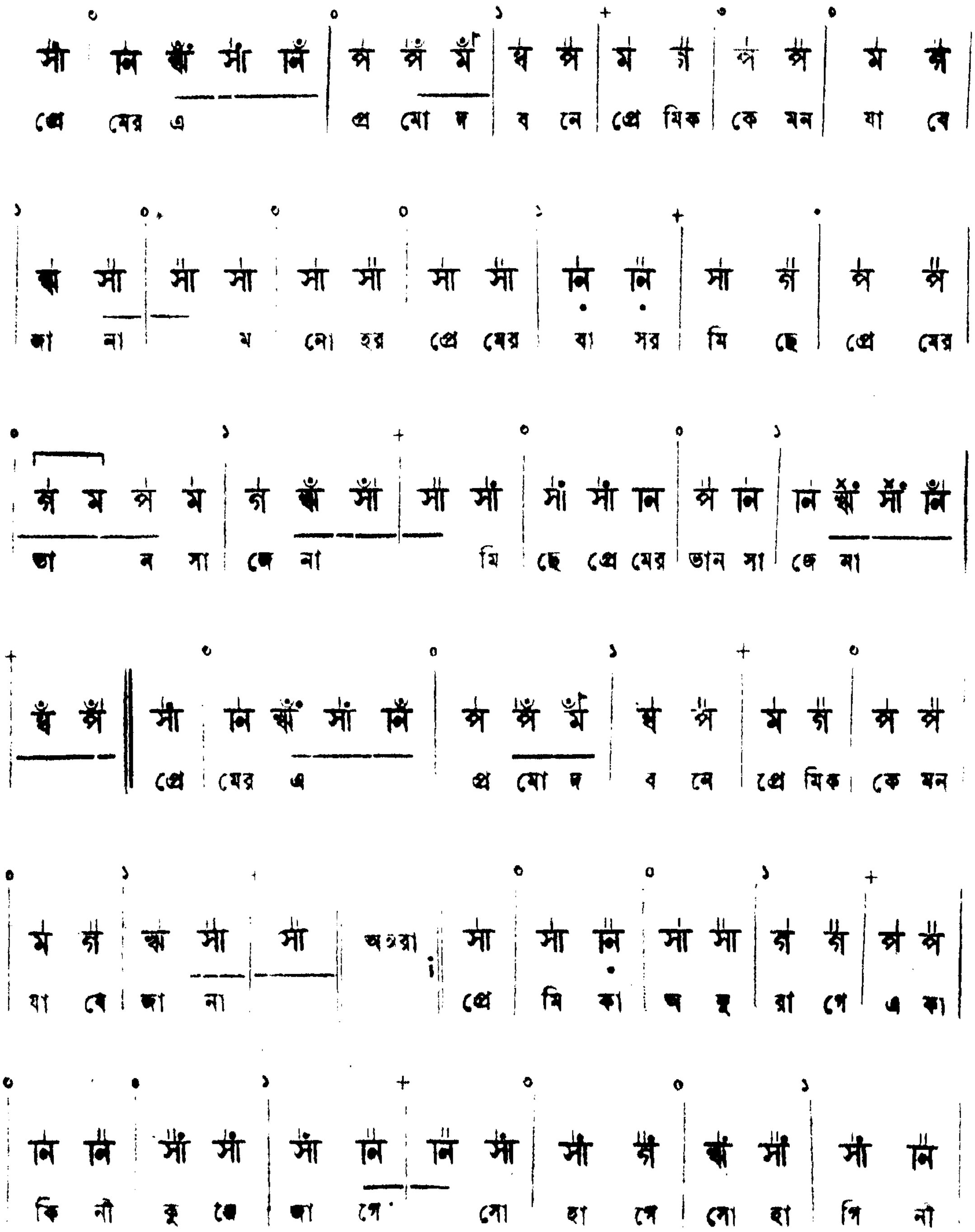
প্রে মের এ প্র মো দ ব নে প্রে মিক কে মন যা বে
জা না ম নো হর প্রে মের বা সর মি ছে প্রে মের
জা ন সা জে না মি ছে প্রে মের ভান সা জে না
প্রে মের এ প্র মো দ ব নে প্রে মিক কে মন
যা বে জা না অন্তরা প্রে মি কা অ নু রা গে এ কা
কি নী কু ঞ্জে জা গে সো হা গে সো হা গি নী

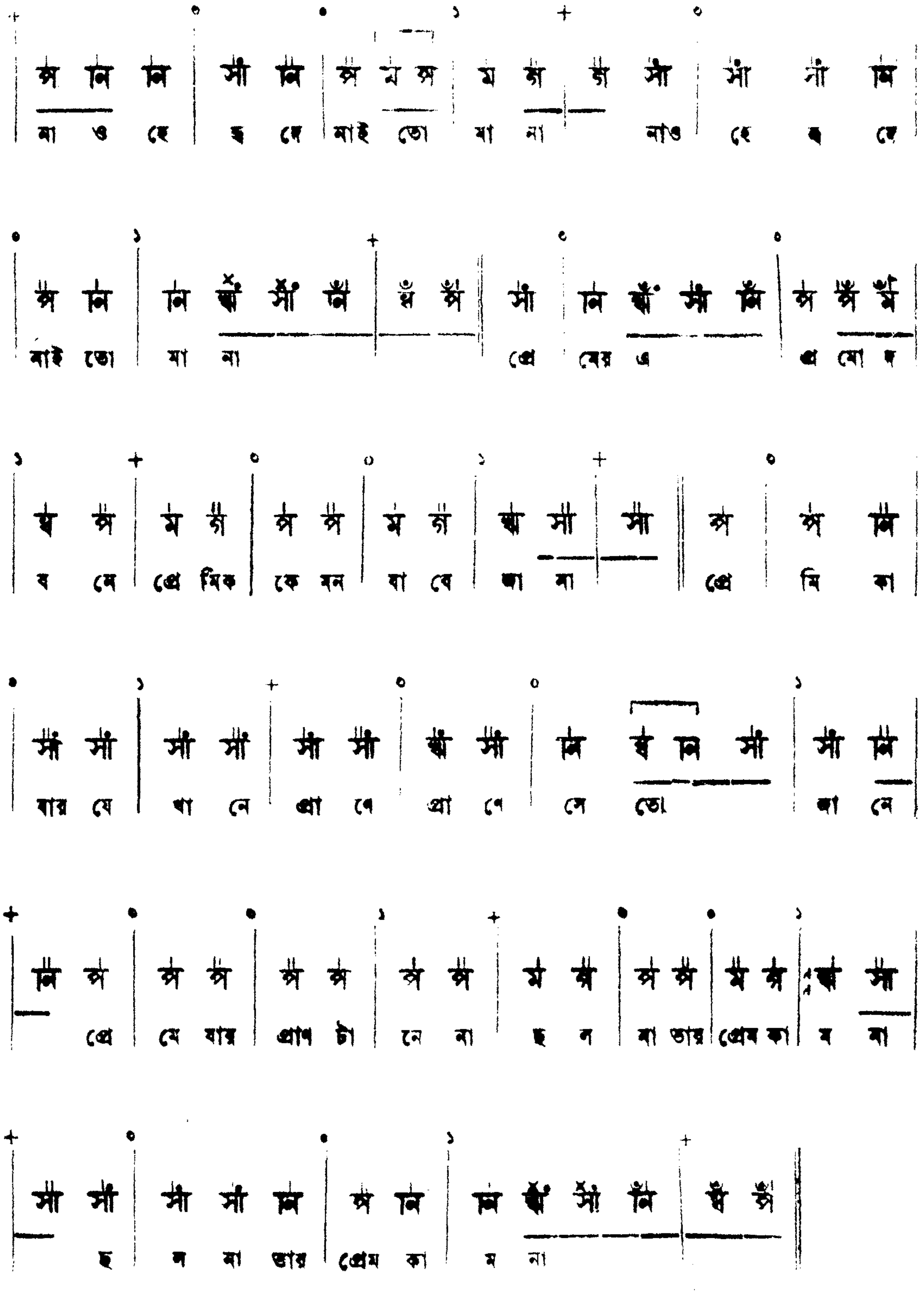

বেহাগ—একতালা। (১)

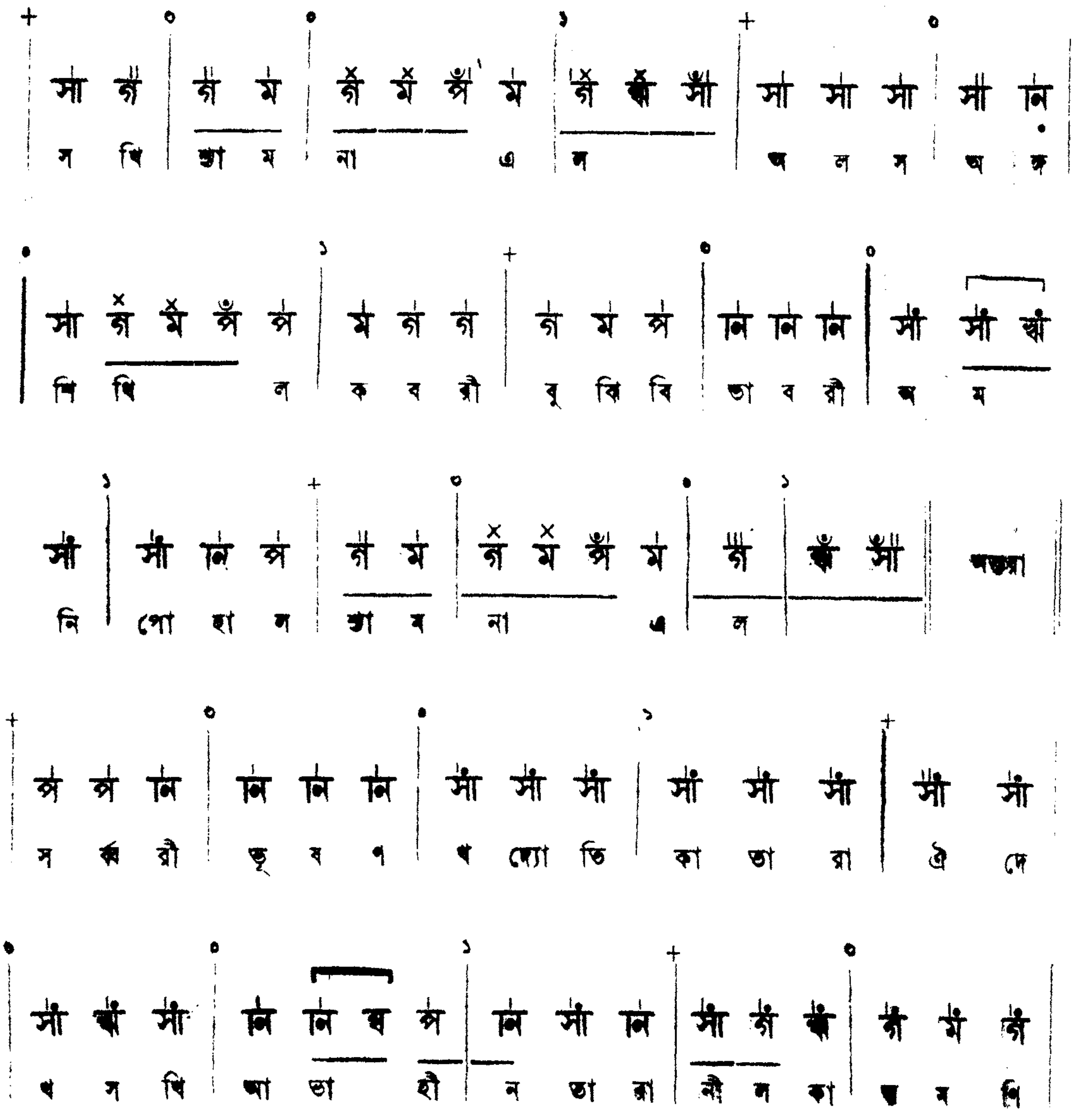

(১) এই বিখ্যাত গীতটি একজন প্রাচীন কবির রচনা। ইহাতে বেহাগের রীতি বিরুদ্ধ কোমল নি' ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু ইহা এইরূপ সুরেই প্রচলিত। এজন্ত ইহার ঐ অংশ ঐরূপ ভাবেই লিখিত হইল। ইহার অন্যান্য অংশে বেহাগের নিয়ম ঠিক, রক্ষায় আছে। গীতটি উৎকৃষ্ট বলিয়া এস্থলে ইহার স্বরলিপি প্রদত্ত হইল।

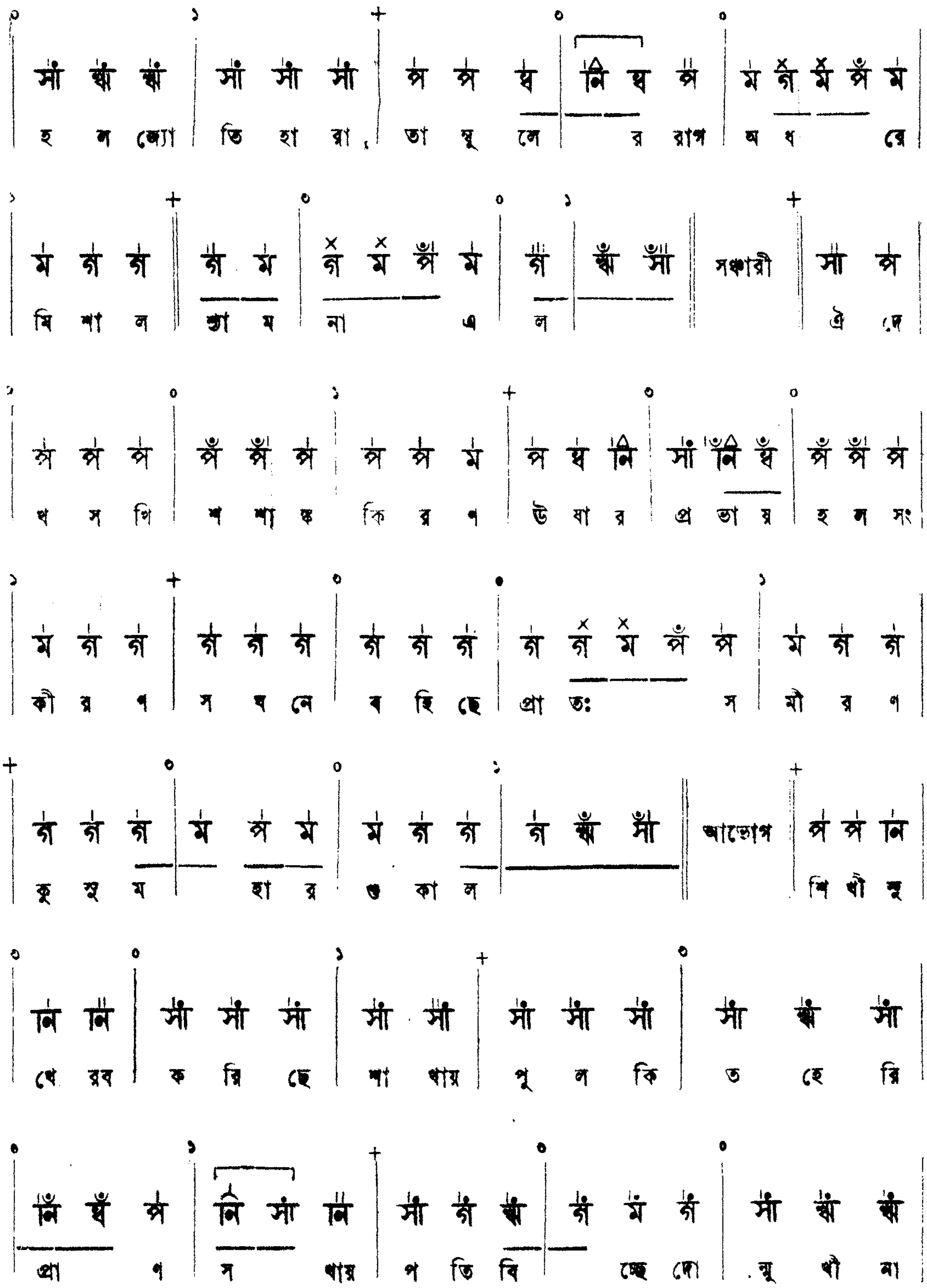
হ ল জ্যো তি হা রা, তা মু লে র রাগ অ ধ রে
মি শা ল শ্যা ম না এ ল
সঞ্চারী
ঐ দে
খ স গি শ শা ঙ্ক কি র ণ উ ষা র প্র ভা য় হ ল সং
কী র ণ স ঘ নে ব হি ছে প্রা তঃ স মী র ণ
কু সু ম হা র গু কা ল
আভোগ
শি খী মু
খে রব ক রি ছে শা খায় পু ল কি ত হে রি
প্রা ণ স খায় প তি বি চ্ছে দো নু খী না

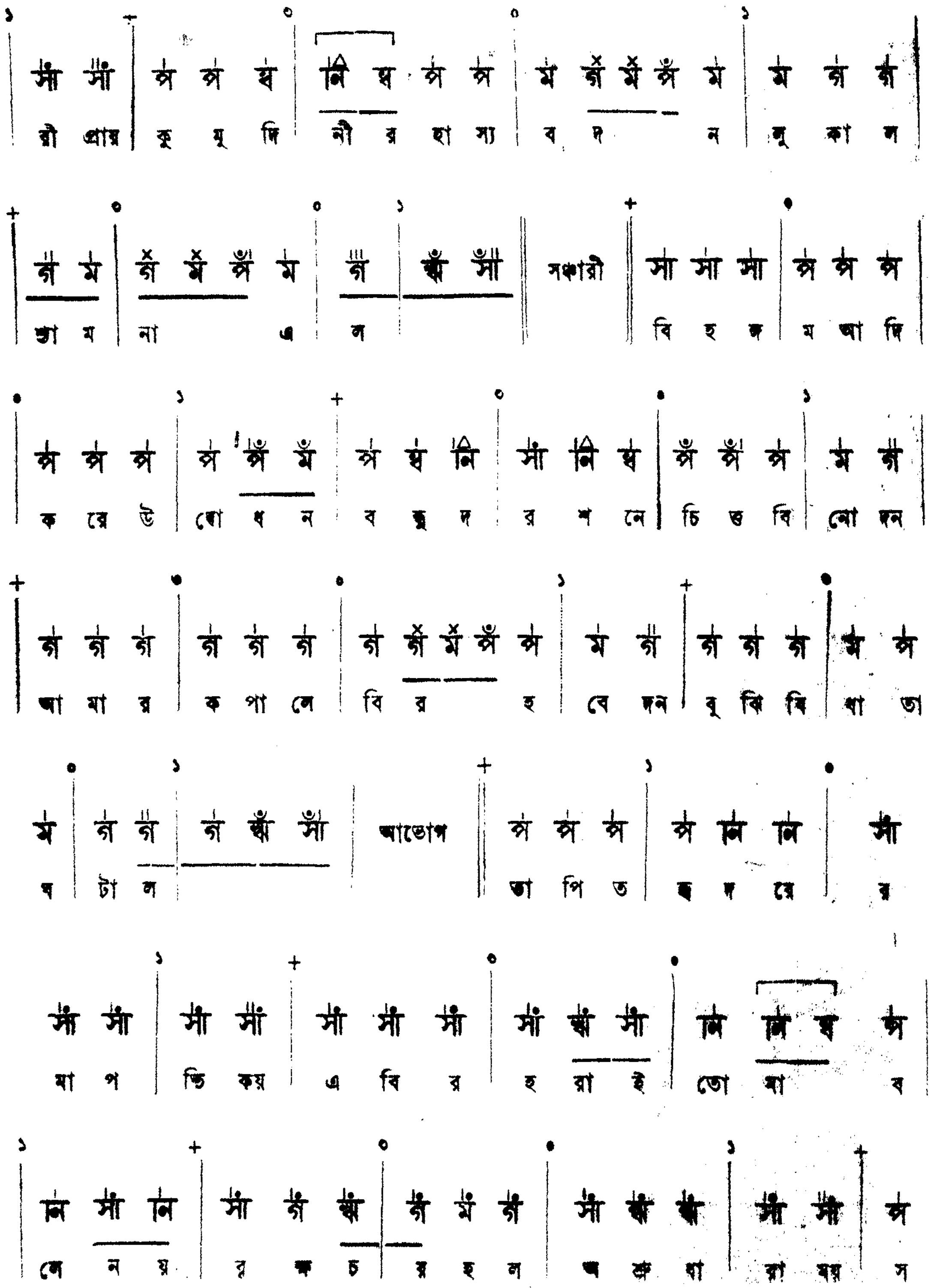
সঞ্চারী
আভোগ

ধ্ব নি ধ্ব প্ম গ্ম ম্প ম ম গ্ম গ্ম গ্ম ম গ্ম ম প্ম
রী র সুখ বি লা স ফু রা ল শ্যা ম না

র্ম র্গা র্ঋ র্সা
ল

বেহাগে ষড়জ সংক্রমণ।

বেহাগে ষড়জ সংক্রমণ প্রণালী অবিকল কেদারার ন্যায়। এজন্য এস্থলে ইহার প্রণালী লিখিত না হইয়া কেবলমাত্র দুইটী উদাহরণ লিখিত হইতেছে। তন্মধ্যে ১ম উদাহরণে ক্রমশঃ পাঁচ সুর উচ্চের গ্রামে ও ২য় উদাহরণে ক্রমশঃ পাঁচ সুর নিম্নের গ্রামে সংক্রমণ প্রণালী দর্শিত হইয়াছে।

(১) সা গ্রামের।—সা নি সা গ ম প নি সা নি প, | প ম প নি সা ঋ ম প ম ঋ,

প'গ্রামের সা নি সা গ ম প নি সা নি প,

সা গ্রামের।—ঋ সা ঋ ম প ধ সা ঋ সা ধ |

ঋ গ্রামের।—সা নি সা গ ম প নি সা নি প |

(২) সা গ্রামের।—ঋ সা ধ প ম গ ঋ | সা গ্রামের প ম ঋ সা নি ধ প

ঋ গ্রামের।—সা নি প ম গ ঋ সা || প' গ্রামের সা নি প ম গ ঋ সা |

সা গ্রামের।—সা নি প ম গ ঋ সা ||

সা গ্রামের।—সা নি প ম গ ঋ সা ||

গৌউড় সারঙ্গ।

ইহা সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। ইহাতে দুই ম ব্যবহৃত হয়। ইহার ঠাট সা ঋ গ ম ম প ধ নি। গৌউড় সারঙ্গের স্বরগুলি প্রায়ই সা ঋ গ ম ও প ধ নি সা এই দুইটি চতুঃস্বারিক গ্রামে বিভক্ত হইয়া ইহার বিন্যাস প্রস্তুত হয়। এরূপ স্থলে অনেক সময় ১ম গ্রামের বিন্যাসের সহিত ২য় গ্রামের নি সুর যুক্ত থাকে, যথা :—সা নি সা গ ঋ ম গ ও ২য় গ্রামের বিন্যাসে ১ম গ্রামের ম' সুর তীব্র হইয়া নি' স্বরূপে ইহার বিন্যাসের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে যথা :—প ম প নি ধ সা নি |

গৌউড় সারঙ্গে প্রকৃত ম স্বুরের ব্যবহার।

ইহাতে এইরূপ স্থলে স্বাভাবিক ম' ব্যবহৃত হয় যথা :—গ ম গ, ঋ ম গ, প ম ঋ, সা ম প, গ ম ধ,

গৌউড় সারঙ্গে কড়িম'র ব্যবহার।

ইহাতে এইরূপ স্থলে কড়িম' ব্যবহৃত হয় যথা :—প ম প, গ ম প, প ম ধ, ধ ম প, নি ম প, নি ম ধ, ধ ম ধ, ইহাতে প ম গ এই বিন্যাসে সচরাচর প্রকৃত ম ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এই বিন্যাসে কড়িম' ব্যবহার করিতে হইলে গ' সুরের পর প্রকৃত ম স্বুর ও পুনরায় গ' ব্যবহৃত হইবে যথা :—প ম গ ম গ অন্যান্য স্থলে গ' সুরের পূর্ব্বে ম' থাকিলে ঐ ম স্বাভাবিক হইবে। গ স্বুরের পরে ম থাকিলে ঐ ম স্বাভাবিক বা কড়ি এই দুই প্রকার হইতে পারে। কড়ি হইলে ম' স্বুরের পর প' স্বুর ব্যবহৃত হইবে যথা ;—গ ম প স্বাভাবিক ম সুরের পর গ, ঋ বা প' স্বুর ব্যবহৃত হইতে পারে। গ ম গ, গ ম ঋ, গ ম প।

গৌউড় সারঙ্গে নিষিদ্ধ স্বুরান্তর।

ইহাতে ঋ+ম, ম+ঋ, সা+ম, ম+সা, ম+সা, ঋ+ম এই সকল স্বুরান্তর ব্যবহৃত হয় না।

গৌউড় সারঙ্গে নিষিদ্ধ বিন্যাস।

ইহাতে সা ঋ গ, সা ঋ ম, সা ম ঋ, গ ম সা, ঋ ম সা, ম সা ঋ, ম সা গ, ঋ ম প, ঋ প ম, ঋ প গ, ম প ঋ, প ঋ ম, এই সকল বিন্যাস ব্যবহৃত হয় না।

ইহার ১ম চতুঃস্বারিক গ্রামে সা সুরের পর ঋ' ব্যবহৃত হইয়া ঐ ঋ' সুর গ' এ না গিয়া পুনরায় সা সুরে ফিরিয়া আসিবে যথা :—সা ঋ সা কিন্তু সা' হইতে গ সুরে যাইতে হইলে, ঋ দিয়া না গিয়া একেবারে গ'এ যাইতে হইবে যথা :—সা গ।

গৌউড় সারঙ্গের রূপ প্রকাশক স্বর ও বিন্যাস।

গৌউড় সারঙ্গের রূপ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে স্থান বিশেষে ম ও ম' সুরের ব্যবহারে, পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ সুরান্তরের ও বিন্যাসের অব্যবহারে এবং সা গ ঋ ম গ এইরূপ বিন্যাসের ব্যবহারে প্রকাশ পায়।

গৌউড় সারঙ্গে অন্য রাগের ভাব।

ইহার ১ম গ্রামের বিন্যাস অনুলোমে অনেকটা বেহাগের ন্যায় যথা :—সা নি সা গ ম গ, কিন্তু এরূপ স্থলে যাহাতে বেহাগের ভাব না আসে সেই জন্য গ সুরের পরে ঋ ম এই দুই সুরের দ্বারা বেহাগের ভাব নষ্ট করা হয় যথা :—সা নি সা গ ঋ ম গ। ইহার ২য় চতুঃস্বারিক গ্রামের বিন্যাস অনেকটা ইমনের ন্যায়। তবে ইমনের বিন্যাস অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে পাছে ইমনের ভাব আসে এই জন্য ম' হীন এই সকল বিন্যাস প্রায়ই ব্যবহৃত হয় যথা :— প নি ধ নি সা, প নি ধ সা নি ধ প, কিন্তু এই দুইটি বিন্যাসের বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, ইহারা ১ম গ্রামের সা গ ঋ গ ম ও সা গ ঋ ম গ ঋ সা এই দুইটীর অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ২য় গ্রামের বিন্যাসে ইমনের ভাব দূর করিবার জন্য ইমনের বিন্যাসের পরে প্রকৃত ম সুর এইরূপে ব্যবহৃত হয় যথা :—প ম' প ধ নি ম' ধ প ম গ।

এক গ্রামের বিন্যাসের অনুকরণের অন্য গ্রামের বিন্যাস।

ইহাতে যদিও ১ম চতুঃস্বারিক গ্রামের সকল প্রকার বিন্যাসের অনুকরণে ২য় গ্রামের বিন্যাস প্রস্তুত হইতে পারে কিন্তু ২য় গ্রামের সর্ব্ব প্রকার বিন্যাসের অনুকরণে ১ম গ্রামের বিন্যাস প্রস্তুত হইতে পারে না। যথা :—২য় গ্রামের প ম' প ধ নি ধ প'র অনুকরণে ১ম গ্রামের বিন্যাস সা নি সা ঋ গ ঋ সা হইতে পারে না।

গৌউড় সারঙ্গের সুরান্তর।

দ্বিতীয়ান্তর।

অনুলোম।

স+ঋ।— | সা | +ঋ সা নি় | সা | গ ||

ঋ+গ।— | ঋ+গ | ঋ ম | গ | প ||

গ+ম।— | প ম প ধ | প গ+ম | ঋ ম | গ ঋ সা |

গ+ম।— | সা গ | ঋ ম | গ+ম | প ||

ম+প।— | প ম | গ ম+প | ম গ ঋ ম | গ ||

ম+প।— | প | ম+প | ধ প | ম গ |

প+ধ।— | প+ধ | প ম গ | ঋ ম | গ |

ধ+নি।— | গ ম | প ধ+নি | প ম | গ ||

নি+র্সা।— | ধ নি+ | র্সা ধ | প ম | র্গ ||

বিলোম।

র্সা+নি।— | প ম ধ | র্সা+নি | প ম | গ ||

নি+ধ।— | র্সা নি+ | ধ নি ধ | প ম | গ ||

ধ+প।— | সা নি় সা | গ প | ম ধ | +প ||

প+ম।— | সা গ ঋ | ম গ | প+ম ধ | প ||

প+ম।— | র্সা নি র্সা | ধ নি | প+ম | গ ||

ম+গ।— | প ম | +গ ম | ঋ ম | গ ||

ম+গ।— | সা গ | ঋ ম+ | গ প | ম প ||

গ+ঋ।— | সা গ+ | ঋ ম | গ ঋ | সা ||

ঋ+সা।— | প ম গ | ঋ ম | গ ঋ+ | সা ||

তৃতীয়ান্তর।

অনুলোম।

সা+গ।—| সা নি | সা+গ | ঋ ম | গ ||

ঋ+ম।—| সা গ | ঋ+ম | গ প ম | প ||

ঋ+ম।—ব্যবহার নাই।

গ+প।—| গ+প | ম ধ | প ম | গ ||

ম+ধ।—| ম গ | ম+ধ | প ম | গ ||

ম+ধ।—| সা গ | ঋ ম | গ প | ম+ধ ||

প+নি।—| প+নি | ধ নি ধ | প ম | গ ||

ধ+সা।—| প ম | ধ+সা | নি সা | ধ প ||

নি+ঋ।—| ধ সা | নি+ঋ | সা নি সা | ধ প ||

বিলোম।

সা+ধ।—| সা+ধ | ঋ সা | নি ধ | ম প ||

নি+প।—| সা নি | ধ নি+ | প ম | প ||

ধ+ম।—| নি ধ | প ধ+ | ম প | ম গ ||

ধ+ম।—| প ম প | ধ+ম | গ ঋ | ম গ ||

প+গ।—| প ম প+ | গ ম | গ ঋ | সা |

ম+ঋ।—ব্যবহার নাই।

ম+ঋ।—| প ম | প গ | ম+ঋ | সা ||

গ+সা।—| প গ | ঋ ম | গ+সা | ঋ সা ||

ঋ+নি।—| প ম | প ম গ | ঋ+নি | সা ||

গৌউড় সারঙ্গে ৩য়ান্তর অপেক্ষা বৃহদন্তরের সুর ব্যবহৃত হয় না। ৪র্থান্তর বিশিষ্ট সুরের মধ্যে সা+ম, ম+নি, প+সা, ধ+ঋ, নি+গ, সা+প, নি+ম, গ+নি, ঋ+প এই সকল সুরান্তর অল্প স্থলেই ব্যবহৃত হয় এবং সা+ম, গ+ধ, ম+নি, নি+ম, ধ+গ, ম+সা, ঋ+ধ, ইহারা অব্যবহার্য্য। অতএব এস্থলে গৌউড় সারঙ্গের কেবল ব্যবহার্য্য সুরান্তর গুলি লিখিত হইতেছে। তবে এই সকল সুরান্তরের ১ম সুর ম' ব্যতীত অন্য সুর হইলে অনেক স্থলে এই সকল সুরান্তরের ১ম সুরটি কোন পদের শেষ সুর ও ২য়টি অন্য পদের ১ম সুর রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অনুলোম।

সা+ম।—| স্বল্প ব্যবহৃত গ ঋ | সা+ম | গ প | ম প

ম+নি।—| প ম+ | নি ধ | প ম | গ |

প+সা।—| ম গ | প ম | ধ প+ | সা ||

ধ+ঋ।—| সা ধ+ | ঋ সা | নি সা | ধ প ||

মি+গ।—| প ম প | সা নি+ | গ ঋ | ম গ ||

বিলোম।

সা+প।—| ধ নি সা+ | প ধ প | ম গ ঋ | ম গ ||

নি+ম।—| ম প ধ | নি+ম প | ম গ ঋ | ম গ ||

গ+নি।—| প ম গ | ম ঋ | গ+নি | ঋ সা ||

প+ঋ।—| গ ঋ | ম গ | প ম প+ | ঋ সা ||

পঞ্চমান্তর।

পঞ্চমান্তর বিশিষ্ট সুরের মধ্যে অনুলোমে কেবল সা+প, গ+নি, ও বিলোমে কেবল সা+ম, নি+গ, প+সা ব্যবহৃত হয় এবং ইহারা প্রায়ই বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পঞ্চমান্তর।

অনুলোম।

সা+প।—| ম গ | ঋ সা+ | প ম | ধ প ||

গ+নি।—| ধ প | ম গ+ | নি ধ | ম প ||

বিলোম।

সা+ম।—| সা নি সা+ | ম ধ প | ম গ ঋ | ম গ |

নি+গ।—| নি সা | ধ নি+ | গ প | ম প ||

প+সা।—| গ ম | প+ | সা গ ঋ ম | গ ||

গৌউড় সারঙ্গে ব্যবহৃত কতিপয় বিন্যাস।

সা গ ম ঋ ম গ ম প ধ নি সাঁ, ধ প ম গ ম গ ঋ

গ ম গ, ম গ ম প ম গ ম ঋ গ ঋ সা, প ম ধ প সাঁ,

সা নি ধ ঋঁ সাঁ নি ধ ম ধ প, প ম প ম গ ঋ ম গ,

প ম ধ নি ম প, নি ধ প ম প ম গ প ঋ সা, গ প

ম ধ ম প ম গ, গ ম প ধ নি ধ নি সাঁ, ধ প ম প ম

গ ঋ ম গ ম ঋ সা, ধ ম প ম গ ঋ ম গ, ধ প ম

প ম গ ম ঋ সা, নি সা গ ঋ ম গ, গ প ম ধ ম প

ম গ, গ ঋ ম গ প ম প, ধ নি ধ নি সাঁ নি ধ ম প,

প ম প সাঁ, সাঁ ধ ঋঁ সাঁ নি ধ প, ধ ম প ম গ ঋ ম গ,

ধ প ম প ম গ ম ঋ সা, ম প নি ধ সাঁ, ধ প ম গ ঋ

ম গ সা, প ম ধ প নি ধ সাঁ, গ প ম প ম ধ প,

সা ম গ ম প ধ নি,

গৌউড় সারঙ্গে নির্দ্ধারিত নিয়মে স্বরবিন্যাস।

এই রাগের কেবলমাত্র ১ম গ্রামে অর্থাৎ সা ঋ গ ম এই চারিটি সুরে নির্দ্ধারিত নিয়মে স্বরবিন্যাস গঠিত হইয়া থাকে যথা :—

(১) সা সুরের পর ঋ' ব্যবহৃত হইয়া ঐ ঋ' সুর গ, ম, প, বা ধ সুরে না গিয়া সা, নি, ধ, প, অথবা ম, সুরে গমন করিতে পারে যথা :—সা ঋ সা, সা ঋ নি, সা ঋ ধ, সা ঋ প, সা ঋ ম,।

কিন্তু এই শেষোক্ত বিন্যাসে ম সুরের পর কেবল প, ধ, বা নি হইতে পারে।

(২) নি সুরের পর ঋ ব্যবহৃত হইয়া ঐ ঋ সুর গ, ম, প বা ধ সুরে না গিয়া সা, নি, ধ, প, বা ম সুরে যাইতে পারে যথা :—নি ঋ সা, নি ঋ নি, নি ঋ ধ, নি ঋ প, নি ঋ ম। এই শেষ বিন্যাসের ম সুরের পর কেবল প বা ধ হইতে পারে।

(৩) গ' সুরের পর ঋ ব্যবহৃত হইয়া ঐ ঋ সুর সা, গ বা ম সুরে যাইতে পারে। যথা :—গ ঋ সা, গ ঋ গ, গ ঋ ম,। কিন্তু গ ঋ ম'র পরে পুনরায় গ হইবে যথা :—গ ঋ ম গ।

(৪) ঋ' সুরের পর ম' ব্যবহৃত হইয়া ঐ ম' সুর সা, নি, ধ, বা প সুরে যথা :—ঋ ম সা, ঋ ম নি, ঋ ম ধ, ঋ ম প, এইরূপে না গিয়া কেবল গ' সুরে যাইবে যথা :—ঋ ম গ।

গৌউড় সারঙ্গে পদের শেষে ব্যবহার্য্য সুর।

গৌউড় সারঙ্গে পদের শেষে সা ঋ গ প ধ নি এই সকল সুর ব্যবহৃত হয়।

গৌউড় সারঙ্গে পদের গঠন।

এক্ষণে গৌউড় সারঙ্গে পদের শেষে ব্যবহার্য্য সুরগুলি যদৃচ্ছাক্রমে কিয়দ্দূরান্তরে লিখিয়া পরে উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্যাসগুলি প্রথমে যতদূর সম্ভব সহজ করিয়া অর্থাৎ ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন ভাবে লিখিত হইতেছে কেবল গৌউড় সারঙ্গে ১ম চতুঃস্বারিক গ্রামের সা ঋ গ ম এই চারিটি সুরের বিন্যাস পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়মে লিখিত হইয়া গ হইতে ঋ পর্য্যন্ত এই সাতটি সুরের মধ্যে এবং ঋ হইতে গ পর্য্যন্ত এই সাতটি সুরের মধ্যে যে কোন সুর হইতে যে কোন সুর পর্য্যন্ত ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন ভাবে লিখিত হইতেছে। যথা :—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

প, গ, ধ, প, ঋঁ, প, নি, গ, প, সা,

এক্ষণে এই সকল সুরের পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলি প্রথমে এইরূপে পূরণ করা হইতেছে যথা :—

১ ২ ৩ ৪

সা গ ম প, প ম গ, গ ম প ধ, ধ প, ধ নি সাঁ ঋঁ,

৬ ৭ ৮ ১০

সাঁ নি ধ প, প ধ নি, ধ প ম গ, গ ম প, ম গ ঋ সা,

অতঃপর এই স্বরগ্রামে রাগ গঠনের পূর্ব্বোক্ত ২১টি সাধারণ নিয়ম অনুসারে (১) রাগের রূপ প্রকাশক সুর ও বিন্যাসের ব্যবহার, (২) অনুলোম ও বিলোম গতির মিশ্রণ, (৩) ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন গতির সহিত উল্লম্ফনে সুরের ব্যবহার, (৪) বিচিত্রতার জন্য স্থানে স্থানে পর পর সুরের পুনরাবৃত্তি ও (৫) বিভিন্ন মাত্রা যোগে ছন্দের বিচিত্রতা করিয়া লিখিত হইতেছে। ইহাতে বিচিত্রতার জন্য ব্যবহৃত অতিরিক্ত সুরগুলি বন্ধনীর মধ্যে লিখিত হইতেছে। যথা :—

সা (নি সা গ ঋ ম) গ (প) ম প, প (ম গ ঋ) ম গ, গ

(প) ম প ধ, ধ (নি ধ প ম) প, ধ (প) নি (ধ) সাঁ (নি) ঋঁ,

সাঁ নি (ধ ম) ধ প, (ধ প ম) প ধ নি, ধ (প ম) প ম গ,

গ (ঋ গ প) ম প, ম গ ঋ (ম গ ঋ) সা, |

চতুঃস্বারিকের সাহায্যে পদ গঠন।

অতঃপর শিক্ষার্থিরা গৌউড় সারঙ্গের চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিবেন। তন্মধ্যে যে গুলিতে নিষিদ্ধ সুরান্তর অথবা নিষিদ্ধ বিন্যাস থাকিবে না, পদ গঠন কালে সেইগুলি অপরিবর্ত্তিত ভাবে ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং যে গুলিতে ঐরূপ সুরান্তর বা বিন্যাস থাকিবে সেইগুলি ব্যবহার

করিতে হইলে উহাদের মধ্যস্থিত কোন কোন স্বরের পুনরাবৃত্তির দ্বারা উহাদিগকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্যবহার করিবেন।

গৌউড় সারঙ্গ—আলাপ।

সা ন সা গ ম ঋ গ ঋ গ ম গ, গ ম প ম প,

ম ধ প ম গ ঋ ম গ ঋ সা, সা ন সা ধ ন ধ প, ম প

ন সা গ ঋ ম গ, গ প ম প, গ প ম ধ ন ম ধ

প ম গ ঋ ম গ ঋ সা, ন সা গ ঋ ম গ, প ম প ধ ন

ম প ধ প ম গ ঋ ম গ ঋ সা, অন্তরা গ প ম ধ প সাঁ, সা

ন ধ ন ম ধ প, ম গ ঋ ম গ, গ ম প ম প, প ন

ধ সা ন, প ম ধ প ম গ, গ ঋ সা ন সা ধ প, ম ধ

গ প ম গ ঋ ম গ ঋ সা,

গৌড়ড় সারঙ্গ—কাওয়ালী।

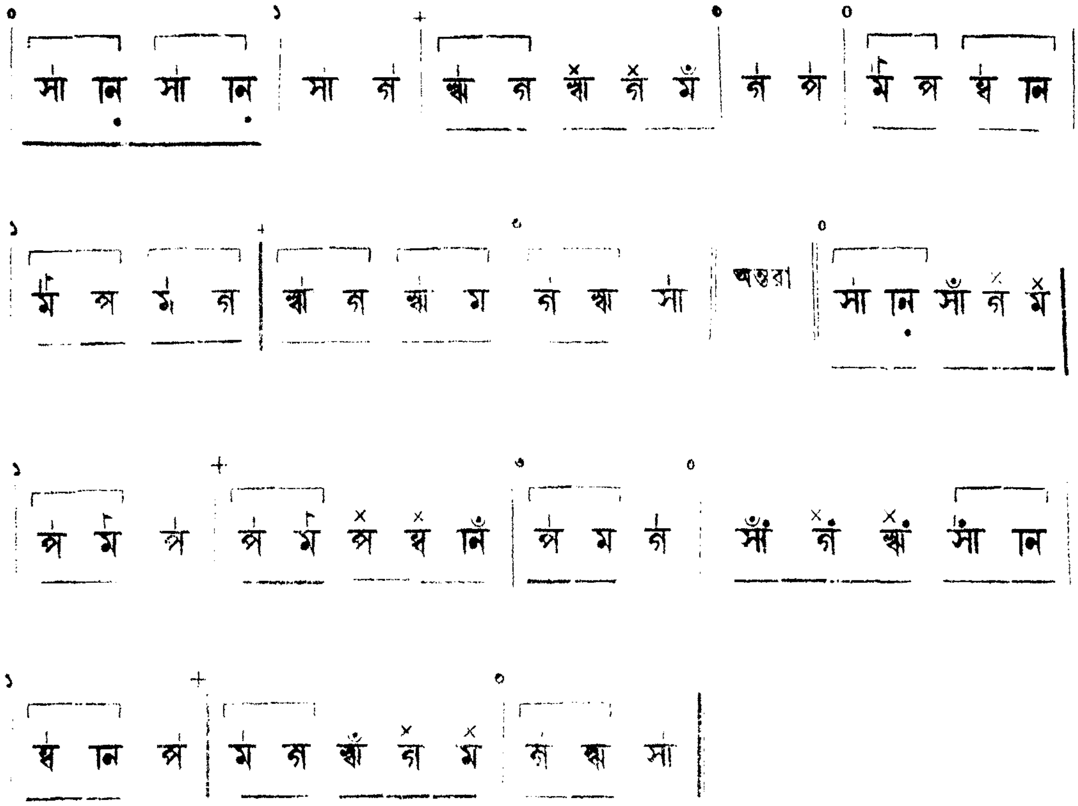

উপজ। আস্থায়ীর শেষ হইতে।

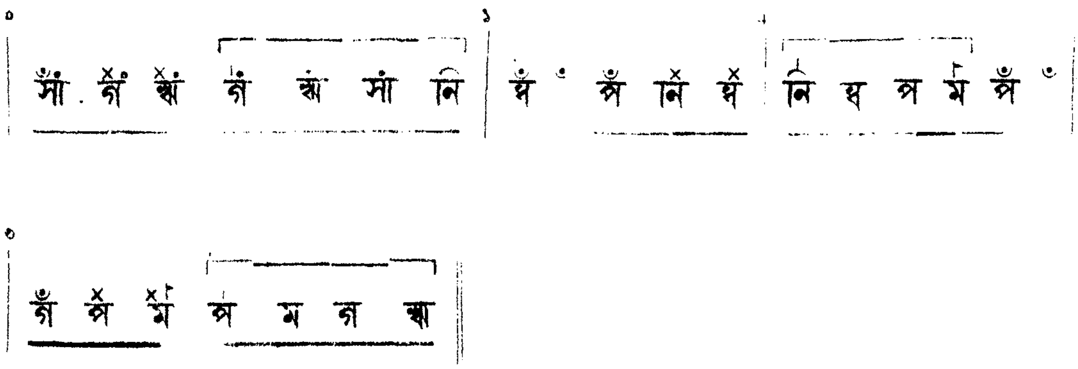

গৌউড় সারঙ্গ—কাওয়ালী।

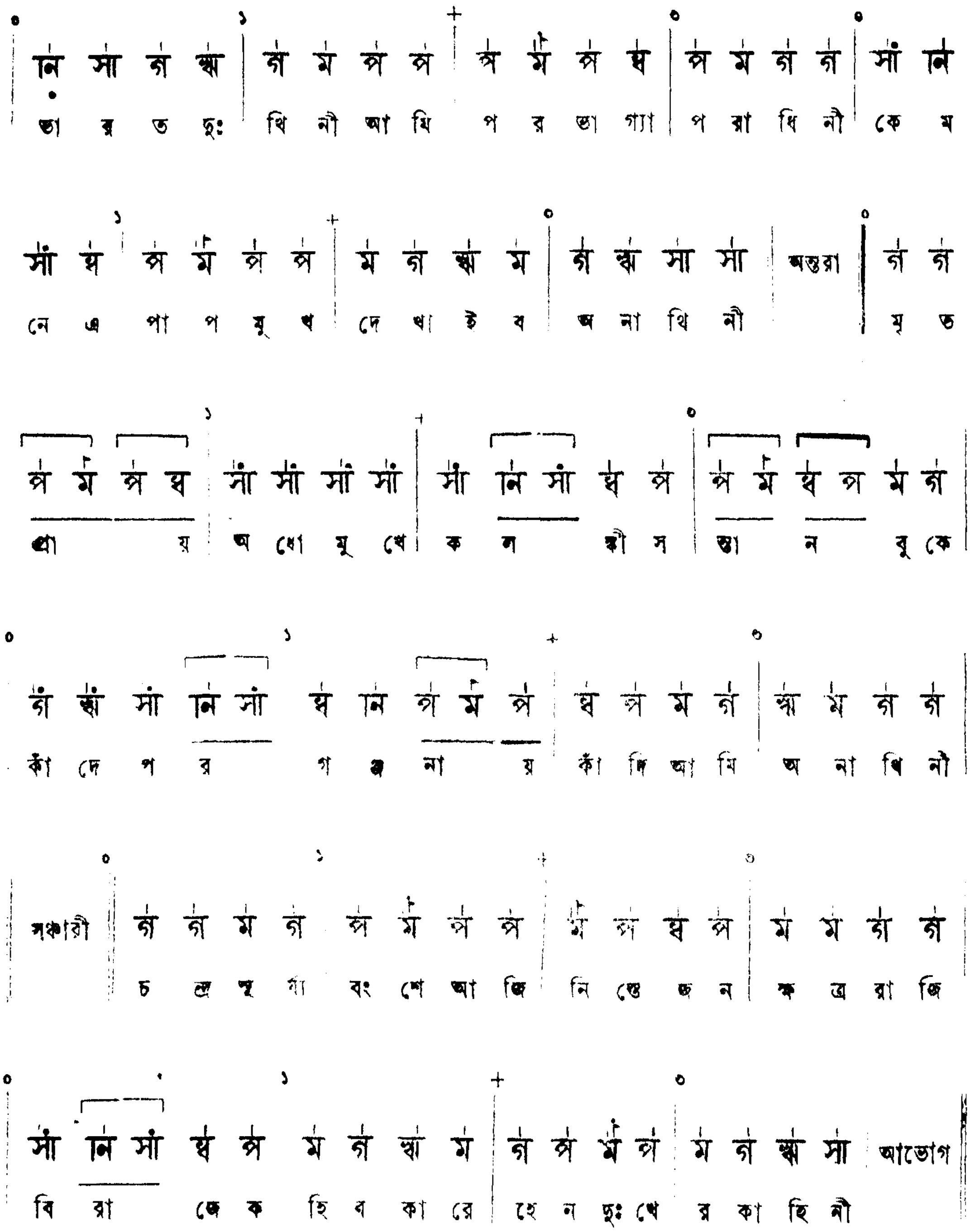

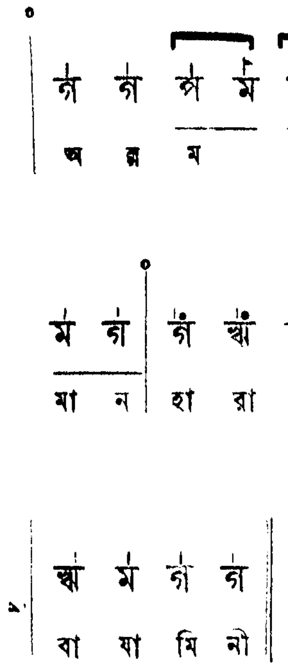

গৌউড় সারঙ্গ—কাওয়ালী।

গ ঋ সা সা | গ গ প ম | ধ প সাঁ সাঁ | সাঁ সাঁ নি | ধ প
ছি ব সি | দি ব স | গে ল চ লি | আ সি ল | গো

ম গ | প ম ধ | প ম প প | ম গ ঋ ম | গ ||
ধূ লি | ফু টি ল | তা রা গু লি | চাঁ দ এ ল | না ||

গৌউড় সারঙ্গে ষড়জ সংক্রমণ।

গৌউড় সারঙ্গে ষড়জ সংক্রমণের নিয়ম অবিকল বেহাগের ন্যায়। এইহেতু শিক্ষার্থিদের জন্য কেবল মাত্র একটি উদাহরণ দুইটি পংক্তিতে লিখিত হইতেছে। উহাতে প্রথমে সা' গ্রাম হইতে প' গ্রামে ও প' গ্রাম হইতে ঋ' গ্রামে অর্থাৎ পাঁচ সুর উচ্চের গ্রামে সংক্রমিত হইয়াছে। পরে পুনরায় ঋ' গ্রাম হইতে প' গ্রামে ও প' গ্রাম হইতে সা গ্রামে অর্থাৎ পাঁচ সুর নিম্নের গ্রামে সংক্রমিত হইয়াছে।

সা গ্রামের :—সা নি সা গ ঋ ম গ, গ প ম প প | প ম প নি ধ সাঁ নি

প গ্রামের—সা নি সা গ ঋ ম গ

সা গ্রামের।—নি ঋ সা ঋ ঋ | সা গ্রামের ঋ সা ঋ ম গ প ম, ম ধ প ধ ধ,

প গ্রামের।—গ প ম প প | ঋ গ্রামের সা নি সা গ ঋ ম গ গ প ম প প,

সা গ্রামের।—ধ প নি ধ প ম গ প ম গ ঋ | সা গ্রামের। ঋ সা গ ঋ সা নি ধ সা

ঋ গ্রামের।—প ম ধ প ম গ ঋ ম গ ঋ সা, | প' গ্রামের। প ম ধ প ম গ ঋ ম

সা' গ্রামের।—নি ধ প, | সা গ্রামের।—প ম ধ প ম গ ঋ ম গ ঋ সা, |

প' গ্রামের।—গ ঋ সা, | সা গ্রামের।—প ম ধ প ম গ ঋ ম গ ঋ সা, |

শঙ্করা।

ইহা সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। ইহার ঠাট সা ঋ গ ম প ধ নি। শঙ্করা নি সা ঋ গ ও ম প ধ নি এই দুইটি চতুঃস্বারিক গ্রামে বিভক্ত হইয়া ইহার বিন্যাস রচিত হইয়া থাকে।

ইহাতে সা+ঋ, ঋ+গ সুরান্তর ব্যবহৃত হইলেও সা ঋ গ বিন্যাস, ঋ+গ, গ+ম সুরান্তর ব্যবহৃত হইলেও ঋ গ ম বিন্যাস এবং প+ধ, ধ+নি সুরান্তর ব্যবহৃত হইলেও প ধ নি বিন্যাস ব্যবহৃত হয় না।

শঙ্করায় সুরগুলি অধিকাংশ স্থলে উল্লম্ফনে ব্যবহৃত হয় সেইজন্য ইহার অনুলোমে পর পর চারিটি সুর ক্রমোচ্চ ভাবে বড় ব্যবহৃত হয় না যথা:—পরস্থিত চতুঃস্বারিক বিন্যাসে।

চতুঃস্বারিক বিন্যাস।

অনুলোমে।

সা ঋ গ ম।—এই বিন্যাসের স্থলে সা গ ম হয়; কারণ ইহাতে সা ঋ গ ও ঋ গ ম'র ব্যবহার নাই।

ঋ গ ম প।—এই বিন্যাসের স্থলে সা গ ম প হইতে পারে; কারণ ইহাতে ঋ গ ম'র ব্যবহার নাই।

গ ম প ধ।—যদিও ইহাতে গ ম প'র ব্যবহার আছে এবং প+ধ এই সুরান্তর ও ব্যবহৃত হয়; কিন্তু গ ম প ধ'র স্থলে গ প ম ধ, গ ম প নি ধ, গ ম প ম ধ ব্যবহৃত হয়।

ম প ধ নি।—ইহার স্থলে ম প নি বা ম প নি ধ হয়; কারণ ইহাতে প ধ নি'র ব্যবহার নাই।

প ধ নি সাঁ'র স্থলে প নি ধ সাঁ, বা প নি ধ নি সাঁ হয়; কারণ ইহাতে প ধ নি'র ব্যবহার নাই।

ধ নি সাঁ ঋঁ।—ইহাতে যদিও ধ+নি, নি+সাঁ, সাঁ+ঋঁ এই সকল সুরান্তর এবং ধ নি সাঁ, নি সাঁ ঋঁ এই দুই বিন্যাস ব্যবহৃত হয়, তথাপি ধ নি সাঁ ঋঁ'র স্থলে ধ সাঁ নি ঋঁ হয়, কিন্তু কখন কখন ধ নি সাঁ ঋঁ বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় যথা:—| প নি ধ | নি সাঁ | ঋঁ নি | সাঁ ||

নি সা ঋ গ।—এই বিন্যাসের স্থলে নি সা গ হয়; কারণ ইহাতে সা ঋ গ'র ব্যবহার নাই।

চতুঃস্বারিক বিন্যাস।

ইহার বিলোমে কেবল র্সা নি ধ প, নি ধ প ম॑, গ ঋ সা নি়, ঋ সা নি় ধ় এই চারিটী ক্রমনিয় বিন্যাস ব্যবহৃত হইতে পারে। যথা:—

র্সা নি ধ প।—র্সা নি | ধ প | প নি ধ | র্সা নি ||

নি ধ প ম॑।—নি ধ | প ম॑ | ধ প | র্সা নি ||

ধ প ম॑ গ।—ইহার স্থলে ধ প ম॑ প গ হইতে পারে।

প ম॑ গ ঋ।—ইহার স্থলে প ম॑ প গ ঋ বা প ম॑ গ প গ ঋ হইয়া থাকে।

ম॑ গ ঋ সা।—ইহার স্থলে ম॑ প গ ঋ সা হইয়া থাকে।

গ ঋ সা নি়।—সা | গ প | গ ঋ | সা নি় ||

র্ঋ র্সা নি ধ।—| র্ঋ র্সা | নি ধ | প নি | ধ র্সা ||

শঙ্করার নিষিদ্ধ স্বরান্তর।

ইহাতে সা+ম॑, ঋ+গ, ঋ+ম॑, ঋ+প, ঋ+প়, ঋ+ধ, ঋ+গ়, গ+ধ, গ+ধ়, ম॑+সা, ম॑+ঋ, প+র্ঋ, প+ঋ, ধ+র্ঋ, ধ+ঋ, ধ+র্গ, ধ+গ, এই সকল স্বরান্তর ব্যবহৃত হয় না।

শঙ্করার নিষিদ্ধ বিন্যাস।

ইহাতে নি় ঋ গ, সা ঋ গ, ঋ গ ম॑, ম॑ গ ঋ, প ধ নি, প ধ র্সা, এই সকল বিন্যাস অব্যবহার্য্য।

সুরান্তর।

দ্বিতীয়ান্তর।

অনুলোম।

সা+ঋ।—সা+ঋ | সা মি | প মি | ধ সা ||

ঋ+প।—অত্যল্প ব্যবহৃত।

গ+ম।—প | গ+ম | প মি ধ | নি প ||

ম+প।—সা গ | ম+প | নি ধ | সাঁ ||

গ+ধ।—প ম ধ | ম প+ | ধ প | গ ||

ধ+মি।—সাঁ নি | ধ+নি | প গ | প ||

মি+সাঁ।—নি+সাঁ | ধ মি | প ম | গ ||

বিলোম।

সাঁ+মি।—সাঁ+নি | ধ মি | প ম প | গ ||

নি+ধ—প নি+ধ | সাঁ নি | প ম | প ||

ধ+প।—মি ধ+ | প ম প | গ ঋ | সা ||

প+ম।—| প+ম | ধ প | গ ঋ | সা ||

ম+গ।—| প ম+ | গ প | গ ঋ | সা ||

গ+ঋ।—সা গ | প ম | প গ+ | ঋ সা ||

ঋ+সা।—| প ম | গ প | প ঋ+ | সা ||

তৃতীয়ান্তর।

অনুলোম।

সা+গ।—সা+গ | প ম | প নি | ধ সাঁ ||

ঋ+ম।—ব্যবহার নাই।

বিলোম।

সাঁ+ধ।—নি সাঁ+ | ধ মি | প ম | গ ||

মি+প।—সাঁ নি+ | প ম প | গ ঋ | সা |

অনুলোম।	বিলোম।
গ+প।—সা ধ নি প ম গ+প গ	ধ+ম।—সা ধ+ ম ধ প ম গ প
ম+ধ।—প ম+ধ প নি প ম গ	প+গ।—সা গ প+গ প ম প নি
প+নি।—প+নি ধ সা নি ম ধ প	ম+ঋ।—ব্যবহার নাই।
ধ+সা।—প নি ধ+সা নি ধ নি প	গ+সা।—প নি প ম গ+সা ঋ সা
নি+ঋ।—সা নি+ ঋ সা নি ধ প	ঋ+নি।—গ সা ঋ+নি সা গ প ম প

চতুর্থান্তর।

চতুর্থান্তরের অনুলোমে কেবল ম+নি, প+সা, নি+গ, এইগুলি ব্যবহৃত হয় এবং সা+ম, ঋ+প, গ+ধ ও ধ+ঋ এইগুলির ব্যবহার নাই।

চতুর্থান্তরের বিলোমে কেবল সা+প, নি+ম, ও গ+নি, ব্যবহৃত হয় এবং ধ+গ, প+ঋ, ম+সা, ও ঋ+ধ ব্যবহৃত হয় না।

অনুলোম।	বিলোম।
ম+নি।—গ প ম+নি প ম গ	সা+প।—প নি ধ সা+ প ম ধ প
প+সা।—প ম ধ প+ সা নি প	নি+ম।—সা নি ধ নি+ ম ধ প
নি+গ।—প সা নি+গ ঋ সা নি সা	গ+নি।—সা গ+ নি ঋ সা প ম প

পঞ্চমান্তর।

পঞ্চমান্তরের অনুলোমে ও বিলোমে কেবল চারিটি করিয়া স্বরান্তর ব্যবহৃত হয়।

অনুলোম।

সা+প।—| সা+প | গ নি | ম ধ | প ||

গ+নি।—| প ম প | গ+নি | প ম ধ | প ||

ম+সা।—| গ প | নি প ম+ | সা ধ নি | প ||

নি+ম।—| প নি | সা নি+ | ম গ | প ||

বিলোম।

সা+ম।—| প নি | ধ সা+ | ম ধ | প ||

নি+গ।—| প ম প | নি+গ | প নি | ধ প ||

প+সা।—| সা গ | ঋ সা | নি ম | প+ | সা গ |
| প ম | প | গ ||

ম+নি।—| প গ | ম+নি | সা গ | প ম | প ||

ইহাতে ষষ্ঠান্তরের স্বর বড় ব্যবহৃত হয় না।

শঙ্করার রূপ।

ইহার ১ম চতুঃস্বারিক গ্রামে নি সা গ এই বেহাগের বিন্যাসে, ২য় গ্রামে ম প নি এই বেহাগের বিন্যাসে, ঐ ২য় গ্রামে আবার বেহাগের ভাব নিবারণের জন্য অনুলোমে ধ ব্যবহৃত বিন্যাসে (যথা:—প নি ধ সা নি ধ নি ম ধ প), উল্লম্ফণে অধিকাংশ স্বরের ব্যবহারে, পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ স্বরান্তরের ও নিষিদ্ধ বিন্যাসের অব্যবহারে এবং দুই ম'র স্থলে কেবল কড়ি ম'র ব্যবহারে শঙ্করার রূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শঙ্করায় বেহাগের বিন্যাস।

গৌড় সারঙ্গের ন্যায় শঙ্করাও বেহাগের উপর প্রতিষ্ঠিত যথা:—বেহাগের সা নি সা গ ও প ম প নি এই দুইটি ১ম ও ২য় চতুঃস্বারিক গ্রামের বিন্যাস শঙ্করাতেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বেহাগের ২য় চতুঃস্বারিক গ্রামের বিন্যাসকে শঙ্করায় ব্যবহার করিতে হইলে বেহাগের ভাব দূর করিবার জন্য উহার স্থান বিশেষে গ্রামের ৩য় স্বর অর্থাৎ ধ ব্যবহার করিতে হয় যথা:—নি ধ নি ম প, নি ধ নি ম ধ প, প নি ধ নি ইত্যাদি। কিন্তু বেহাগের ১ম গ্রামের বিন্যাস সা নি সা গ'কে শঙ্করায় ব্যবহার করিতে হইলে উহাতে ঐ গ্রামের ৩য়

সুর অর্থাৎ ঋ' ঐরূপে ব্যবহার করা যায় না। যথা:—প ধ প নি সা, প ধ প নি ধ সা, সা গ ধ প ইত্যাদি।

গৌড় সারঙ্গে ও শঙ্করায় প্রভেদ।

শঙ্করায় সহিত গৌড় সারঙ্গের প্রভেদ এই যে শঙ্করায় ১ম গ্রামে স গ হয় এবং ২য় গ্রামে প ধ নি না হইয়া প নি ব্যবহৃত হয়। গৌড় সারঙ্গের ১ম গ্রামে সা গ কিন্তু ২য় গ্রামে প নি ও প ধ নি এই দুইটিই ব্যবহৃত হয়। শঙ্করায় গৌড় সারঙ্গের ন্যায় দ্বিতীয় গ্রামের প নি ধ সা নি'র অনুকরণে ১ম গ্রামে সা গ ঋ ম গ হয় না; কেবলমাত্র শঙ্করায় ২য় গ্রামের সুরান্তর প + নি'র ন্যায় ১ম গ্রামের সুরান্তর সা + গ ব্যবহৃত হয়। গৌড় সারঙ্গে দুই ম কিন্তু শঙ্করায় কেবল কড়ি ম ব্যবহৃত হয়।

শঙ্করায় ব্যবহৃত কতিপয় বিন্যাস।

প ন ধ সাঁ ন, প ম ন ধ সাঁ ন, ন ধ প ম ধ প, প ম

গ প, প গ ম প ন ধ ন সাঁ, গ ম প ন, প ম গ প গ ঋ সাঁ,

সাঁ ন ম সাঁ ন, গ প ম ন ম প গ প গ ঋ সাঁ, সা গ প ম

ধ প ম প গ, প গ ম প ন ধ ন সাঁ, প গ গ ম প

ন ধ সাঁ ন, প ম গ প গ ঋ সা, গ ম প ম ধ প ন ধ ন

সাঁ, সাঁ ন ঋ সাঁ ন ম প ন ধ, সাঁ ন ম সাঁ ন প ম প,

গ প ম ন ম প গ প গ সা, প ম গ ম প সাঁ ন ধ প

প গ প ম ধ প গ ঋ সা |

শঙ্করায় পদের শেষ সুর।

শঙ্করায় পদের শেষে সা গ প নি এই চারিটি সুর ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে শঙ্করায় পদের শেষে ব্যবহার্য্য সুরগুলি যদৃচ্ছাক্রমে কিয়দ্দূরান্তরে লিখিত হইতেছে। যথা :—

১   ২   ৩   ৪   ৫

প,   গ,   নি,   সাঁ,   সা,

এক্ষণে এই সকল সুরের পূর্ব্ববর্ত্তী পদের বিন্যাসগুলি যতদূর সম্ভব ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন ভাবে লিখিত হইতেছে। এস্থলে কেবলমাত্র যে যে স্থলে ক্রমোচ্চ গতি অসম্ভব কেবল সেই সেই স্থলে ক্রমোচ্চ গতির অন্যথা করা হইয়াছে কিন্তু বিলোমের সমস্ত বিন্যাসগুলি ক্রমনিম্ন ভাবেই লিখিত হইতেছে।

১   ২   ৩   ৪   ৫

সাঁ নি ধ প, প ম গ, গ ম প নি, প নি সাঁ, নি ধ প ম গ ঋ সা,

অতঃপর এই স্বরগ্রামে রাগ গঠনের পূর্ব্বোক্ত ২ টি নিয়ম অনুসারে (১) রাগের রূপ প্রকাশক সুর ও বিন্যাসের ব্যবহার, (২) অনুলোম ও বিলোম গতির মিশ্রণ, (৩ ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন গতির সহিত উল্লম্ফনে সুরের ব্যবহার, (৪) বিচিত্রতার জন্য স্থানে স্থানে পর পর স্বরের পুনরাবৃত্তি, (৫) নিষিদ্ধ সুরান্তর ও বিন্যাসের পরিহার এবং (৬) বিভিন্ন মাত্রাযোগে ছন্দের বিচিত্রতা হইয়াছে।

(১)

সাঁ নিঁ ধঁ নি ধ ম ধ প, প নিঁ ধঁ সাঁ নি ধ পঁ মঁ প গ,

(২)   (৩)   (৪)

গ প ম ধ প মঁ পঁ নি, সা গ ঋ সাঁ নিঁ নঁ পঁ নি ধ সাঁ,

নি ধঁ নিঁ পঁ মঁ প গ প গঁ ঋঁ সা,

এস্থলে শিক্ষার্থিরা প্রথমতঃ দেখিবেন যে, অনুলোম ও বিলোম গতির মিশ্রণে অনুলোম গতির অংশে চতুঃবারিকের নিয়ম অনুসারে (৩) চিহ্নিত স্থানে সা ও গ'র স্থানে সা গ ও (১), (২), এবং (৪) চিহ্নিত

স্থানে প ধ নি'র পরিবর্ত্তে প নি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এস্থলে রাগ গঠনের ২১টি নিয়মের কোনটি লঙ্ঘন করা হয় নাই এবং ইহাতে কোন নিষিদ্ধ স্বরান্তর বা বিন্যাস ব্যবহৃত হয় নাই।

চতুঃস্বারিকের সাহায্যে পদ গঠন।

অতঃপর শিক্ষার্থিরা শঙ্করার চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিবেন। তন্মধ্যে যে গুলিতে নিষিদ্ধ স্বরান্তর অথবা নিষিদ্ধ বিন্যাস না থাকিবে সেইগুলি অপরিবর্ত্তিত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং যেগুলিতে ঐরূপ স্বরান্তর বা বিন্যাস থাকিবে সেইগুলি ব্যবহার করিতে হইলে উহাদিগকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্যবহার করিবেন।

শঙ্করার আলাপ।

সা নি সা নি ধ নি প, ম প নি ধ সা নি, সা নি সা গ সা গ প,

প ম প গ প নি ধ নি ম ধ প ম প গ, প ম প গ প

গ র সা নি র সা, সা নি সা গ সা গ, প ম প নি ধ নি

ম ধ প, প ম প গ প ম ধ প গ প গ র সা, ‖ অন্তরা ‖

প ম প নি ধ নি সা, সা নি সা গ, গ প ম প গ প গ র

সা, সা নি ধ নি ম প নি ধ সা নি, প ম ধ প, প ম প গ

প গ, প ম প গ প গ র সা, সা সা র ' সা ‖

শঙ্করা—কাওয়ালী।

| ন সা ন ধ | প ম ন ধ সা ন | প ম গঁ পঁ | গ ঋ সা |

| সা গ | প ম ধঁ প ন | সাঁ ঋঁ নঁ ধ ন | প ম ধঁ প || অন্তরা ||

| গ প গ | প ম প | ন ম পঁ ন ধ | সা ন | সা গঁ ঋঁ সাঁ নঁ |

| ধ ন প | ম ধ প ম | গ ঋ সা ||

উপেজ। আস্থায়ীর শেষ হইতে।

| গঁ ঋঁ সা ন সাঁ গঁ | ঋঁ সা ন ধ প ন | সা ন ধ প ম ধ |

| ন ধ প ম গ প ||

শঙ্করা—কাওয়ালী।

| সা সা ন প | প ন ধ সা ন | প ম গ প | গঁ ঋঁ সা |
| গ ভী র নি | শী থে কে ম | জা গি লি রে | ম ন |

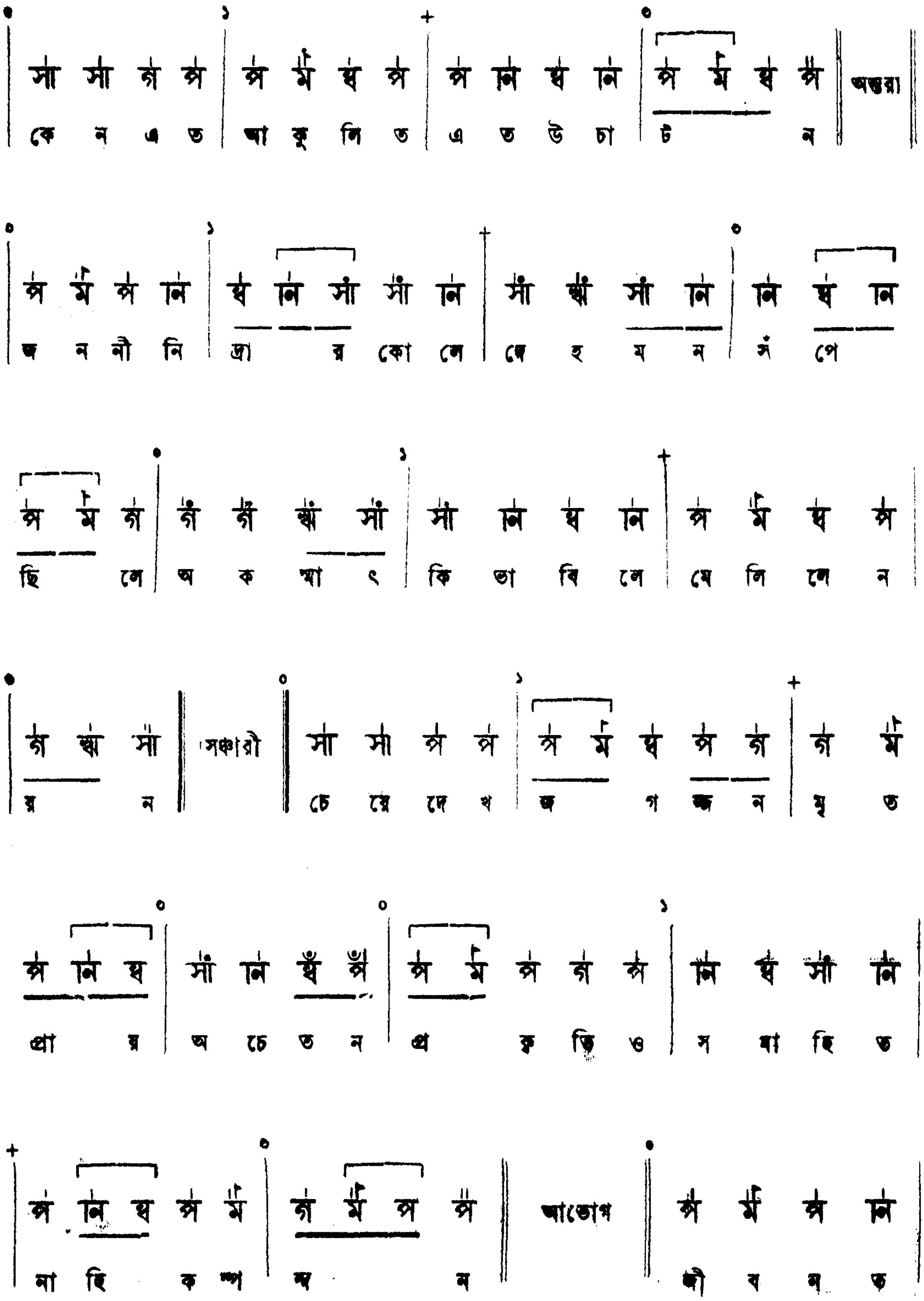
কে ন এ ত আ কু লি ত এ ত উ চা ট ন
অন্তরা
জ ন নী নি দ্রা র কো লে হে হ ম ন সঁ পে
ছি লে অ ক স্মা ৎ কি ভা বি লে মে লি লে ন
য় ন
সঞ্চারী
চে য়ে দে খ জ গ জ্জ ন মৃ ত
প্রা য় অ চে ত ন প্র কৃ তি ও স মা হি ত
না হি ক ম্প ম ন
আভোগ
জী ব ন্ ত

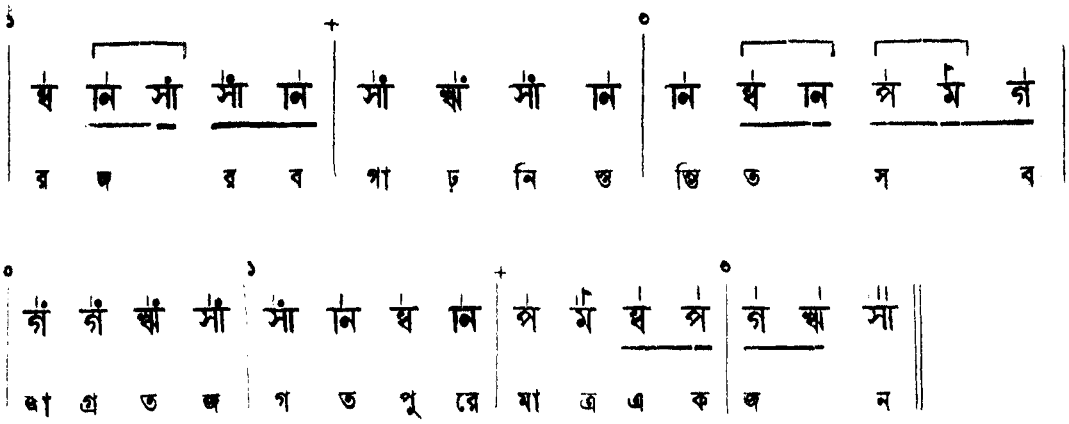
র জ র ব গা ঢ় নি স্ত ব্ধি ত স ব
জা গ্র ত জ গ ত পু রে মা ত্র এ ক জ ন

শঙ্করা—কাওয়ালী।

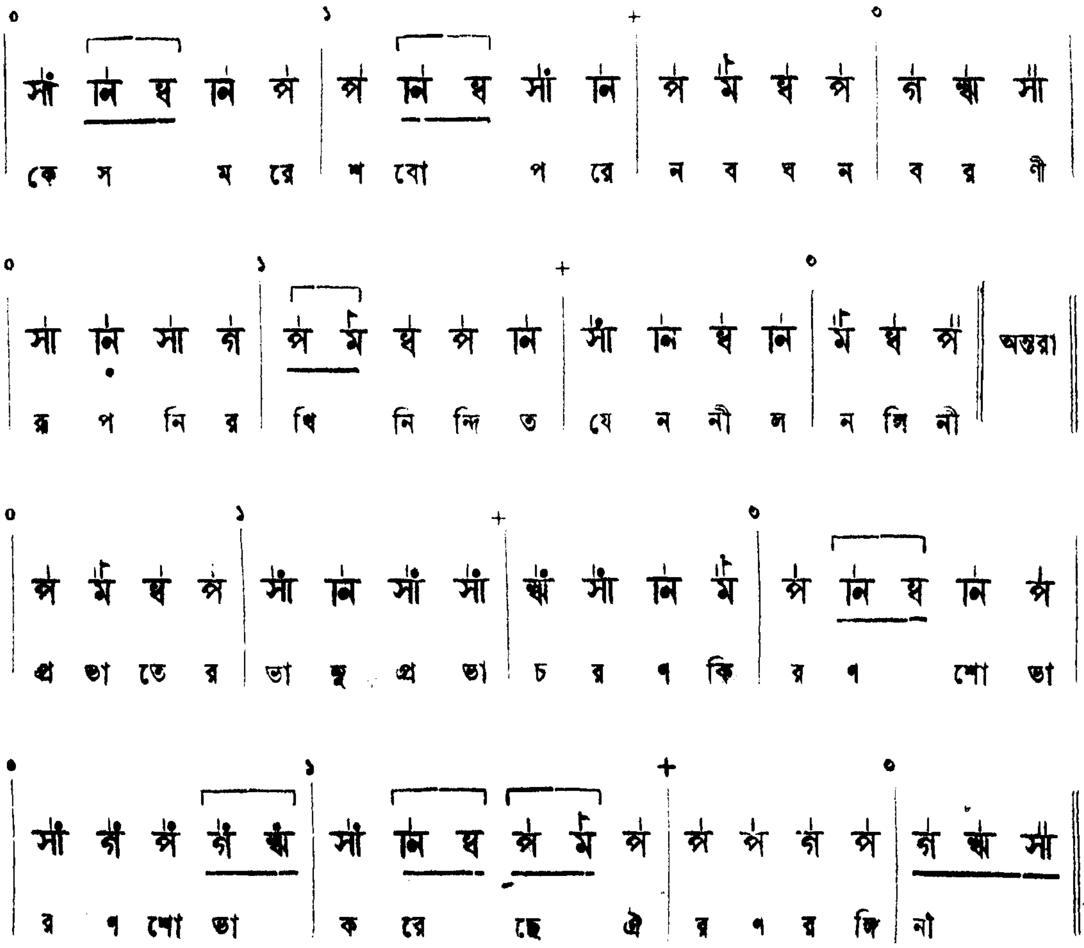
কে স ম রে শ বো প রে ন ব ঘ ন ব র নী
রূ প নি র খি নি ন্দি ত যে ন নী ল ন লি নী
অন্তরা
প্র ভা তে র ভা নু প্র ভা চ র ণ কি র ণ শো ভা
র ণ শো ভা ক রে ছে ঐ র ণ র ঙ্গি নী

শঙ্করা—আড়্খ্যাম্টা।

০ ০ ১ +
র্সা | র্সা না ধা | পা পা না | ধা ধা না ধা না র্সা না | ধা পা |
নে | শার রা জা | ম দে র | ম জা | না খে |

০ ০ ১ + ৩ ০ ১
| গা পা মা | গা ঋা গা | ঋা সা | সা সা | সা গা গা | পা পা | র্সা না |
| লে কি | ব ল্ তে | পা রি | বি | মল স্থ ধা | বি নাশ | ক্ষু ধা |

+ ০ ০ ১ + ৩
| র্সা র্গা | র্ঋা র্গা র্ঋা | র্সা র্সা | না ধা পা | পা | অন্তরা সা | সা গা গা |
| পান ক | রি য়ে | বাদ শা | মা রি | | সু | তার যে মন |

০ ১ + ০ ০ ১ +
| পা পা | র্সা না | র্সা র্সা র্গা | র্ঋা র্গা র্ঋা | র্সা র্সা | না ধা পা | পা |
| শ্যাম পেন্ | সে রি | হ তে ন | য দি | ধা ত্রে | শ্ব রী | |

০ ০ ১ +
র্সা | র্সা না ধা | পা পা না | ধা ধা না ধা না র্সা না | ধা পা পা
মা | য়ের মে য়ে | বি য়ে | ক রি | হ র জা

০ ০ ১ +
| গা পা মা | গা গা ঋা গা | ঋা সা | সা ||
| মা য়ে | হ তে ম | তা রি | ||

হাম্বীর।

ইহা সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। ইহার ঠাট সা ঋ গ ম ম পধ নি। ইহার বিন্যাসের সুরগুলি সচরাচর উল্লম্ফনে ব্যবহৃত না হইলে রাগের রূপ প্রকাশ পায় না। ইহাতে যে সকল সুর, সুরান্তর ও বিন্যাস নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ব্যবহৃত হয় তাহা পরে লিখিত হইতেছে।

হাম্বীরে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ব্যবহৃত সুর।

হাম্বীরে প্রকৃত ম এই সকল স্থলে ব্যবহৃত হয় যথাঃ—গ ম গ, গ ম ঋ, নি ম গ, নি ম গ, সা ম গ, ঋ ম গ, গ ম ধ।

হাম্বীরে তীব্র ম এই সকল স্থলে ব্যবহৃত হয় যথাঃ—প ম প, প ম ধ, প ম নি, নি ম প, নি ম ধ, ধ ম প, ধ ম ধ,।

ইহাতে এই সকল স্থলে দুই প্রকারের ম ব্যবহৃত হইতে পারে যথাঃ—গ ম নি, প ম গ, গ ম প, গ ম নি, প ম গ, গ ম প।

হাম্বীরে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সুরান্তরের ব্যবহার।

সা+ম বা নি+ম ব্যবহৃত হইয়া পরে গ ব্যবহৃত হইবে যথাঃ—সা+ম গ ম প, সা+ম গ প, সা+ম গ ম ঋ সা, সা নি+ম গ প ম প, সা নি+ম গ ম ঋ সা।

ঋ+ম ব্যবহৃত হইলে ঋ সুরের পূর্ব্বে সা বা নি ব্যবহৃত হইবে এবং ম সুরের পরে গ হইবে যথাঃ—সা ঋ+ম গ প, সা নি ঋ+ম গ ম ঋ সা,।

ম+ঋ ব্যবহৃত হইলে ম সুরের পূর্ব্বে গ ব্যবহৃত হইবে এবং ঋ সুরের পরে নি, সা, গ বা প হইবে যথাঃ—গ ম+ঋ নি সা, গ ম+ঋ সা, গ ম+ঋ গ প ম প, গ ম+ঋ প ম প,।

প+নি।—ব্যবহৃত হইলে নি সুরের পর সচরাচর ধ' ব্যবহৃত হয় যথাঃ—প+নি ধ সা, প+নি ধ নি সা।

নি+ম বা নি+ম, ব্যবহৃত হইলে ম’ স্বরের পর গ ব্যবহৃত হইবে। সা নি+ম গ ম ঋ সা বা সা ঋ নি+ম গ প ম প কিন্তু নি+ম স্বরান্তরে ম স্বরের পর প বা ধ হইবে যথা :—নি ম প, নি ম ধ।

গ+নি।—এই স্বরান্তরে নি স্বরের পর প্রায় ঋ হয় যথা :—প ম প গ+নি ঋ সা এবং কখন বা সা হয় যথা :—প ম প গ+নি সা ম গ প ; কিন্তু এরূপ ব্যবহার অল্প স্থলেই হয়।

হাম্বীরে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চতুঃস্বারিক বিন্যাস।

সা ঋ গ ম।—ব্যবহার করিতে হইলে, ম’ স্বর গ বা ঋ স্বরে নামিয়া পরে অনুলোমে যাইবে যথা :—সা ঋ গ ম গ প, সা ঋ গ ম ঋ প কিন্তু সা ঋ গ ম’র পরে প স্বরে যাইতে হইলে ম তীব্র হইবে যথা :—সা ঋ গ ম প গ ম নি ধ সা, কিন্তু সা ঋ গ ম’র স্থলে প্রায়ই সা ঋ ম গ, সা নি ঋ ম গ, সা ম গ এইরূপ হয়।

ঋ গ ম প।—ব্যবহার করিতে হইলে ম কড়ি হইবে। কিন্তু ইহার স্থলে প্রায়ই ঋ ম গ প হয়।

গ ম প ধ।—ব্যবহারে ম’ স্বর কড়ি হইবে। ইহা অনেক সময় বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হয় যথা :—

সা সা ম গ, ম প ধ নি

ম প ধ নি।-ইহার ম স্বর কড়ি হইবে যথা :—ম প ধ নি ম প বা ইহার স্থানে ম প নি ধ যথা :—

ম প নি ধ ঋ সা হয়।

প ধ নি সা।—ইহার স্থলে প নি ধ সা বা প নি ধ নি সা হয় যথা :—প ম প নি ধ সা নি সা ধ প বা সা গ প ম প নি ধ নি সা।

ধ নি সা ঋ।—ধ নি সা ঋ সা নি সা ধ প।

নি সা ঋ গ।—ইহার স্থলে নি ঋ সা গ বা নি সা ঋ ম গ হয় যথা :—নি ঋ সা গ প ম প গ ম ধ নি ধ সা ||
বা নি সা ঋ ম গ প ম প।

ইহাতে শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে, ঋ গ ম প, গ ম প ধ, ম প ধ নি এই সকল বিন্যাস ক্রমোচ্চভাবে ব্যবহার করা যাইলেও স্বরগুলি উল্লম্ফনে ব্যবহার করিবার জন্য উহারা সচরাচর এইরূপে ব্যবহৃত হয় যথা :—ঋ গ ম প'র স্থলে ঋ ম গ প, গ ম প ধ'র স্থলে গ প ম ধ, ও ম প ধ নি'র স্থলে ম প নি ধ; কিন্তু ইহারা ক্রমোচ্চ ভাবে ব্যবহৃত হইলে ইহাদের ম' কড়ি হইবে।

নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিলোমে চতুস্বারিক বিন্যাসের ব্যবহার।

সা নি ধ প।—সা নি ধ প গ ম নি ধ। কিন্তু ইহার স্থলে প্রায়ই সা ধ নি প, সা নি সা ধ প হয়।

নি ধ প ম।—নি ধ প ম গ ম ধ ||

নি ধ প ম।—নি ধ প ম গ ম ঋ সা ||

ধ প ম গ।—ধ প ম গ ম ঋ সা কিন্তু অনেক সময় ধ ম প গ বা ধ প ম প গ হয় যথা :—

নি ধ | ম প | গ ম ঋ | সা || বা ধ প ম | প গ | ম ঋ | সা ||

ধ প ম গ—| সা নি সা | ধ প | ম গ | ম ধ ||

প ম গ ঋ।—প ম | গ ঋ | গ ম | ধ প ||

প ম গ ঋ।—প ম | গ ঋ | গ ধ | নি ধ সা || কিন্তু অনেক স্থলে প গ ম ঋ হয় যথা :—

| প ম | প ঋ | ম ঋ | সা ||

ম গ ঋ সা —ইহার স্থলে ম গ ম ঋ সা বা ম ঋ গ সা বা গ ম ঋ সা হয়। যথা:—ধ প ম প

ম গ ম ঋ সা ‖ বা ধ ম প গ ম ঋ গ সা | অথবা প ম প গ ম ঋ সা |

গ ঋ সা নি —গ ঋ সা নি ধ ম ধ প ‖ অনেক স্থলে গ ম ঋ সা নি হয়। যথা:——

প | ম ঋ সা নি ঋ | সা |

ঋ সা নি ধ —সা নি ঋ সা নি ধ প ম প অনেক স্থলে ঋ নি সা ধ হয়:—সা ঋ | নি সা |

ধ নি প ম প ‖

শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে, বিলোমের চতুঃস্বারিক বিন্যাসের মধ্যে কেবল ম গ ঋ সা এই চারিটি স্বর ক্রমনিম্ন ভাবে ব্যবহৃত হয় না এবং সা নি ধ প, ধ প ম গ, প ম গ ঋ, গ ঋ সা নি, ঋ সা নি ধ এই সকলের ক্রমনিম্ন ভাবে ব্যবহার করা যাইলেও স্বরগুলি উল্লম্ফনে ব্যবহার করিবার জন্য উহারা সচরাচর এইরূপে ব্যবহৃত হয় যথা:—সা নি ধ প'র স্থলে সা ধ নি প ধ প ম গ'র স্থলে ধ ম প গ, প ম গ ঋ'র স্থলে প গ ম ঋ, গ ঋ সা নি'র স্থলে গ ম ঋ সা নি, ঋ সা নি ধ'র স্থলে ঋ সা নি সা ধ।

হাম্বীরের চতুঃস্বারিক গ্রাম।

ইহা সা ঋ গ ম ও প ধ নি সা এই দুইটি চতুঃস্বারিক গ্রামে বিভক্ত হইয়া অনেক সময় একটির বিন্যাসের অনুকরণে অন্যটির বিন্যাস প্রস্তুত হয়। যথা:—

১ম গ্রামের —| ম গ ম ঋ সা | ম ঋ গ সা | স গ ঋ ম | সা ঋ গ ঋ ম

২য় গ্রামের —| সা নি সা ধ প | সা ধ নি প | প নি ধ সা | প ধ নি ধ সা |

হাম্বীরের ১ম চতুঃস্বারিক গ্রাম।

হাম্বীরের ১ম গ্রামের বিন্যাসে সচরাচর ২য় গ্রামের নি ও প মিশ্রিত থাকে। এজন্য ১ম গ্রামের

বিন্যাসে নি+ঋ, নি+প, নি+ম, ঋ+প, গ+প এই সকল সুরান্তর অনেক সময় ব্যবহৃত হয় যথা:—সা নি+ঋ ম গ প, সা নি+গ ম গ, সা নি+ম গ, সা ঋ+প ম, সা ম গ+প। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে হাম্বীরে উল্লম্ফনে সুর ব্যবহৃত না হইলে ইহার রূপ প্রকাশ পায় না। এক্ষণে শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে ১ম গ্রামের সুরগুলির সহিত ২য় গ্রামের নি ও প মিশ্রিত হইলে উল্লম্ফনে সুর ব্যবহার করিবার সুবিধা হয়।

হাম্বীরে কেদারার বিন্যাস।

হাম্বীরের ১ম গ্রামে অনেক স্থলে অনুলোমে কেদারার বিন্যাস ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় যথা:—সা ম, সা ম গ ম, সা নি সা ম, সা ম গ প; কিন্তু এই সকল বিন্যাসের অনতিদূরে কেদারার নিষিদ্ধ সুরান্তর ঋ+গ, ঋ+ম, সা+গ, ঋ+প ব্যবহারে কেদারার ভাব দূর হইয়া থাকে।

হাম্বীরের ১ম গ্রামের অনেক স্থলে বিলোমে কেদারার বিন্যাস ব্যবহৃত হয় যথা:—প ম ঋ সা, প ম গ ম ঋ সা, কিন্তু এই সকল বিন্যাসের অনতিদূরে কেদারার নিষিদ্ধ প+ঋ, গ+ঋ, গ+সা এই সকল সুরান্তরের ব্যবহারে কেদারার ভাব দূর হইয়া থাকে।

হাম্বীরে ১ম গ্রামের বিন্যাস।

১ম গ্রামের সা+গ, গ+সা এই দুই সুরান্তর ব্যবহারের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই।

এক্ষণে (১) প্রথম গ্রামের সা ঋ গ ম, ম গ ঋ সা এবং (২য় গ্রামের নি ও ১ম গ্রামের সা ঋ গ'র মিশ্রণে এবং ২য় গ্রামের প ও ১ম গ্রামের ঋ গ ম'র মিশ্রণে উৎপন্ন) নি সা ঋ গ, ঋ গ ম প এই চারিটি চতুঃস্বারিকের সুরগুলির নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ব্যবহারে, (২) সা+ম, ঋ+ম, ম+ঋ, এই সকল সুরান্তরের নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ব্যবহারে এবং (৩) ১ম ও ২য় গ্রামের সুরের মিশ্রণে উৎপন্ন নি+ঋ, ঋ+নি, নি+গ, গ+নি, নি+ম, ঋ+প, প+ঋ, গ+প, প+গ এই সকল সুরান্তরের ব্যবহারে ১ম গ্রামের বিন্যাস গঠনের উদাহরণ লিখিত হইতেছে।

১ সা+গ।—সা+গ ম প গ ম ঋ সা

২ সা+ম।—সা+ম গ ম গ প ম প

৩ ঋ+ম।—সা ঋ+ম গ ম ঋ গ প

৪ ম+ঋ।—গ ম+ঋ সা ম গ প

৮ ঋ+প।—ঋ+প ম প গ ম ঋ সা

৯ প+ঋ।—ম গ প+ঋ প ম গ প

১০ গ+নি।—প গ+নি ঋ সা

১১ নি+গ।—নি+গ ম ঋ গ প ম প

৫ গ+সা।—সা ঋ গ+সা ঋ ম গ প

৬ নি+ঋ।—সা নি+ঋ ম গ প ম প

৭ ঋ+নি।—ম গ ম ঋ+নি সা ঋ ম গ

১২ নি+ম।—সা নি+ম গ প ম প

১৩ প+গ।—প ম প+গ ম ঋ সা

১৪ গ+প —সা ম গ ম গ+প ম প

শিক্ষার্থিরা পূর্ব্বোক্ত ১ম চতুঃস্বারিক গ্রামের বিন্যাসগুলির বিশ্লেষণে দেখিবেন যে ১ম বিন্যাসে ২য় গ্রামের প সুর ব্যবহৃত হওয়াতে উল্লম্ফনে প+গ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ম+ঋ সুরান্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, অধিকন্তু ইহাতে ম গ ঋ সা এই নিষিদ্ধ বিন্যাসের স্থলে গ ম ঋ সা হইয়াছে, ২য় বিন্যাসে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সা+ম ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ২য় গ্রামের প থাকাতে উল্লম্ফনে গ+প হইয়াছে। ৩য় বিন্যাসে সা ঋ গ ম ও ঋ গ ম প'র স্থলে যথাক্রমে সচরাচর ব্যবহার্য্য সা ঋ ম গ ও ম ঋ গ প হইয়াছে এবং দুইটি সুরান্তর ঋ+ম ও ম+ঋ যথানিয়মে ব্যবহৃত হইয়াছে, ৬ষ্ঠ বিন্যাসে ঋ+ম সুরান্তরে ঋ সুরের পূর্ব্বে যথানিয়মে নি ও ম সুরের পরে গ হইয়াছে। ৭ম বিন্যাসে ম+ঋ সুরান্তরে ঋ সুরের পরে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে নি ও ম সুরের সুরের পূর্ব্বে গ হইয়াছে এবং অব্যবহার্য্য ম গ ঋ ও নি সা ঋ গ'র স্থলে যথাক্রমে ম গ ম ঋ ও নি সা ঋ ম গ হইয়াছে। ৮ম বিন্যাসে ২য় গ্রামের প ব্যবহারে উল্লম্ফনে ঋ+প ও প+গ হইয়াছে। ইহাতে প ম গ ঋ ও ম গ ঋ স'র স্থলে যথাক্রমে প গ ম ঋ ও প ম ঋ সা হইয়াছে।

এস্থলে সুবিধার জন্য পূর্ব্বোক্ত বিন্যাসগুলির মধ্যস্থিত কতিপয় মাত্র বিন্যাসের বিশ্লেষণ লিখিত হইল। অতঃপর শিক্ষার্থিরা অবশিষ্ট বিন্যাসগুলির বিশ্লেষণ করিবেন।

হাম্বীরে ইমন বা ইমন-কল্যাণের বিন্যাস।

হাম্বীরের ১ম গ্রামের বিন্যাসে যেমন কেদারার ভাব নিবারণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে কেদারায় অব্যবহার্য্য সুরান্তর ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। সেইরূপ ইহার ১ম গ্রামের বিন্যাসে ইমন বা ইমন-কল্যাণের ভাব নিবারণের জন্য ইমন বা ইমন-কল্যাণে অব্যবহার্য্য সুরান্তর ঋ+ম, ম+ঋ বা অন্য কোন প্রকার প্রকৃত ম বিশিষ্ট ইমন বা ইমন-কল্যাণে অব্যবহার্য্য বিন্যাস ব্যবহার করিতে হয় যথা :—প ম প গ ঋ সা'র স্থলে প ম প গ ম+ঋ গ সা, অথবা প ম প গ ঋ+ম গ ম ঋ সা। নি ঋ গ ঋ গ প ম প'র স্থলে নি ঋ+ম গ প ম প ইত্যাদি।

একণে ১ম গ্রামের সা ঋ গ ম ও ২য় গ্রামের নি ও প মিশ্রণে অতিরিক্ত কতকগুলি বিন্যাস লিখিত এবং উহাদের বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইতেছে।

১ নি ঋ সা গ ম গ প ম' প, ২ নি ঋ সা গ ম' প, ৩ নি ঋ গ ম গ প ম' প, ৪ নি ঋ গ ম' প,

৫ সা নি সা ঋ ম গ প ম' প, ৬ সা নি সা ঋ ম গ ম ঋ সা, ৭ প ম' প গ ম ঋ সা, সা নি সা

৮ ঋ প ম' প গ ম ঋ সা, ৯ সা ম গ ম' প, ১০ সা ম গ ম গ প ম' প

পূর্ব্বোক্ত বিন্যাসগুলির বিশ্লেষণ।

(১) বিন্যাসে ৫ম সুর ম' হাম্বীরের নিয়মে গ সুরে নামিয়াছে। (২) বিন্যাসে গ হইতে প সুরে যাইবার কালে যথানিয়মে ম সুর তীব্র হইয়াছে। এই বিন্যাসটি ঠিক ইমনের ন্যায়। এরূপ স্থলে ইমনের ভাব দূর করিবার জন্য ইহার অনতিদূরে এরূপে প্রকৃত ম ব্যবহার করিতে হয় যদ্দ্বারা ইমনের পরিবর্ত্তে হাম্বীরের ভাব আসে। (৩) বিন্যাসে ৪র্থ সুর যথানিয়মে গ সুরে নামিয়াছে; অধিকন্তু ইহাতে ম সুরের ব্যবহারে ইমনের ভাব দূর হইয়াছে। (৪) বিন্যাসে গ সুরের পর কড়ি ম হইয়া প সুরে গিয়াছে। এই বিন্যাসটি ও ইমনের বিন্যাস। (৫) বিন্যাসে ঋ + ম সুরান্তরে হাম্বীরের নিয়মে ঋ সুরের পূর্ব্বে সা এবং ম সুরের পরে গ হইয়াছে। ইহাতে ম ব্যবহারে ইমনের ভাব দূর হইয়াছে। (৬) বিন্যাসে ঋ + ম ব্যবহৃত হইয়া ম সুর গ সুরে নামিয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে ম গ ঋ সা এই নিষিদ্ধ বিন্যাসের স্থলে গ ম ঋ সা হইয়াছে (৭) বিন্যাসে ম + ঋ সুরান্তরে যথানিয়মে ম সুরের পূর্ব্বে গ এবং ঋ সুরের পরে সা হইয়াছে এবং ম গ ঋ সা'র স্থলে গ ম ঋ সা হইয়াছে। এই বিন্যাসটি কেদারার বিন্যাস। এরূপ স্থলে কেদারার নিষিদ্ধ সুরান্তরের ব্যবহারে কেদারার ভাব দূর করিলে ভাল হয়। (৮) বিন্যাসে হাম্বীরের রূপ প্রকাশক ঋ + প সুরান্তর ব্যবহৃত হইয়াছে ও প ম গ ঋ'র স্থলে সচরাচর ব্যবহার্য্য প গ ম ঋ হইয়াছে। (৯) বিন্যাসে গ সুরের পরে ম' ব্যবহৃত হইয়া প' সুরে যাওয়াতে ম' তীব্র হইয়াছে। (১০) বিন্যাসে ৪র্থ সুর ম ব্যবহৃত হইয়া ঐ ম সুর যথানিয়মে গ সুরে নামিয়া তৎপরে প সুরে গিয়াছে। এই বিন্যাস ও কেদারার বিন্যাস।

অতঃপর শিক্ষার্থিরা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে নি সা ঋ গ ম প এই ছয়টি সুর লইয়া ১ম গ্রামের বিন্যাস গঠন করিবেন।

হাম্বীরের দ্বিতীয় চতুঃস্বারিক গ্রাম।

হাম্বীরের ২য় গ্রামের প ধ নি র্সা এই চারিটি সুরের বিন্যাসে অনেক সময় ১ম গ্রামের ম' ও ঋ

মিশ্রিত থাকে। এজন্য ২য় গ্রামের বিন্যাসে ম+ধ, ধ+ম, ম+নি, নি+ম, ধ+ঋ, ঋ+ধ এই সকল সুরান্তর অনেক সময় ব্যবহৃত হয় যথা :—প ম+ধ সা, প ধ+ম প, ধ প ম+নি ধ, নি ধ নি+ম ধ প, ধ নি ধ+ঋ সা নি সা ধ, সা ঋ। ধ নি ম ধ প। এইরূপে ২য় গ্রামের সুরগুলির মধ্যে কেবলমাত্র দুই একটি ১ম গ্রামের সুর থাকিলেও এই সকল বিন্যাসকে ২য় গ্রামের বিন্যাস কহে।

দ্বিতীয় গ্রামে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সুরের ব্যবহার।

এই গ্রামে কড়ি ম' সুরের ব্যবহার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত ম ব্যবহৃত হইতে পারে না; কারণ প্রকৃত ম ব্যবহারে ১ম গ্রামের আর একটি অর্থাৎ গ সুরের প্রয়োজন হয় যথা :—গ ম+নি ধ, নি ধ নি+ম গ প।

দ্বিতীয় গ্রামে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সুরান্তরের ব্যবহার।

ইহাতে কেবলমাত্র প+নি এই সুরান্তর নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ব্যবহৃত হয়। এরূপ স্থলে নি সুরের পরে ধ' ব্যবহৃত হয় যথা :—প+নি ধ।

দ্বিতীয় গ্রামে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিন্যাসের ব্যবহার।

ইহাতে কেবলমাত্র প ধ নি সা এই চারিটি সুর নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ এই চারিটি সুর ক্রমোচ্চভাবে ব্যবহৃত হয় না। ইহার স্থলে সচরাচর প নি ধ সা, প নি ধ নি সা এইরূপ হয়।

দ্বিতীয় গ্রামের বিন্যাস।

এক্ষণে ২য় গ্রামের প ধ নি সা এই চারিটি সুরের নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ব্যবহারে, প+নি এই সুরান্তরের নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ব্যবহারে, ২য় ও ১ম গ্রামের সুরের মিশ্রণে উৎপন্ন ম+প, প+ম, ম+ধ, ধ+ম, ম+নি, নি+ম, ধ+ঋ, ঋ+ধ এবং নি+প, ধ+সা, সা+ধ এই সকল সুরান্তরের ব্যবহারে ২য় গ্রামের বিন্যাস গঠনের উদাহরণ লিখিত হইতেছে।

শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে হাম্বীরে প+নি এই সুরান্তরে নি' সুরের পরে ধ' সুরের প্রয়োজন হওয়াতে পরস্থিত ২ ও ৫ বিন্যাসে প নি ধ সা নি সা, প নি ধ নি সা হইয়াছে। শিক্ষার্থিরা আরো দেখিবেন যে এই দুই স্থলে প ধ নি সা এই নিষিদ্ধ বিন্যাসের পরিবর্ত্তে প নি ধ সা নি সা ও প নি ধ নি সা ব্যবহৃত হইয়াছে

এবং ব্যবহার্য্য সাঁ নি ধ প বিন্যাসের স্থলে ১ বিন্যাসে সচরাচর ব্যবহৃত সাঁ নি সাঁ ধ নি ধ প, ১০ বিন্যাসে সাঁ নি সাঁ ধ প ও ১২ বিন্যাসে সাঁ ধ নি প হইয়াছে।

১ সাঁ+ধ।—সাঁ নি সাঁ+ ধ নি ধ প

২ ধ+সাঁ।—প নি ধ+সাঁ নি সাঁ

৩ ম+প।—প ধ ম+প

৪ প+ম।—প+ম ধ সাঁ

৫ প+নি।—প+নি ধ নি সাঁ

৬ ম+ধ।—প ম+ধ প সাঁ

৭ ধ+ম।—প ধ+ম প

৮ ম+নি।—সাঁ নি ধ প ম+নি ধ সাঁ

৯ নি+ম।—সাঁ নি ধ নি+ ম ধ প

১০ ধ+ঋঁ।—ধ নি ধ+ঋঁ সাঁ নি সাঁ ধ প

১১ ঋঁ+ধ।—সাঁ ঋঁ+ধ নি প ম প

১২ নি+প।—সাঁ ধ নি+প গ ম ঋ সা

এক্ষণে ২য় গ্রামে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প+নি এই সুরান্তরের, প ধ নি সাঁ এই বিন্যাসের ও ১ম গ্রামের ম ও ঋঁ এই দুইটি সুরের ব্যবহারে কতিপয় অতিরিক্ত বিন্যাস লিখিত হইতেছে যথা ঃ—ম প নি ধ সাঁ নি ঋঁ, ম ধ প ম নি ধ প, ধ নি সাঁ ধ প ম প, ধ নি সাঁ ধ প নি ধ প, প ধ ম প নি ধ সাঁ, ধ প নি ধ প ম প, নি ধ প নি ধ সাঁ ঋঁ সাঁ, সাঁ নি ধ নি ম ধ প, ঋঁ সাঁ নি ধ প ম প।

ইহাদের মধ্যে ১ম বিন্যাসে প ধ নি সাঁ'র স্থলে হাম্বীরের নিয়মে প নি ধ সাঁ হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে প+নি সুরান্তরের পর ধ ব্যবহৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় গ্রামের বিন্যাসে কেবলমাত্র প ধ নি সাঁ'র স্থলে প নি ধ সাঁ এবং প+নি এই সুরান্তরের পরে ধ' ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত ইহার অন্য কোন সুরান্তর বা বিন্যাস ব্যবহারের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। এজন্য অনাবশ্যক বোধে এস্থলে কেবল একটি মাত্র বিন্যাসের বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইল।

প্রথম গ্রামের ন্যায় ২য় গ্রামের বিন্যাসে হাম্বীরের পরিবর্ত্তে কেদারার ভাব আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

অতঃপর শিক্ষার্থিরা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ৩য় গ্রামের বিন্যাস গঠন করিবেন।

হাম্বীরের রূপ প্রকাশক সুর, সুরান্তর ও বিন্যাস।

ইহাতে ঋ+প, গ+প, গ+ধ, গ+নি, ম+ধ, ম+নি, র্ম+ধ, র্ম+নি, নি+র্ম, নি+ম ধ+র্ম, ধ+ম, ধ+গ, প+গ, এই সকল সুরান্তরের দ্বারা, পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি সুরান্তরের নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ব্যবহারের দ্বারা, পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি বিন্যাসের নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ব্যবহারের দ্বারা ও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ম ও র্ম সুরের ব্যবহারের দ্বারা হাম্বীরের রূপ প্রকাশ পায়। ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহার সুরগুলি প্রায়ই উল্লম্ফনে ব্যবহৃত হয়।

হাম্বীরের বিন্যাসে সুরগুলি উল্লম্ফনে ব্যবহৃত না হইলে ইহার রূপ প্রকাশ পায় না যথা:—হাম্বীরে যদিও সা ঋ গ র্ম, ঋ গ র্ম প, গ র্ম প ধ, র্ম প ধ নি এই সকল অনুলোমের চতুঃস্বারিক বিন্যাসের ব্যবহার থাকাতে সা ঋ গ র্ম প ধ নি এই ক্রমোচ্চ বিন্যাস ব্যবহৃত হইতে পারে এবং ইহাতে র্সা নি ধ প, নি ধ প ম, ধ প ম গ, প ম গ ঋ, এই সকল বিলোমের চতুঃস্বারিক বিন্যাসের ব্যবহার থাকাতে র্সা নি ধ প ম গ ঋ এই ক্রমনিম্ন বিন্যাস ব্যবহৃত হইতে পারে। তথাপি এই দুইটী বিন্যাসে উল্লম্ফনে সুর ব্যবহৃত না হওয়াতে রাগের রূপ প্রকাশ পায় নাই। এক্ষণে এই দুইটী স্বরগ্রামে উল্লম্ফনে সুর ব্যবহৃত হইয়া কিরূপে রাগের রূপ প্রকাশ পায় তাহা দর্শিত হইতেছে। পংক্তিত এই দুইটি বিন্যাসের যে যে স্থলে উল্লম্ফনের জন্য অতিরিক্ত সুর যুক্ত হইয়াছে সেই সেই স্থলে অতিরিক্ত সুরগুলি বন্ধনীর মধ্যে লিখিত হইয়াছে যথা:—সা ঋ গ র্ম প ধ নি ও র্সা নি ধ প ম গ ঋ এই দুইটি বিন্যাসে উল্লম্ফনের জন্য সুর যুক্ত হইয়া সা ঋ+(ম) গ+প) ম প+(গ ম)+ধ নি (র্সা) এবং র্সা+(ধ) নি+(ম)+ধ প+(গ) ম (গ+প)+গ (ম)+ঋ (সা) হইয়াছে।

সুরান্তরের দ্বারা ১ম গ্রাম হইতে ২য় গ্রামে গমন।

ঋ+প, গ+প, গ+ধ, গ+নি, ম+ধ, ম+নি, ম+প, র্ম+প, র্ম+ধ, র্ম+নি, নি+ম, ধ+ম, ধ+গ প+গ, এই সকল সুরান্তরের দ্বারা যেমন হাম্বীরের রূপ প্রকাশ পায়, সেইরূপ এক গ্রামের বিন্যাস হইতে অন্য গ্রামের বিন্যাসে গমনে ইহারা সেতুর ন্যায় ব্যবহৃত হয়; সুতরাং ১ম গ্রামের বিন্যাসের কোন স্থলে ঋ থাকিলে উহার পরে ইচ্ছানুসারে কেবল মাত্র প ব্যবহারে, গ থাকিলে উহার পরে প, ধ বা নি ব্যবহারে এবং ম বা র্ম থাকিলে উহাদের পরে প, ধ বা নি ব্যবহারে ২য় গ্রামে যাওয়া যায় যথা:—

ঋ+প —সা ঋ | গ ম | ঋ+প | ম প ||　　| ম+ধ।—সা নি | সা ম | গ ম+ | ধ ||

গ+প —সা নি | ঋ ম | গ ম | গ+প ||　　| ম+নি।—সা নি সা | ম গ ম+ | নি ধ | নি প |

গ+ধ।—সা নি | ঋ গ | ম গ | +ধ প ||　　| ম+প।—সা ম | গ ম+ | প | ধ প ||

গ+নি।—সা নি গ | ম গ+ | নি ধ | ঋ সা ||　　| ম+ধ।—সা নি ঋ | ম গ | ম+ধ | নি ধ নি ||

ম+প।—সা গ ম+ | প ধ প | নি ধ | সা |　　| ম+নি —সা নি ঋ | ম গ | ম+নি ধ | নি সা ||

এক্ষণে এই সকল স্বরান্তরের ব্যবহারে ১ম গ্রাম হইতে ২য় গ্রামে গমনের আরো কতকগুলি অতিরিক্ত উদাহরণ লিখিত হইতেছে। ইহাতে শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে স্বরান্তর ও চতুঃস্বারিক বিন্যাসগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ব্যবহৃত হইয়াছে।

হাম্বীর।

| সা নি | ঋ ম | গ+প | ম প || সা ম | গ ম ঋ | গ+প | ম ধ || সা ঋ |

| গ ম গ | ম+প | নি ধ নি || সা নি ঋ | ম গ+ | প ম | ধ ||

| সা গ | ম ঋ | গ ম গ+ধ | প || সা ম গ | ম+প | ধ নি | ধ

সা || সা ম | গ+প | নি ধ | সা | সা নি ঋ | ম গ+ | প ম ধ |

| র্সা ‖ সা ম | গ ম+ | প নি ধ | নি র্সা ‖ সা গ+ | প ম | ধ প |

| র্সা ‖ সা ম | গ ম | +প ম ধ | প র্সা ‖ সা ম | গ ম+ | নি ধ |

| নি র্সা | সা ঋ | গ ম গ | ম+প | র্সা ‖ সা ম | গ ম+ | প নি |

| ধ র্সা ‖ সা নি ঋ | ম গ+ | নি ধ | র্সা ‖

অতঃপর শিক্ষার্থিরা পূর্ব্বোক্ত স্বরান্তর গুলির দ্বারা ১ম গ্রামের বিন্যাস হইতে ২য় গ্রামে গমনের কতিপয় বিন্যাস গঠন করিবেন এবং এইরূপ গঠনে সুর স্বরান্তর ও চতুঃস্বারিক ব্যবহারের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন করিবেন।

স্বরান্তরের দ্বারা ২য় গ্রাম হইতে ১ম গ্রামে গমন।

এক্ষণে ২য় গ্রামের বিন্যাসে ধ+গ, প+গ, প+ম প+ঋ এই সকল স্বরান্তর ব্যবহারের দ্বারা ১ম গ্রামের বিন্যাসে গমনের পর ১ম গ্রামের বিন্যাসের অবরোহণের উদাহরণ লিখিত হইতেছে।

ধ+গ।—র্সা নি ধ নি | ধ প ম প ধ+গ ম ঋ | সা ‖

প+গ —র্সা নি র্সা ধ | প ম প +গ ম ঋ | সা

প+ম।—র্সা ধ | প ম ধ প | +ম গ ম | ঋ সা ‖

প+ঋ।—প নি ধ র্সা | নি ধ ম ধ | ম প+ঋ ম গ | ম ঋ সা |

শিক্ষার্থিরা স্মরণ রাখিবেন যে ২য় গ্রামের বিন্যাস হইতে ১ম গ্রামের বিন্যাসে আসিতে সচরাচর ধ+গ, ও প+ঋ অপেক্ষা প+গ ও প+ম অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষার্থিরা আরো মনে রাখিবেন যে, ১ম গ্রামের অনুলোমে ঋ+ম, সা+ম এই দুই স্বরান্তর ও সা ঋ গ ম, সা ঋ ম, সা গ ম, এই সকল বিন্যাস নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ব্যবহৃত হয় ও ঋ গ ম প'র স্থলে প্রায়ই ঋ ম গ প ও নি সা ঋ গ'র স্থলে নি ঋ সা গ বা নি সা গ ঋ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ১ম গ্রামে কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ম+ঋ এই স্বরান্তরের অথবা গ ঋ সা, গ ম ঋ সা, বা প গ ম ঋ সা এই সকল বিন্যাসের দ্বারা বিলোমে গিয়া থাকে।

হাম্বীরের স্বরান্তর।

দ্বিতীয়ান্তর।

অনুলোম।

সা+ঋ।—সা ধ | নি সা+ঋ | সা নি সা ধ |
প ম প ||

ঋ+গ।—সা নি সা ধ | নি ধ সা নি | ঋ+গ ম |
ঋ সা ||

গ+ম।—পঁ গ+মঁ | ঋ সা ||

গ+ম।—গ ম গ+ | ম প | নি ধ নি ঋ | সা ||

ম+প।—গ ম | +প ম | নি ধ | সা ||

ম+প।—ম গ | ধ প | ম+প ঋ | সা ||

প+ধ।—ম প প+ | ধ প | গ ম ঋ | সা ||

বিলোম।

সা+নি।—সা+নি সা | ধ ঋ | নি ধ ম | প ||

নি+ধ।—নি+ধ নি | সা ধ | ম ধ | প ||

ধ+প।—সা ধ | নি ঋ | নি ধ+ | প ||

প+ম।—ধ প+ম | প গ | ম ঋ | সা ||

প+ম।—প+ম | গ ম | নি ধ | সা ||

ম+গ।—ধ প ম+ | গ ম | নি ধ | নি প ||

ম+গ।—প ম ধ | গ ম+গ | নি ধ | সা ||

ধ+নি।—ধ+নি সাঁ | ধ প ম | গ ম | ধ ||

নি+সাঁ।—নি+সাঁ | ধ নি | ম ধ | প ||

গ+ঋ।—ধ নি | প ম | গ+ঋ | প ম প ||

ঋ+সা।—ঋ প ম | প গ | ম ঋ+ | সা ||

তৃতীয়ান্তর।

অনুলোম।

সা+গ।—সাঁ+গঁ | ঋঁ সাঁ | ধ প ম | প গ ||

ঋ+ম।—সা নি ঋ+ | ম গ | প ম | ধ প ||

ঋ+ম।—ব্যবহার নাই।

গ+প।—গ+প | ম ধ | প ম | প ||

ম+ধ।—প ম | গ ম+ | ধ নি ধ | নি সাঁ ||

ম+ধ।—প ম+ | ধ প | গ ম | ঋ সা ||

প+নি।—প ম গ | ম প+ | নি ধ | ঋঁ সাঁ ||

ধ+সাঁ।—নি ধ+ | সাঁ নি | ম ধ | প ||

নি+ঋ।—সা নি+ | ঋ সা | ম গ | প ম প ||

বিলোম।

সাঁ+ধ —সা নি সাঁ+ | ধ প | গ ম | ঋ সা |

নি+প।—সাঁ ধ | নি+প | গ ম | ধ ||

ধ+ম।—সাঁ নি | ধ ঋঁ | নি ধ+ | ম প ||

ধ+ম।—প ম | ধ+ম গ | ম ঋ | সা ||

প+গ।—প ম | প+গ | ম ঋ | সা ||

ম+ঋ।—ব্যবহার নাই।

ম+ঋ।—প ম | প গ | ম+ঋ | সা ||

গ+সা।—সা নি | সা গ | +সা নি | ঋ সা ||

ঋ+নি।—ধ নি | সা ঋ+ | নি সা | ধ প ||

চতুর্থান্তর।

অনুলোম।

সা+ম :—সা+ম গ | ম ঋ | সা ধ্ | নি্ প্ ||

সা+ম।—ব্যবহার নাই।

ঋ+প।—ম গ | ঋ+প ম | প গ ম | ঋ সা ||

গ+ধ।—গ ম গ | +ধ প | গ ম ঋ | সা ||

ম+নি —ম গ | ম+নি ধ | নি র্সা | ধ প ||

ম+নি।—প ম গ | ম+নি | ধ প ম | প গ ||

প+র্সা।—প ম ধ | প+র্সা | নি ধ নি | প ||

ধ+ঋ —ধ নি | ধ+ঋ | সা ধ | প ম প ||

নি্+গ।—সা নি্ ঋ | নি্+গ | প ম | প ||

বিলোম।

র্সা+প।—প নি ধ | র্সা+প | ধ ম | প ||

নি+ম।—প ধ | নি+ম | প ম ধ | প ||

নি+ম।—র্সা ধ | নি+ম | গ প | ম প ||

ধ+গ।—প ম | ধ+গ | ম ঋ | সা ||

প+ঋ :—প ম ধ প+ | ঋ প | ম গ ম | ঋ সা ||

ম+সা :—ব্যবহার নাই।

ম+সা।—ম প | গ ম+ | সা ঋ | গ প ||

স্বল্প ব্যবহৃত।

গ+নি্।—প ম | প গ+ | নি্ ঋ | সা || স্বল্প ব্যবহৃত

ঋ+ধ্ —নি্ সা | ঋ গ | ঋ+ধ্ | নি্ প্ ||

ইহাতে চতুর্থান্তর অপেক্ষা বৃহদন্তরের সুরান্তরগুলি প্রায়ই বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হয়।

পঞ্চমান্তর।

অনুলোম।

সা+প।—সা+প ম | গ ম | নি ধ | র্সা ||

বিলোম।

র্সা+ম।—ধ নি র্সা+ | ম ধ প | গ ম ঋ | সা ||

অনুলোম।

ঋ+ধ।—প ম | গ ঋ+ | ধ নি | ম প ||

গ+নি।—সা ঋ | গ+নি ধ | প গ ম | ঋ সা ||

ম+সাঁ।—ম গ ম+ | সাঁ ধ নি | ম ধ | প |

ম+সাঁ।—ব্যবহার নাই।

প+ঋঁ।—সাঁ ধ | নি প+ ঋঁ সাঁ | ধ সাঁ |

ধ+গঁ।—সাঁ ধ+ | গঁ ঋঁ সাঁ | নি সাঁ | ধ প ||

নি+ম।—ঋ সা | নি+ম | গ প | ম প ||

নি+ম।—গ ঋ | সা নি+ | ম ধ | প ||

বিলোম।

সাঁ+ম।—গঁ ঋঁ সাঁ +ম গ ম | প ম ধ | প ||

নি+গ।—সাঁ ধ নি+ | গ ধ প | ম গ ম | ঋ সা ||

ধ+ঋ।—প ম ধ+ | ঋ প | গ ম ঋ | সা ||

প+সা।—গ ম | প ম | প+সা | ঋ গ ||

ম+নি।—ব্যবহার নাই।

ম+নি।—ঋ গ ম+ | নি ঋ | গ নি ধ | প |

গ+ধ।—নি ঋ গ+ | ধ সা নি | ধ ম ধ | প ||

ঋ+প।—নি সা ঋ+ | প ধ নি ঋ গ ঋ | সা ||

ইহাতে ষষ্ঠান্তরের বড় ব্যবহার নাই।

যদিও ইতিপূর্ব্বে হাম্বীরের আরোহণ, অবরোহণ এবং চতুঃস্বারিক বিন্যাসের নিয়ম লিখিত হইয়াছে; তথাপি প্রথম শিক্ষার্থিদের হাম্বীরের বিন্যাস রচনা অনেকটা কঠিন বোধ হইতে পারে বা রাগ গঠন করিতে পারিলেও এক ঘেয়ে অর্থাৎ শ্রুতিকটু হইতে পারে। অতএব তাঁহাদের জন্য এক্ষণে কতকগুলি উদাহরণ লিখিত হইতেছে। এক্ষণে এরূপ আশা করা যায় যে, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ ঐগুলি ও পরস্থিত বিন্যাসগুলি আলোচনা করিলে ইহার বিন্যাস গঠনে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে এই সকল বিন্যাসে কিরূপে স্বরগুলি উল্লম্ফনে ব্যবহৃত হইয়াছে।

হাম্বীরের কতিপয় বিন্যাস।

গ ম ধ | গ ম গ | নি ধ | সাঁ || সাঁ ধ নি ধ | ঋঁ সাঁ | সাঁ নি সাঁ |

| ধ প || সা ন ঋ | ম গ প ম | ন ধ | র্সা | প ম প | গ ম

ঋ | প ম প গ | ম ঋ সা | র্সা ধ ন ম | ধ প | প ম প গ |

| ম ধ || র্সা ধ | প গ ম গ | ধ প ম প | ঋ সা || র্সা ন র্সা ধ |

| প ম প | গ ম গ | প || সা ন ঋ | ম গ ম গ | ধ প | গ প ||

| প ম প | গ ন | ধ ন ধ | ঋ সা | র্সা | ন ধ ন ধ | র্সা ধ |

| প ম প | র্সা ধ | প ম প গ | ম ঋ ন | ঋ সা | ম গ ন |

| ধ র্সা | প ম | প | গ ম | গ ধ প | ম গ ম | ঋ সা | ম গ ম |

| ঋ সা | সা ঋ | গ ম গ | ম প | ন ধ | ন ঋ ন | ধ প | ন ধ

ন | র্সা ধ | ন ম | প | ঋ প ম | প গ | ম ঋ | সা | ধ ন | ধ ঋ |

| র্সা ধ | প ম প

পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলির সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি।

হাম্বীরের গঠনের জন্য এস্থলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে যথা :—(১) পূর্ব্বোক্ত নিয়মে দুই প্রকার 'ম' সুরের ব্যবহার। (২) ১ম চতুঃস্বারিক গ্রামে সা+গ, সা+ম, ঋ+ম, ম+ঋ, গ+সা এই সকল সুরান্তরের সচরাচর ব্যবহার। (৩) এই গ্রামে সা+ম, নি+ম, ঋ+ম, ম+ঋ, গ+নি এই সকল সুরান্তরের নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ব্যবহার ও পূর্ব্বোক্ত কতিপয় চতুঃস্বারিক বিন্যাসের নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ব্যবহার ও এই প্রথম গ্রামের বিন্যাসে ২য় গ্রামের নি ও প সুরের মিশ্রণ। (৪) ২য় চতুঃস্বারিক গ্রামে প+নি. ধ+সাঁ, সাঁ+ধ, নি+প, নি+ম এই সকল সুরান্তরের ব্যবহার, তন্মধ্যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প+নি ও নি+ম সুরান্তরের ব্যবহার। প ধ নি সাঁর স্থলে প নি ধ সাঁ বা প নি ধ নি সাঁ'র ব্যবহার ও ইহাতে ১ম গ্রামের ম ও ঋ এই দুইটি সুরের মিশ্রণ। (৫) গ+প, গ+ধ, গ+নি, ম+ধ, ম+ধ, ম+নি, ম+নি, ঋ+প, এই সকল সুরান্তরের দ্বারা অনুলোমে ১ম চতুঃস্বারিক গ্রাম হইতে ২য় চতুঃস্বারিক গ্রামে গমন ও ধ+গ, প+গ, প+ম, প+ঋ, এই সকল সুরান্তরের দ্বারা বিলোমে ২য় চতুঃস্বারিক গ্রাম হইতে ১ম চতুঃস্বারিক গ্রামে গমন এবং এই গ্রামে ম+ঋ, গ ঋ সা, গ ম ঋ সা, প গ ম ঋ সা এই সকলের দ্বারা সা সুরে অবতরণ। (৬) ইহার প্রকৃতি এই যে ইহার বিন্যাসের অধিকাংশ স্থলে উল্লম্ফনে সুর ব্যবহৃত হয় এবং ইহা প্রায় সর্ব্বদাই এক চতুঃস্বারিক গ্রাম হইতে অন্য চতুঃস্বারিক গ্রামে গমন করে।

হাম্বীরে পদের শেষ সুর।

হাম্বীরে পদের শেষে সা গ ম প ধ নি এই সকল সুর ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে প্রথমে পদের শেষে ব্যবহার্য্য সুরগুলি যদৃচ্ছাক্রমে কিয়দ্দূরান্তরে লিখিত হইতেছে যথা :—

১ প, ২ গ, ৩ নি, ৪ ধ, ৫ সাঁ, ৬ ম, ৭ সা,

অতঃপর এই সকল সুরের পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলি কেবল ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন ভাবে লিখিত হইতেছে যথা :—

১ সা ঋ গ ম প, ২ ধ প ম গ, ৩ গ ম প ধ নি, ৪ নি ধ,

৫ ধ নি সাঁ, ৬ নি ধ প ম, ৭ গ ঋ সা,

এক্ষণে এই সকল বিন্যাসে রাগ গঠনের পূর্ব্বোক্ত ২১টি সাধারণ নিয়ম অনুসারে বিচিত্রতা করিয়া লিখিত হইতেছে যথা :—

১

সা নি সা ঋ ম গ প ম ধ প, ধ প ম নি ধ প ম প ম গ,

২

৩

গ ম গ ধ প ম ধ নি, নি ধ প ম প গ ম নি ধ,

৪

৫

প ম প ধ সা নি ঋ সা, নি ধ নি প ম প গ ম,

৬

৭

ঋ প ম প গ ম ঋ সা,

পূর্ব্বোক্ত স্বরগ্রামের বিশ্লেষণ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, হাম্বীরে সুরগুলি সচরাচর উল্লম্ফনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এজন্য ১ম পদে অনুলোমে ঋ+ম, এই উল্লম্ফন ব্যবহৃত হইয়াছে এবং গ+প, ও ম+ধ এই দুইটি উল্লম্ফনের দ্বারা ১ম পদ ২য় গ্রামে গিয়াছে। ২য় পদে উল্লম্ফনে ম+নি ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইমন হইতে হাম্বীরকে রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃত ম' ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩য় পদে ১ম গ্রাম হইতে গ+ধ এই সুরান্তর ব্যবহৃত হইয়া ২য় গ্রামে গিয়াছে। ৪র্থ পদে ম ও ম সুরের ব্যবহারে ও প+গ এবং ম+নি এই দুইটি উল্লম্ফনের দ্বারা ও গ ম নি ধ বিন্যাসে পদ শেষ হওয়াতে হাম্বীরের রূপ স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে; কারণ অনেক সময় গ ম নি ধ বা গ ম ধ এইরূপ বিন্যাসগুলিতে পদ শেষ হইলেও হাম্বীরের রূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৫ম পদটিকে সম্পূর্ণভাবে ইমনে রাখা হইয়াছে। ৬ষ্ঠ পদের শেষে প্রকৃত ম ব্যবহারে হাম্বীরকে রক্ষা করা হইয়াছে এবং ৭ম পদে ঋ+প এই সুরান্তর ও প্রকৃত ম ব্যবহারে হাম্বীরের রূপ উত্তমরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহার অনুলোমের ও বিলোমের মিশ্রণে ছন্দবিশিষ্ট করিয়া আর একটি পদ গঠনের উদাহরণ লিখিত হইতেছে। শিক্ষার্থিরা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে এই সকল বিন্যাসের বিশ্লেষণ করিবেন।

হাম্বীর—কাওয়ালী।

সা ঋা গা মা । গা পা র্মা পা । পা গা মা ঋা । গা মা ধা ‖ না ধা না পা ।
র্মা পা গা মা । ধা পা র্মা ধা । পা র্মা পা । পা গা মা ঋা । পা র্মা পা ধা ।

না ধা না পা ধা । র্মা পা গা । ঋা পা র্মা পা । গা মা না ধা । পা র্মা
পা গা । মা ঋা সাঁ । সাঁ গাঁ ঋাঁ সাঁ । না সাঁ ধা পা । র্মা পা না ধা ।
পা মা গা ‖ গা মা না ধা । পা র্মা ধা পা । গা মা ঋা । না ঋা সা ‖

চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সাহায্যে পদ গঠন।

শিক্ষার্থিরা অতঃপর হাম্বীরের চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিবেন। তৎপরে যে বিন্যাসগুলির দ্বারা নিষিদ্ধ বিন্যাস, যে গুলিতে নিষিদ্ধ সুরান্তর বা একাধিক উল্লম্ফন না থাকিবে, সেইগুলি অপরিবর্ত্তিত ভাবে ব্যবহার করিবেন। ঐ সকল বিন্যাস ব্যবহার কালে ম' সুরগুলি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রকৃত বা কড়ি হইবে।

হাম্বীর—আলাপ।

সা না সা ঋা সাঁ, সা না ঋা মা গা মা গা র্মা পা, পা র্মা পা গা,

গা মা ঋা পা র্মা পা গা মা ঋা সাঁ, সা না সা না ধা সা না ঋা

সা গা ঋা সাঁ, সা মা পা র্মা পা গা মা ধা, পা র্মা গা র্মা ধা গা ধা

প ম গ, প ম প গ ম নি ধ নি প, প ম প গ, প ধ প

ম গ প, প ম প ধ নি ম ধ প গ ম ঋ সা, সা সা ঋ

সা ‖ অন্তরা ‖ সা ম গ ম প নি ধ সা, সা নি সা ধ প প ম

প গ, গ ম নি ধ নি গ ধ প, ঋ প ম প গ ম ঋ সা,

সা নি ঋ ম গ প গ নি ধ সা, ঋ সা ধ নি সা নি গ প

ম ধ, সা ম গ ম ঋ সা, সা নি সা নি ধ ঋ সা ধ প ম গ,

ঋ প ম প গ ম ঋ সা, সা সা ঋ সা ‖

হাম্বীর—কাওয়ালী।

০ ১ + ০

| সা নি ধ প | ম প গ ম | ধ নি ধ নি সা | নি ধ প |

০ ১ + ০

| প ম প | ধ নি ধ প | ম ধ গ প | গ ঋ সা ‖ অন্তরা ‖

| গ ম গ প | প ম প গ | গ ধ নি ধ র্সা | ধ নি প | প র্সা

নি ধ | ম ধ প গ | ঋ প ম প গ | ম ঋ সা |

১ম উপেজ।

| র্সা নি ধ প | ম প গ ম | ধ র্সা নি র্ঋ র্গ র্ঋ র্সা নি |

| র্সা ধ নি ধ প ম প ধ ||

২য় উপেজ।

| র্সা নি ধ প | ম প গ ম | সা ম গ প ম প ধ নি |

| র্সা নি র্ঋ র্সা নি ধ ম প ||

হাম্বীর—তেওরা।

| প প | প প | ম ধ প | গ | ম প | নি নি | ধ ধ | প প |
| ক ম | লা র | হৃ দ | য় | আঁ | ধা র | ক ম | লা র |

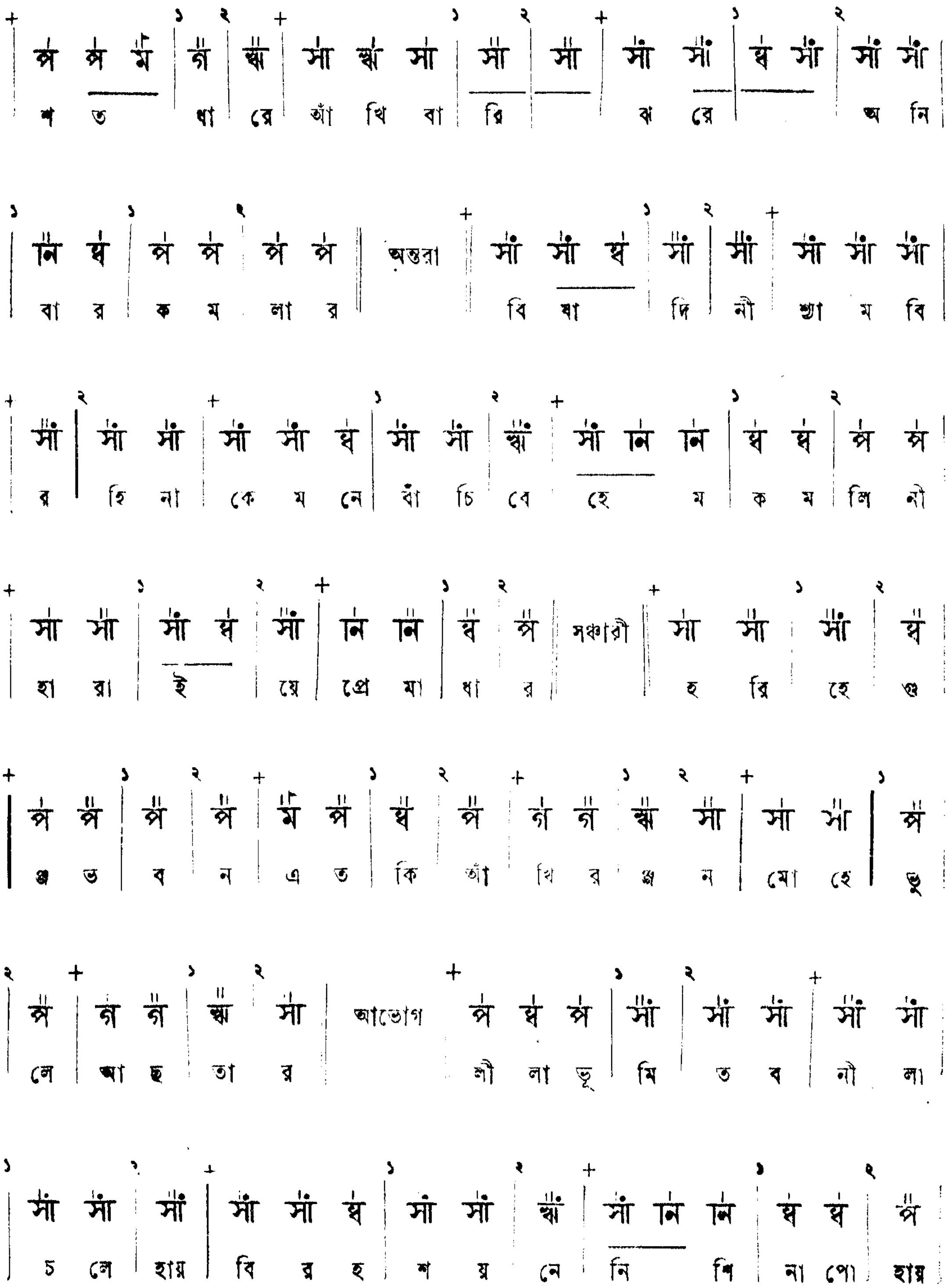
শ ত ধা রে আঁ খি বা রি ঝ রে অ নি
বা র ক ম লা র
অন্তরা
বি ষা দি নী শ্যা ম বি
র হি না কে ম নে বাঁ চি বে হে ম ক ম লি নী
হা রা ই য়ে প্রে মা ধা র
সঞ্চারী
হ রি হে গু
ণ ভ ব ন এ ত কি আঁ খি র ঞ্জ ন মো হে ভু
লে আ ছ তা র
আভোগ
লী লা ভূ মি ত ব নী লা
চ লে হায় বি র হ শ য় নে নি শি না পো হায়

+	১	২	+	১	২	+	১
গাঁ গাঁ গাঁ	ঋঁ	সাঁ সাঁ	নি নি ধ	পা	পা	মঁ ধঁ পাঁ	গা
কে বু ঝি	বে	হ রি	লী লা তো	মা	র	হৃ দ	য়

২	+
মঁ পা	নি ধ
আঁ	ধা র

হাম্বীরে ষড়জ সংক্রমণ।

ইহার ষড়জ সংক্রমণ প্রণালী ইমন বা কেদারার ন্যায়।

শ্যাম।

শ্যাম সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। ইহার ঠাট সা ঋ গ ম ম প ধ নি। ইহাতে কেদারার সমস্ত বিন্যাসই ব্যবহৃত হয়। তবে কেদারার সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহার পদ অনেক সময় গ ম ধ এইরূপে প্রকৃত ম ব্যবহৃত হইয়া শেষ হয় যথা:—প ম প গ ম ধ, কিন্তু কেদারায় এইরূপ না হইয়া সা নি সা ধ বা প ম ধ এইরূপে শেষ হয় যথা:—ম প ম ঋ সা নি সা ধ, বা সা নি সা ম গ প ম ধ।

শ্যামে ম+ধ এই স্বরান্তর সচরাচর ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কেদারায় সেরূপ না হইয়া ম+ধ ব্যবহৃত হয় যথা:—সা ম গ প ম+ধ প ম প হইয়া থাকে। শ্যামে সচরাচর গ ম প ব্যবহৃত হয় যথা:—সা ম গ ম প গ ম ঋ সা। কিন্তু কেদারায় উহার স্থলে গ প ম প হয়।

শ্যামের ন্যায় হাম্বীরে ও অনেক সময় গ ম ধ এইরূপে পদ শেষ হয়; কিন্তু হাম্বীরের সহিত শ্যামের প্রভেদ এই যে, শ্যামে হাম্বীরে ব্যবহার্য্য স্বরান্তর ঋ+প, প+ঋ, ঋ+ম ব্যবহৃত হয় না।

শ্যামে গ ম প গ ম ঋ সা এই বিন্যাস সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

ইহাতে গ ম প, প ম গ, গ ম ধ, ধ ম গ, এই সকল ব্যবহার করিতে হইলে সমস্ত ম'ই স্বাভাবিক হয় এবং এই সকল বিন্যাস সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইহাতে কেবল প ম প, গ ম ধ, ধ ম প, নি ম প নি ম ধ, এই সকল স্থলেই কড়ি ম ব্যবহৃত হয়।

শ্যামে কেদারার ন্যায় চতুঃস্বারিক গ্রামের অনুলোমে সা ম ও ইহার বিলোমে ম ঋ সা হইয়া থাকে।

শ্যামের সুরান্তর ও চতুঃস্বারিক বিন্যাস।

শ্যামের সুরান্তর ও চতুঃস্বারিক বিন্যাস অবিকল কেদারার ন্যায়, একন্য অনাবশ্যক বোধে এস্থলে ইহার সুরান্তর ও চতুঃস্বারিক বিন্যাস লিখিত হইল না।

শ্যামের কতিপয় বিন্যাস।

সা ম ম গ প ম প, গ ম ধ, ধ নি ধ সা নি ধ প, ধ

প ম প গ ম ঋ সা, প ম গ ম ধ, ধ নি ধ সা নি ধ প,

গ ম ধ প ম গ ম ঋ সা, সা নি সা ধ প ধ প ম প গ

ম গ ম ধ, নি ধ নি ঋ সা নি ধ নি ধ প, ||

শ্যামে পদের শেষে ব্যবহার্য্য সুর।

কেদারার ন্যায় শ্যামে ও সা ম প ধ নি এই কয়টি সুর পদের শেষে ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে এই সকল সুর কিয়দ্দূরান্তরে লিখিত হইয়া ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলি যতদূর সম্ভব ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন ভাবে লিখিত হইতেছে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ম,	সা,	প,	সা,	ধ,	ম,	নি,	প,	সা,

১	২	৩	৪
সা নি ধ প ম,	প ধ নি সা,	ঋ সা নি ধ প,	নি ধ প ম ঋ সা,

৫ ৬ ৭ ৮

সা ম গ ম ধ, সাঁ নি ধ প ম, গ ম প ধ নি, ঋঁ সাঁ নি ধ প,

৯

নি ধ প ম ঋ সা,

অতঃপর এই পদগুলিকে রাগ গঠনের ২১টি নিয়ম অনুসারে বিচিত্র করিয়া লিখিত হইতেছে।

১ ২

সাঁ নি সাঁ ধ নি ম ধ প ম, প ম গ ম ধ সাঁ নি সাঁ,

৩ ৪

ঋঁ সাঁ নি সাঁ ধ নি ম প, নি ধ ম ধ প ম গ ম প গ ম ঋ সা,

৫ ৬ ৭

সা ম গ ম প গ ম ধ, সাঁ নি ধ নি ধ প ম প ম, গ ম প ম প ধ নি,

৮ ৯

ঋঁ সাঁ নি সাঁ ধ নি প, প ম গ ম প গ ম ঋ সা,

পূর্ব্বোক্ত স্বরগ্রামের বিশ্লেষণ।

১ম পদে সমস্তই কেদারার বিন্যাস। ২য় পদে গ ম ধ থাকাতে শ্যামের বিন্যাস বুঝাইতেছে; কারণ কেদারায় ইহার স্থলে গ প ম ধ হয়। ৩য় পদে কেদারার বিন্যাস ব্যবহৃত হইয়াছে। ৪র্থ পদে কেদারায় অব্যবহার্য্য ও শ্যামে ব্যবহার্য্য গ ম প বিন্যাস থাকাতে শ্যামের রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ৫ম পদে শ্যামে ব্যবহার্য্য গ ম প ও কেদারায় পদের শেষে অব্যবহার্য্য অথচ শ্যামে পদের শেষে ব্যবহার্য্য গ ম ধ ব্যবহৃত হওয়াতে শ্যামের রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ৬ষ্ঠ পদে কেদারার বিন্যাস ব্যবহৃত হইয়াছে। ৭ম পদে গ ম প থাকাতে শ্যামের বিন্যাস হইয়াছে। ৮ম পদের বিন্যাসে এমন কিছুই নাই যদ্দারা শ্যামের বা কেদারার রূপ স্পষ্ট প্রকাশ পায়। ৯ম পদে গ ম প বিন্যাসের দ্বারা শ্যামের রূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সাহায্যে পদ গঠন।

শিক্ষার্থিরা অতঃপর চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিবেন। তৎপরে কেদারায় ব্যবহার্য্য বিন্যাসগুলি এই রাগে ও অপরিবর্ত্তিত ভাবে ব্যবহার করিবেন। এবং কেদারায় অব্যবহার্য্য বিন্যাসগুলি পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্যবহার করিবেন।

শ্যাম—আলাপ।

সা ন সা ম, গ ম প ম প, ম গ ম ধ ম প গ ম ঋ সা,

সা ম গ ম প গ ম ধ, ম প ধ ন ম ধ প ম, গ ম প গ

ম ঋ সা, সা সা ঋ সা, অন্তরা সা ম গ ম ধ ম প ধ

সাঁ ন ঋঁ সাঁ, সাঁ ন ধ ন সাঁ ঋঁ সাঁ সাঁ ন ধ ন ম ধ প ম,

ম গ ম প গ ম ঋ সা, সা সা ঋ সা।

শ্যাম—কাওয়ালী।

০ ১ + ৩ ০

| প ম গ ম | ধ ন ধ সাঁ | নঁ ধঁ পঁ গ ম | ধ | ম গ প |

১ + ৩ ০

| ম ধ প ন | ধঁ পঁ মঁ প গ | ম ঋ সা | অন্তরা | সা ন |

১ + ০ ●

| সা ম | গ প ম ধ | প ন ধঁ নঁ ধঁ | প ম গ | গঁ পঁ মঁ |

১ + ০

| ধ সা | ঋঁ সাঁ ধঁ ন প | ম গ ধ প | গঁ মঁ ঋঁ সা |

উপেজ।

| প ম গ ম | ধ ন ধ র্সা | প ম গ ম ধ ন র্সা ধ |

| ন র্ঋ র্সা ন ধ প র্ম ধ ||

শ্যাম—কাওয়ালী।

| ধ প ম গ ম | গ ম ধ ধ | ধ ন ধ র্সা ন | ধ প র্ম ধ প |
| বি ভা ব রী | বি রা জি ছে | উ র্মি লি তা | রা ন য় ন |

| র্সা ধ র্সা র্ঋ | র্সা ন র্সা ধ প | ম গ প র্ম ধ প | ম গ ম ঋ সা |
| চা রু চ ন্দ্রা | ধ রে যে ন্ | হা সি ছে ম | ধু রা ন ন্ |

অন্তরা || প র্ম ধ প র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা ন | ধ ন র্সা র্ঋ |
|| অ যু ত চ | ন্দ্র মা জ্যো তি | স ক লি যাঁ |

| র্সা ন র্সা ধ প | ম গ ম ধ | ন ধ র্সা ন ধ প | ম গ প র্ম |
| হা র ভা তি | সৌ ন্দ র্য্য স | ক লি তাঁ র | ভা স রে |

প | গ ম ঋ সা ||
আ | ন ন্দে মন ||

ইহা সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। ইহার ঠাট সা ঋ গ ম ম॑ প ধ নি। বেলাবলী সা ঋ গ ম ও প ধ নি সাঁ এই দুইটি চতুঃস্বারিক গ্রামে বিভক্ত হইয়া ইহার বিন্যাস গঠিত হয়। ইহাতে সা+গ এই স্বরান্তর প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

বেলাবলীতে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে স্বরের ব্যবহার।

ইহাতে স্বাভাবিক ম স্বরের ব্যবহার এইরূপে হইয়া থাকে যথা:—গ ম ঋ সা, গ ম ঋ গ, গ ম গ প, গ ঋ ম গ।

ইহাতে কড়ি ম এইরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে:—প ম॑ প গ, প ম॑ ধ প, ধ ম॑ প গ।

বেলাবলীতে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে স্বরান্তরের ব্যবহার।

(১) গ+ম।—এখানে ম'র পরে ঋ বা গ' হইবে কিন্তু প হইবে না এবং এই ম কড়ি হইবে না যথা:—গ+ম ঋ, গ+ম গ।

(২) ম+গ।—এখানে ম'র পূর্ব্বে ঋ বা গ হইবে কিন্তু প হইবে না এবং এই ম কড়ি হইবে না যথা:—ঋ ম+গ, গ ম+গ।

(৩) প+ম॑।—এখানে ম॑'র পরে প বা ধ হইবে; কিন্তু গ হইবে না এবং এই ম' স্বাভাবিক হইবে না যথা:—প+ম॑ প, প+ম॑ ধ।

(৪) ম॑+প।—এখানে ম॑'র পূর্ব্বে প, ধ বা নি হইবে কিন্তু গ হইবে না এবং এই ম॑ স্বাভাবিক হইবে না যথা:—প ম॑+প, ধ ম॑+প, নি ম॑+প।

(৫) ঋ+ম।—এখানে ম'র পরে গ হইবে কিন্তু প' হইবে না এবং এই ম' কড়ি হইবে না যথা:—ঋ+ম গ।

(৬) ম+ঋ।—এখানে ম'র পূর্ব্বে গ হইবে কিন্তু সা বা প হইবে না এবং এই ম কড়ি হইবে না যথা:—গ ম+ঋ।

(৭) ম॑+ধ।—এখানে ম॑'র পূর্ব্বে প বা নি হইবে কিন্তু গ হইবে না এবং এই ম॑ স্বাভাবিক হইবে না যথা:—প ম॑+ধ, নি+ম॑ ধ।

(৮) নি+ম॑।—এখানে ম॑'র পরে প বা ধ হইবে কিন্তু গ হইবে না এবং এই ম স্বাভাবিক হইবে না যথা:—নি+ম॑ প, নি+ম॑ ধ।

(৯) ম + নি।—এখানে ম'র পূর্ব্বে প হইবে কিন্তু গ হইবে না এবং এই ম স্বাভাবিক হইবে না যথা:—প ম + নি।

এক্ষণে শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে, বেলাবলীতে গ সুরের পর ম' ব্যবহৃত হইয়া প সুরে, বা প সুরের পর ম' ব্যবহৃত হইয়া গ সুরে যাইতে পারে না; অর্থাৎ গ ম প'র স্থলে গ ম গ প বা গ প ম প এবং প ম গ, বা প ম গ'র স্থলে প ম প গ বা ঋ প গ ম গ হইয়া থাকে।

বেলাবলীর নিষিদ্ধ সুরান্তর।

ইহাতে গ + ম, ম + প, প + ম, ম + গ, ঋ + ম, ম + ধ, ধ + ম, ম + ঋ, ম + নি, নি + ম এই সকল সুরান্তর ব্যবহৃত হয় না, কারণ গ' সুরের পূর্ব্বে বা পরে ঋ সুরের পূর্ব্বে বা পরে প্রকৃত ম হইবে। আর প সুরের পূর্ব্বে বা পরে, ধ' সুরের পূর্ব্বে বা পরে এবং নি সুরের পূর্ব্বে বা পরে ম কড়ি হইবে। ইহাতে সা + ম, ও ম + সা এই দুই সুরান্তর বড় ব্যবহৃত হয় না।

বেলাবলীতে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন চতুঃস্বারিকের ব্যবহার।

ইহাতে সা ঋ গ ম'র পরে প' সুরে যাইতে হইলে ম' সুরের পর গ' ব্যবহৃত হইয়া তৎপরে প সুরে যাইবে যথা:—সা ঋ গ ম গ প এবং নি ধ প ম'র পরে গ ব্যবহার করিতে হইলে ম সুরের পরে প' ব্যবহৃত হইয়া গ সুরে যাইবে। তবে এস্থলে ম কড়ি হইবে যথা:—নি ধ প ম প গ।

সুরান্তর।

দ্বিতীয়ান্তর।

অনুলোম।

সা + ঋ।— | সা + ঋ | গ ম | গ প | ম প ||

ঋ + গ।— | সা ঋ + | গ প | ম প | নি ধ ||

গ + ম।— | প গ + | ম ঋ | গ ম | গ প ||

বিলোম।

| র্সা + নি।—র্সা + নি | র্সা ধ | প ম | প ||

| নি + ধ।—র্সা নি র্সা | ধ নি + ধ | প ম ধ | প ||

| ধ + প।—র্সা নি র্সা | ধ + প | গ ম | ঋ সা ||

অনুলোম।

গ+ম।—ব্যবহার নাই; কারণ গ স্বরের পূর্ব্বে প্রকৃত ম হইবে।

ম+প।—ব্যবহার নাই, কারণ প স্বরের পূর্ব্বে বা পরে ম কড়ি হইবে।

ম+প।— প ম+ প গ ম ঋ সা

প+ধ।—প+ধ নি প ধ ম প

ধ+নি।—প ম ধ+নি প ম প

নি+সা।—সা নি+সা ধ প ম প গ ম ঋ সা

বিলোম।

প+ম।—প+ম প গ ঋ ম গ ঋ

প+ম।—ব্যবহার নাই; কারণ প' স্বরের পূর্ব্বে বা পরে ম কড়ি হইবে।

ম+গ।—ব্যবহার নাই; কারণ গ' স্বরের পূর্ব্বে বা পরে ম প্রকৃত হইবে।

ম+গ।—প গ ম+গ ম ঋ সা

গ+ঋ।—গ ম গ+ঋ সা গ ঋ সা

ঋ+সা।—প ম প গ ম ঋ+সা

তৃতীয়ান্তর।

অনুলোম।

সা+গ।—সা+গ ঋ প ম প নি ধ

ঋ+ম।—ম গ ঋ+ম গ ম ঋ সা

ঋ+ম।—ব্যবহার নাই; কারণ ঋ'র পূর্ব্বে বা পরে ম প্রকৃত হইবে।

গ+প।—গ+প ম প গ ম ঋ সা

ম+ধ।—ব্যবহার নাই; কারণ ধ স্বরের পূর্ব্বে বা পরে ম কড়ি হইবে।

ম+ধ।—প ম+ ধ ম প গ ম ঋ

বিলোম।

সা+ধ।—সা নি সা+ধ প ম প

নি+প।—প ধ নি+প ম ধ প গ

ধ+ম।—ধ+ম প গ ঋ প গ ঋ

ধ+ম।—ব্যবহার নাই; কারণ ধ স্বরের পূর্ব্বে বা পরে ম কড়ি হইবে।

প+গ।—প ম ধ প ম প+ গ ম ঋ সা

ম+ঋ।—ব্যবহার নাই; কারণ ঋ স্বরের পূর্ব্বে বা পরে ম প্রকৃত হইবে।

অনুলোম।

প+নি।—গ প+ | নি ধ | প ম | প ||

ধ+র্সা।—গ প | ম প | নি ধ+ | র্সা নি ||

নি+ঋ —র্সা নি+ | ঋ গ | ঋ র্সা | নি র্সা ||

বিলোম।

ম+ঋ।—প ম | প গ | ম+ঋ | সা ||

গ+সা।—প ম | প গ | ম ঋ | গ+সা ||

ঋ+নি।—প ম | ধ প | সা ঋ+ | নি সা ||

চতুর্থান্তর

অনুলোম।

সা+ম।—সা+ম | গ ঋ | গ ম | ঋ সা ||

স্বল্প ব্যবহৃত।

ঋ+প।—গ ঋ+ | প ম | প গ | ম ঋ ||

গ+ধ।—প গ+ | ধ ম | ধ র্সা | নি প ||

ম+নি।—ব্যবহার নাই; কারণ নি সুরের পূর্ব্বে বা পরে ম কড়ি হইবে।

ম+নি।—প প | ম+নি | ধ র্সা | ঋ র্সা ||

প+র্সা।—প ম | প+র্সা | নি র্সা | ধ প ||

ধ+ঋ।—র্সা ধ+ | ঋ র্সা | নি র্সা | ধ প ||

নি+গ —সা নি+ | গ ঋ | গ ম | ঋ সা ||

বিলোম।

র্সা+প।—র্সা ধ | নি র্সা+ | প ম | ধ প ||

নি+ম।—র্সা ধ নি+ | ম ধ প | গ ম ঋ | সা ||

নি+ম।—ব্যবহার নাই; কারণ নি সুরের পূর্ব্বে বা পরে ম কড়ি হইবে।

ধ+গ।—র্সা নি ধ+ | গ প ম | প গ ম | ঋ সা ||

প+ঋ।—ধ ম | প+ঋ | গ ম | ঋ সা ||

ম+সা —ব্যবহার নাই।

ম+সা —ম গ ম+ | সা গ ঋ | প ম প | গ ||

গ+নি —সা নি | ঋ গ+ | নি ঋ | সা ||

ঋ+ধ।—গ ম ঋ | +ধ সা নি | সা গ ঋ | গ ||

পঞ্চম বা অপেক্ষাকৃত বৃহদন্তরের সুর প্রায় বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হয়। এই সকলের মধ্যে যে দুই একটি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় তাহাদের উদাহরণ লিখিত হইতেছে।

পঞ্চমান্তর—অনুলোম।

নি+ম।—সা নি+ | ঋ গ | প ম | ধ প এস্থলে

নি ম গ'র স্থলে নি ম প হইলে ম কড়ি হইয়া থাকে।

সা+প।—সা+প | ম প | গ ম | ঋ সা ||

ম+সা।—গ প ম+ | সা নি সা ধ

পঞ্চমান্তর—বিলোম।

সা+ম।—ধ নি সা+ | ম ধ | প ম | প ||

ষষ্ঠান্তর—অনুলোম।

সা+ধ — সা+ধ | নি ধ | সা | নি সা ||

ম+ঋ।—প ম+ ঋ সা ধ নি ধ | প ||

চতুঃস্বারিক বিন্যাস।

অনুলোম।

সা ঋ গ'র পরে প স্বরে যাইতে হইলে সা ঋ গ প বা সা ঋ গ প ম প হইয়া থাকে। অনেক সময় সা ঋ গ'র স্থলে সা নি ঋ গ প, সা গ ম গ প এইরূপ ও হইয়া থাকে, কারণ গ ম প বিন্যাস ইহাতে ব্যবহৃত হয় না।

সা ঋ গ ম'র পরে প' স্বরে যাইতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত কারণে ম স্বর গ স্বরে নামিয়া তৎপরে প স্বরে গমন করিবে যথাঃ—সা ঋ গ ম গ প। অনেক স্থলে সা ঋ গ ম'র স্থলে সা ঋ গ প ম প, সা নি ঋ গ প বা সা গ ম গ প হইয়া থাকে; কারণ ইহাতে গ ম প ব্যবহৃত হয় না।

ঋ গ ম প'র স্থলে পূর্ব্বোক্ত কারণে ঋ গ প, ঋ গ প ম প, বা ঋ গ ম গ প হইয়া থাকে।

গ ম প ধ'র স্থলে পূর্ব্বোক্ত কারণে গ প ধ বা গ প ম ধ হয়।

ম প ধ নি'র স্থলে ম ধ প নি, ম প নি ধ বা গ প ধ নি হয়।

প ধ নি সা'র স্থলে প ধ নি ধ সা, বা প ধ প সা হইয়া থাকে।

ধ নি সা ঋ।—ব্যবহৃত হয়; কিন্তু অনেক স্থলে ধ সা নি ঋ হইয়া থাকে।

নি সা ঋ গ।— নি সা | ঋ গ | ম ঋ | গ ম ||

এক্ষণে শিক্ষার্থিরা স্মরণ রাখিবেন যে ক্রমোচ্চ চতুঃস্বারিক গুলির মধ্যে কেবল সা ঋ গ ম ধ নি সা ঋ ও নি সা ঋ গ এই তিনটি অপরিবর্ত্তিত ভাবে ব্যবহৃত হয়।

চতুঃস্বারিক বিন্যাস।

বিলোম।

র্সা নি ধ প অল্পই ব্যবহৃত হয়। ইহার স্থলে সচরাচর র্সা নি র্সা ধ প হয়, নি ধ প র্ম'র পরে গ ব্যবহার করিতে হইলে র্ম স্বর প স্বরে গিয়া তৎপরে গ স্বরে যাইবে যথা:—নি ধ প র্ম প গ কারণ প ম গ'র ব্যবহার নাই।

ধ প র্ম গ'র স্থলে ধ র্ম প গ, ধ র্ম প ঋ গ বা ধ প র্ম প গ হয়; কারণ ইহাতে প র্ম গ'র ব্যবহার নাই।

প র্ম গ ঋ'র স্থলে প র্ম প গ ঋ বা প গ ম ঋ হয়, কারণ ইহাতে প র্ম গ'র ব্যবহার নাই।

ম গ ঋ সা'র স্থলে ম গ ম ঋ সা বা গ ম ঋ সা হয়।

গ ঋ সা ন়ি'র স্থলে গ ম ঋ সা ন়ি হয়।

ঋ সা ন়ি ধ়'র স্থলে ঋ সা নি সা ধ হয়।

শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে ক্রমনিম্ন চতুঃস্বারিকের মধ্যে কেবল র্সা নি ধ প ও নি ধ প র্ম অপরিবর্ত্তিত ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

বেলাবলীর ১ম চতুঃস্বারিক গ্রাম।

ইহার ১ম চতুঃস্বারিক গ্রামে সা ঋ গ ম এই চারিটি স্বরের সকল প্রকার বিন্যাস ব্যবহৃত হইতে পারে। কখন কখন ইহার সহিত ২য় গ্রামের ন়ি স্বর যুক্ত থাকে যথা:—সা গ ঋ ন়ি ঋ সা, ন়ি গ ঋ সা, সা ন়ি ম গ, ন়ি ঋ গ ঋ ম গ ঋ সা। কখন কখন বা ২য় গ্রামের প' স্বর এই গ্রামের বিন্যাসে মিশ্রিত থাকে যথা:— সা ঋ গ ম ঋ প গ ম ঋ।

এক্ষণে বেলাবলীর ১ম গ্রামের কতিপয় বিন্যাস লিখিত হইতেছে। শিক্ষার্থিরা ঐগুলি মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে ১ম গ্রামের বিন্যাস সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞান লাভ করিবেন।

গ ম ঋ সা, ঋ গ ম ঋ সা, গ ঋ ম গ ঋ সা, সা গ ঋ ন়ি ঋ সা, সা ন়ি গ ঋ সা, সা গ ঋ সা, ন়ি সা গ ঋ গ ম ঋ সা, সা গ ম গ ঋ সা, সা ন়ি ঋ সা গ ঋ গ, সা ঋ গ ম ঋ, সা গ ম ঋ গ গ, ঋ গ ম গ গ, সা ঋ গ গ, সা গ

ম গ প, ঋ গ ঋ গ ম, গ ম ঋ গ ঋ ম গ, ঋ সা ঋ প,
গ ম ঋ গ,

বেলাবলীর দ্বিতীয় চতুঃস্বারিক গ্রাম।

ইহার ২য় চতুঃস্বারিক গ্রামে প ধ নি সাঁ'র স্থলে প ধ নি ধ সাঁ বা প ধ প সাঁ হয় এবং সাঁ নি ধ প'র স্থলে অনেক সময় সাঁ নি সাঁ ধ প হয়। নি ধ প ম´'র পরে গ'র স্থলে প হয় যথা:—নি ধ প ম´ প ও ধ প ম´ গ'র স্থলে ধ প ম´ প গ হয়; কারণ এই দুই স্থলে ম´ গ হয় না। বেলাবলীর ২য় গ্রামের বিন্যাস কল্যাণের বিন্যাসের ন্যায়। ইহার ২য় গ্রামের বিন্যাসের সহিত প্রায়ই ১ম গ্রামের ম´ সুর মিশ্রিত থাকে।

এক্ষণে বেলাবলীর ২য় গ্রামের কতিপয় বিন্যাস লিখিত হইতেছে। শিক্ষার্থিরা ঐ গুলি মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে ২য় গ্রামের বিন্যাস সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞান লাভ করিবেন।

প ম´ ধ ম´ প, ধ প ম´ প, প নি ধ সাঁ, সাঁ নি সাঁ ধ প,
প নি ধ নি সাঁ, প ধ ম´ প, প ম´ সাঁ, সাঁ নি ধ প ম´ ধ ম´ প,
প ম´ ধ প সাঁ, প ধ প সাঁ, প ধ নি ধ সাঁ, প ম´ নি ধ সাঁ,
প ম´ ধ প সাঁ নি সাঁ, প ধ নি ধ নি সাঁ, প ধ নি ধ সাঁ
নি সাঁ, ধ প ধ সাঁ, ধ প ম´ প ম´ সাঁ, প ম´ ধ সাঁ, ম´ প সাঁ,
প ধ প নি ধ সাঁ, ধ প নি সাঁ, প ধ নি ধ সাঁ, প ম´ প নি
ধ প ম´ প, প ধ প ম´ প, সাঁ ঋঁ সাঁ নি ধ প ম´ ধ ম´ প,
প নি ধ সাঁ নি সাঁ ধ প, প ম´ নি ধ সাঁ নি সাঁ,

প্রথম চতুঃস্বারিক গ্রামের বিন্যাস হইতে ২য় চতুঃস্বারিক গ্রামের বিন্যাসে গমন।

ইহার ১ম গ্রাম হইতে অনুলোমে ২য় গ্রামে যাইবার জন্য গ+প এই সুরান্তর প্রায় সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় যথা:—

গ+প —সা গ ম ঋ গ+প ম প, গ ম ঋ গ+প নি ধ সা, সা গ ঋ গ+প ধ নি ধ প, গ ম ঋ গ+

প ধ প ধ ম প, গ+প ম ধ প নি ধ নি প, সা গ ঋ ম গ+প ম ধ প।

এরূপ স্থলে অনেক সময় ঋ+প ব্যবহৃত হয় যথা :—

ঋ+প।—ম গ ঋ+প ম প নি ধ

২য় চতুঃস্বারিক গ্রামের বিন্যাস হইতে ১ম চতুঃস্বারিক বিন্যাসে গমন।

২য় চতুঃস্বারিক গ্রামের বিন্যাস হইতে বিলোমে ১ম চতুঃস্বারিক গ্রামের বিন্যাসে যাইবার জন্য প+গ স্বরান্তর প্রায় সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় যথা :—

প+গ —সা ধ প ম প+গ ঋ গ ম ঋ, প ম ধ প+গ ঋ গ, ধ প ম প+গ ম ঋ সা, নি সা ধ প ম প+গ ঋ গ ম ঋ সা,

এরূপ স্থলে অনেক সময় প+ঋ এই স্বরান্তর ব্যবহৃত হয় যথা :—

প+ঋ।—ধ ম প+ঋ গ ম ঋ সা

বেলাবলীর বিশ্লেষণ।

ইহার স্বরগ্রামে মধ্যে মধ্যে কল্যাণের বিন্যাস পাওয়া যায় যথা :—

সা ঋ সা নি ধ প ম ধ ম প গ, গ প ম ধ প নি ধ প ম প, প ম প ধ ম প গ ঋ গ ঋ সা, ঋ নি সা নি সা ধ প ধ ম প, সা ধ প ধ প ম প, নি সা ধ প ধ ম প, ইত্যাদি। ইহাতে যে যে স্থানে কড়ি ম ও প্রকৃত ম ব্যবহৃত হয় তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইহাতে প্রকৃত বা কড়ি ম স্বর প ও গ স্বরের মধ্যে অথবা ধ ও গ স্বরের মধ্যে ব্যবহৃত হয় না।

বেলাবলীতে কল্যাণের ভাব দূর করিবার জন্য প্রকৃত ম স্বরের ব্যবহার।

বেলাবলীতে পূর্ব্বোক্ত বিন্যাস গুলির দ্বারা যাহাতে কল্যাণের ভাব না আসে সেজন্য প্রকৃত 'ম' স্বর গ ও ঋ'র মধ্যস্থলে (যথা :—গ ম ঋ), ঋ ও প'র মধ্যস্থলে (যথা :—ঋ ম প) ও দুইটি প'র মধ্যস্থলে (যথা :— প ম প) ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বেলাবলীতে কল্যাণের ভাব দূর করিবার জন্য বিন্যাসের ব্যবহার।

ইহাতে কল্যাণের ভাব দূর করিবার জন্য এই সকল বিন্যাস ও ব্যবহৃত হয় যথা ঃ—সা ঋ গ ম ঋ সা, গ ম ঋ গ ম ঋ সা, প গ ঋ গ ম ঋ সা, গ ম ঋ গ প, সা গ ম ঋ গ প, গ ঋ ম গ ঋ সা,

বেলাবলীর সহিত কতিপয় রাগের প্রভেদ।

শিক্ষার্থিরা দেখিয়াছেন যে এই রাগের ১ম গ্রামে প্রকৃত ম এবং ২য় গ্রামে কড়ি ম ব্যবহৃত হইয়াছে ; কিন্তু এইরূপ দুই ম আরও কতিপয় রাগে ব্যবহৃত হয় যথা ঃ—ইমনকল্যাণে, কেদারায়, গৌউড় সারঙ্গে, হাম্বীরে ; কিন্তু এই সকল রাগের মধ্যে বিভিন্ন সুরান্তরের ও বিভিন্ন বিন্যাসের ব্যবহারের দ্বারা ইহারা পরস্পর হইতে বিভিন্ন হইয়াছে। শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে, এই সকল রাগের ২য় গ্রামের বিন্যাসের মধ্যে বড় একটা প্রভেদ না থাকিলেও কেবল ১ম গ্রামের বিন্যাসে যাহা কিছু প্রভেদ আছে সেগুলি সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

ইমন কল্যাণ।—ইহাতে ঋ+ম, ম+ঋ, সা+ম এই সকল সুরান্তর ব্যবহৃত হয় না কিন্তু বেলাবলীতে হয়।

কেদারা।—ইহাতে সা+গ, ঋ+ম, গ+ঋ, গ+সা এই সকল সুরান্তর ব্যবহৃত হয় না কিন্তু বেলাবলীতে হয়।

গৌউড় সারঙ্গ।—ইহাতে সা ঋ গ'র স্থলে সা গ হয় কিন্তু বেলাবলীতে সা ঋ গ হয়।

হাম্বীর।—ইহাতে ম+ধ, ম+নি, গ+ধ, গ+নি, ঋ+গ এই সকল সুরান্তর সচরাচর ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বেলাবলীতে হয় না।

বেলাবলীতে ব্যবহার্য্য কতিপয় বিন্যাস।

ধ প ম প গ ম ঋ সা, সা গ প ম ধ প, সা ঋ গ ম ঋ
সা, সাঁ নি ঋঁ সাঁ নি সাঁ ধ প, প ম প গ ম ঋ গ,
প ম প ঋ গ ম ঋ সা, সা গ ঋ গ প ম ধ প, সা গ
প ম ধ প, সা গ ঋ নি ঋ সা, সা গ ম ঋ গ প ম প,
নি ধ প ম প গ ম ঋ গ, প ম ধ ম প গ ম ঋ গ, গ
ঋ ম গ ঋ সা,

বেলাবলীর পদের শেষ সুর।

বেলাবলীতে পদের শেষে সা ঋ গ প ধ এই পাঁচ সুর ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে এই কয়টি সুর যদৃচ্ছাক্রমে কিয়দ্দূরান্তরে লিখিয়া ইহাদের পূর্ব্বের পদগুলি প্রথমে ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন ভাবে পূরণ করিয়া লিখিত হইতেছে। তবে যে যে স্থলে ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন গতি অব্যবহার্য্য কেবল সেই সেই স্থলে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া বিন্যাসগুলি লিখিত হইয়াছে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
প	ঋ	ধ	গ	সাঁ	প	সা

১ সা ঋ গ ম গ প, ২ প গ ম ঋ, ৩ গ প ম প ধ, ৪ ধ প ম প গ,

৫ গ প ম প ধ নি ধ সাঁ, ৬ সাঁ নি সাঁ ধ প, ৭ প গ ম ঋ সা,

বেলাবলীতে গ ম প অব্যবহার্য্য ; এজন্য ১ম পদে সা ঋ গ ম প'র স্থলে সা ঋ গ ম গ প হইয়াছে। গ ম প অব্যবহার্য্য ; এজন্য ৩য় পদে গ ম প ধ'র স্থলে গ প ম প ধ হইয়াছে। প ম গ অব্যবহার্য্য, এজন্য ৪র্থ পদে ধ প ম গ'র স্থলে ধ প ম প গ হইয়াছে। ইহাতে গ ম প ও প ধ নি সাঁ অব্যবহার্য্য ; এজন্য ৫ম পদে গ ম প ধ নি সাঁ'র স্থলে গ প ম প ধ নি ধ সাঁ হইয়াছে। সাঁ নি ধ প অব্যবহার্য্য ; এজন্য ৬ষ্ঠ পদে তৎ-পরিবর্ত্তে সাঁ নি সাঁ ধ প হইয়াছে। প ম গ অব্যবহার্য্য ; এজন্য ৭ম পদে প ম গ ঋ সা'র স্থলে প গ ম ঋ সা হইয়াছে। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত স্বরগ্রামে রাগ গঠনের ২১টি সাধারণ নিয়মানুসারে (১) অনুলোম ও বিলোম গতির মিশ্রণ, (২) ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন গতির সহিত উল্লম্ফনে সুরের ব্যবহার, (৩) বিচিত্রতার জন্য স্থানে স্থানে পর পর সুরের পুনরাবৃত্তি, ও (৪) বিভিন্ন মাত্রাযোগে ছন্দের বিচিত্রতা করিয়া লিখিত হইতেছে।

শিক্ষার্থিরা দেখিবেন যে এই উদাহরণে বেলাবলীর কোন প্রকার নিষিদ্ধ সুরান্তর বা বিন্যাস কিম্বা একই সুরের অনতিদূরে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার নাই।

১ সা ঋ গ ঋ ম গ ঋ গ ম গ প ম প প, ২ প ম প গ প গ ম ঋ,

৩ গ ম গ প ম প গ ম গ প ম প ধ, ৪ ধ প ম ধ প গ ম ঋ গ প ম প প গ,

৫

গ প ম প ধ প ম প গ ম ঋ গ প ম প ধ নি ধ প ম প ধ নি ধ সা,

৬ ৭

সা নি ধ সা নি ধ ম ধ প, প ম প গ ম ঋ গ ঋ সা,

বেলাবলীতে চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সাহায্যে পদ গঠন।

শিক্ষার্থিরা অতঃপর চতুঃস্বারিক বিন্যাসের সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিবেন। তৎপরে যে গুলিতে বেলাবলীর অব্যবহার্য্য সুরান্তর বা বিন্যাস অথবা একাধিক উল্লম্ফন থাকিবে, সেইগুলি ব্যবহারের আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্যবহার করিবেন এবং যে গুলিতে ঐ সকল দোষ না থাকিবে সেইগুলি অপরিবর্ত্তিত ভাবে ব্যবহার করিবেন।

বেলাবলী—আলাপ।

সা নি সা ঋ গ ম ঋ সা, সা নি সা নি ধ নি ধ নি সা,

সা নি সা গ ঋ নি ঋ সা, সা গ ম ঋ গ প ম প, নি ধ

প ম প গ ম ঋ, ঋ গ ঋ ম গ ঋ সা, সা গ ঋ গ প ধ নি ধ

প গ ম ঋ গ ম ঋ সা, সা সা সা ঋ সা ‖ অন্তরা ‖ গ প ম

ধ প নি ধ সা, সা ঋ সা নি সা ধ ম ধ প, সা ঋ গ ম

ঋ সা নি সা ধ প ম প গ, গ প ধ ম প ধ প ম প গ

ম ঋ সা সা সা ঋ সা, ‖

বেলাবলী—কাওয়ালী।

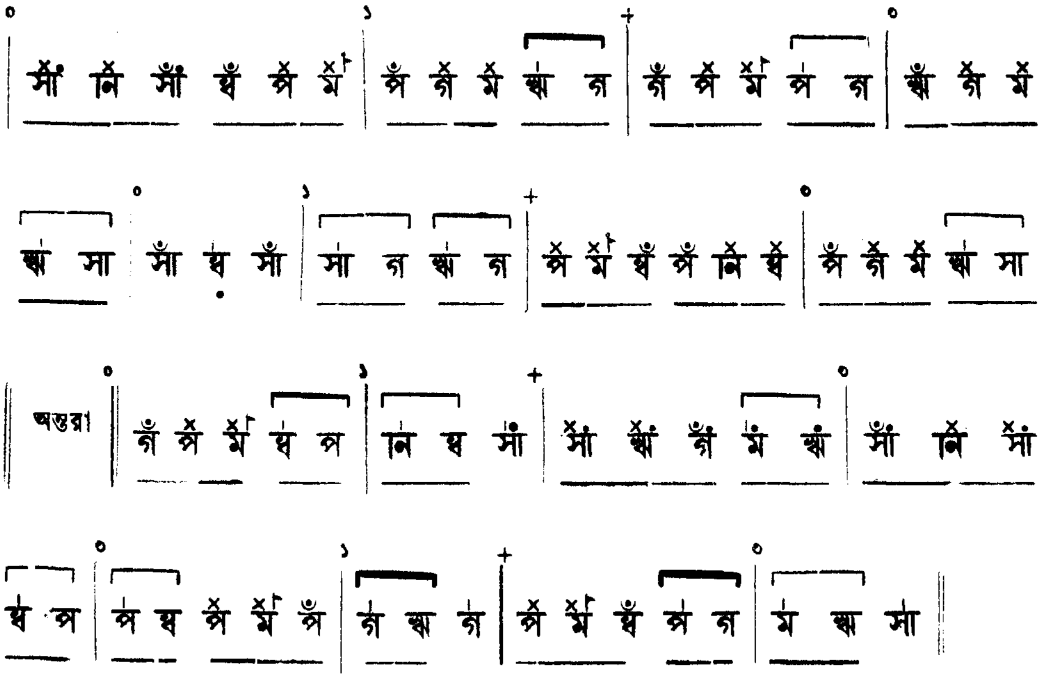

বেলাবলী—একতালা।

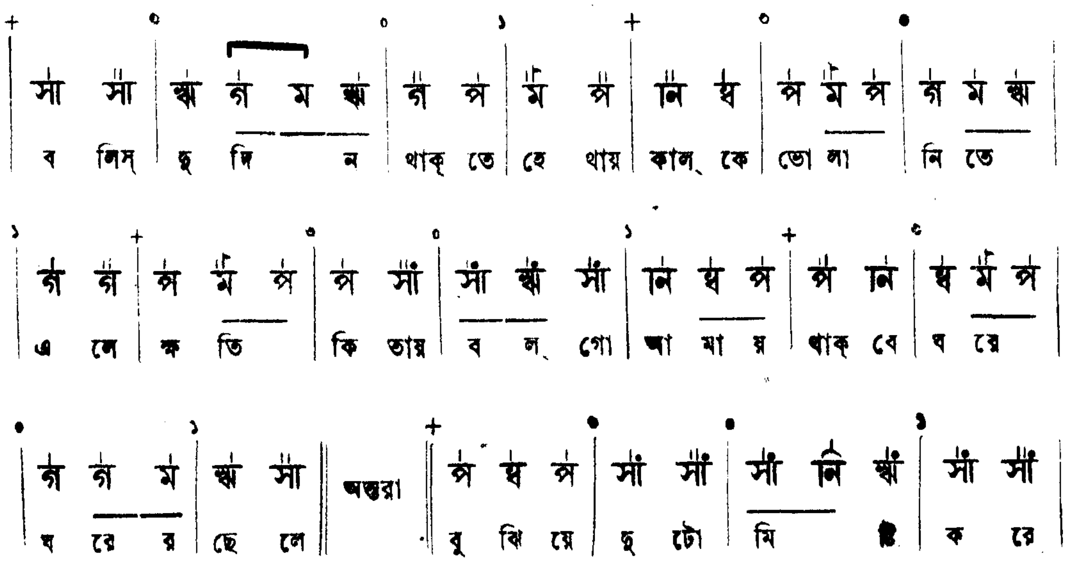

| সা সা ঋা | গা মা ঋা | সা না সা | ধা পা | সা সা না | ধা পা |
| ভু লি য়ে | তা রে | রা খি স্ | ধ রে | ম নে র | ম তন |

| পা মা ধা | মা পা | গা ঋা | গা পা | গা -গা মা | ঋা সা ||
| পে লে | প রে | থাক্ বে | ভু লে | নে চে | খে লে ||

বেলাবলী—কাওয়ালী।

| সা না সা ধা | পা মা পা গা | গা মা ঋা ঋা | গা পা পা পা |
| ঐ দে খ | ভা নু ক্র মে | ম ধ্যা কা শে | বি রা জি ল |

| গা গা মা ঋা | গা পা মা ধা | না ধা পা মা পা | গা মা ঋা সা |
| ন দী স র | সী স লি ল | তাঁ র তে জে | উ জ লি ল |

|| অন্তরা। || পা ধা পা মা পা | সা সা সা সা | সা না ধা ধা | ধা না
|| || প্র খ র ক | র প্র ভা বে | অ ব স ন্ন | স বে

ধা পা | পা মা ধা মা | পা পা গা গা | গা ঋা গা পা | মা ধা পা পা |
ভ বে | ন লি নী হা | সে গ র বে | পা খী নী ড়ে | প্র বে শি ল |

১				+					০			
সাঁ সাঁ	গঁ ঋঁ	সাঁ ন	সাঁ	সাঁ	নঁ সাঁ	ধ প			পঁ	মঁ	পঁ	গ
প ব	ন পা	ব ক	তুল	অ	র	অ র			অ	লি		কুল

০		১		+			০	
ন ঋ	গ ঋ	গ প	প প	ন ধ	পঁ	মঁ পঁ	গ ম	ঋ সা
হে র	বি প্র	কা শি	ব ল	কে তো	মা	রে	প্র ভা	দি ল

বৃন্দাবনী সারঙ্গ।

বৃন্দাবনী সারঙ্গ ওড়ব জাতীয় রাগ। ইহার ঠাট সা ঋ ম প নি। ইহার বিন্যাসের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই; অর্থাৎ ইহাতে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি স্বরে গঠিত যে কোন স্বরান্তর ও যে কোন বিন্যাস ব্যবহৃত হইতে পারে। তবে ইহাতে ব্যবহৃত স্বরগুলি যত স্বল্পান্তর বিশিষ্ট হয়, ততই উত্তম।

বৃন্দাবনী সারঙ্গের স্বরান্তর।

২য়ান্তর		৩য়ান্তর		৪র্থান্তর	
অনুলোম	বিলোম	অনুলোম	বিলোম	অনুলোম	বিলোম
সা + ঋ	র্সা + নি	ঋ + ম	নি + প	সা + ম	র্সা + প
ম + প	প + ম	প + নি	ম + ঋ	ঋ + প	নি + ম
নি + র্সা	ঋ + সা	নি + র্ঋ	ঋ + নি̣	ম + নি	প + ঋ
				প + র্সা	ম + সা

৫মান্তর		৬ষ্ঠান্তর	
অনুলোম	বিলোম	অনুলোম	বিলোম
সা + প	র্সা + ম	ঋ + নি	নি + ঋ
ম + র্সা	প + সা	ম + র্ঋ	প + নি̣
প + র্ঋ	ম + নি̣	নি̣ + প	ঋ + ম̣
নি̣ + ম	ঋ + প̣		

চতুঃস্বারিক বিন্যাস।

ইহার চতুঃস্বারিক বিন্যাসের মধ্যে সা ঋ ম প, ঋ ম প নি, ম প নি সাঁ, প নি সাঁ ঋঁ ও নি় সা ঋ ম এই পাঁচটি ও ইহাদের প্রত্যেকের ২৪টি বিভিন্ন বিন্যাস ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে যে বিন্যাসে ৪র্থ, ৫ম বা ৬ষ্ঠান্তরের স্বর অথবা পর পর ৩য়ান্তর অপেক্ষা বৃহৎ অন্তর বিশিষ্ট স্বর থাকে সেই সকল বিন্যাস প্রায় অপরিবর্ত্তিত ভাবে ব্যবহৃত হয় না।

বৃন্দাবনী সারঙ্গে পদের শেষ স্বর।

ইহার পদের শেষে সা ঋ ম প নি এই পাঁচটি স্বরই ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে এই কয়টি স্বর যদৃচ্ছাক্রমে কিয়দ্দূরান্তরে লিখিত হইতেছে যথা :—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
প,	সা,	ম়,	ম,	ঋঁ,	প,	সা,	নি,	সা, ।

এক্ষণে ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলি প্রথমে যতদূর সম্ভব ক্রমোচ্চ ও ক্রমোনিম্ন ভাবে পূরণ করিয়া লিখিত হইতেছে যথা :—

১ ২ ৩ ৪

সা ঋ ম প, নি প ম ঋ সা, সা নি প ম, প নি সা ঋ ম,

৫ ৬ ৭ ৮ ৯

ম প নি সা ঋ, ঋ সা নি প, নি প ম ঋ সা, ঋ ম প নি, প ম ঋ সা,

অতঃপর এই স্বরগ্রামে রাগ গঠনের পূর্ব্বোক্ত ২১টি সাধারণ নিয়ম অনুসারে বিচিত্রতা করিয়া লিখিত হইতেছে

১

সা নি সা ঋ ম ঋ সা নি ঋ সা ঋ ম ঋ প ম প,

২ ৩

নি প নি প ম ঋ প ম ঋ সা, সা নি সা নি প নি প ম,

৪ ৫

প নি প নি সা ঋ ম ঋ প ম, ম প নি প নি প ম প নি সা ঋ,

৬ ৭ ৮ ৯

ঋ সা ঋ নি প ম প, নি প ম প ম ঋ সা, ঋ সা ঋ ম প ম প নি,

১

প ম ঋ প ম ঋ সা,।

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—আলাপ।

সা নি সা ঋ নি ঋ সা নি প, ম প নি ম প নি সা ঋ,

সা ঋ ম ঋ ম ঋ প ম ঋ সা, নি সা ঋ ম প ম প নি ম প,

প ম প নি ম প ম ঋ ম ঋ প ম ঋ ম ঋ সা, সা সা নি সা ঋ ' সা,

‖ অন্তরা ‖ সা ঋ ম ঋ ম প ম প নি সা, সা ঋ নি ঋ সা নি প নি ম প,

ম ঋ সা ঋ সা নি প নি ম প ম, প ম ঋ প ম প ম ঋ ম ঋ সা,

সা সা নি সা ঋ ' সা, ‖

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—কাওয়ালী।

১ + ০

| সা নি সা ঋ ম | প ম প | ম প নি প ম | ঋ প ম ঋ সা |

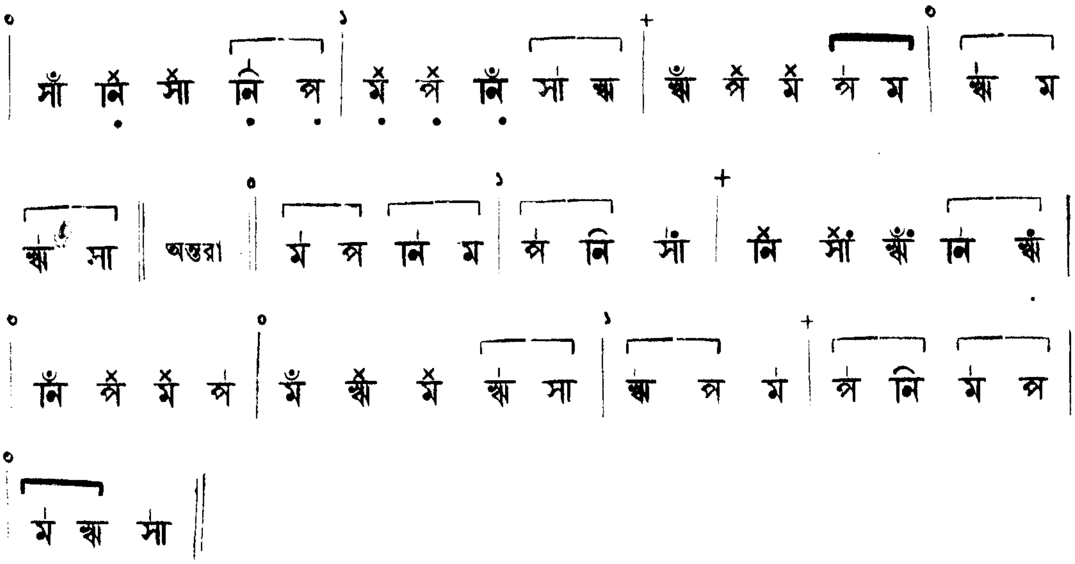

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—কাওয়ালী।

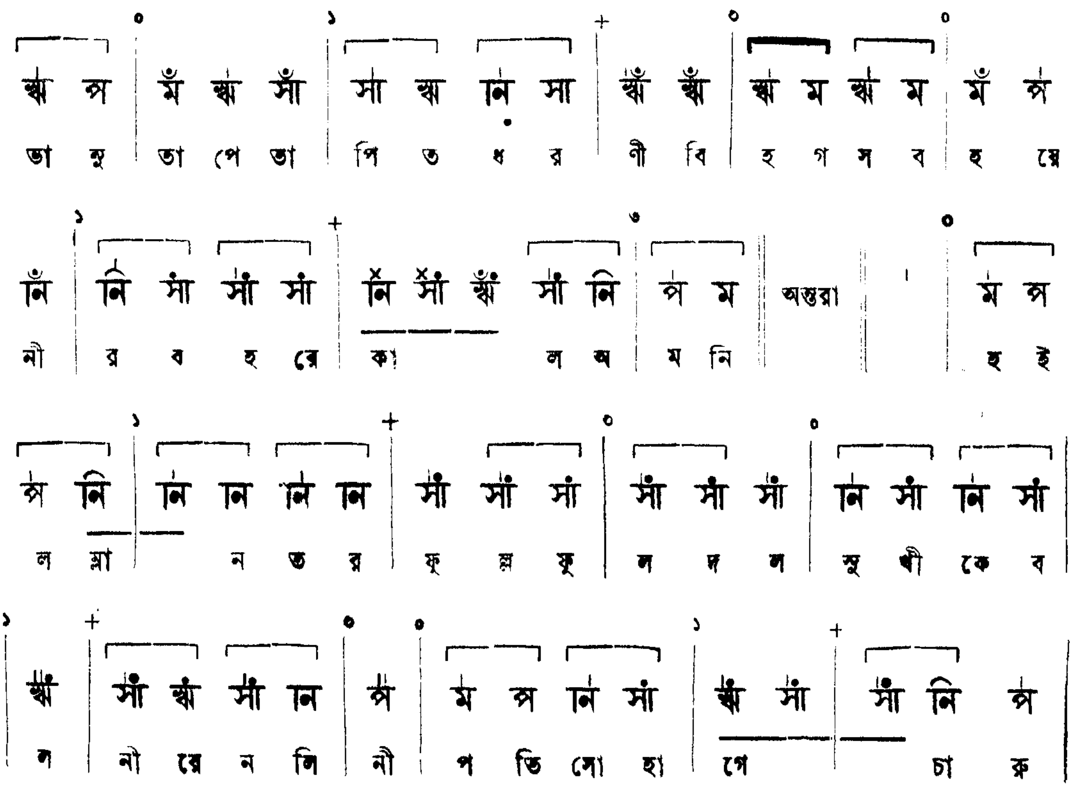

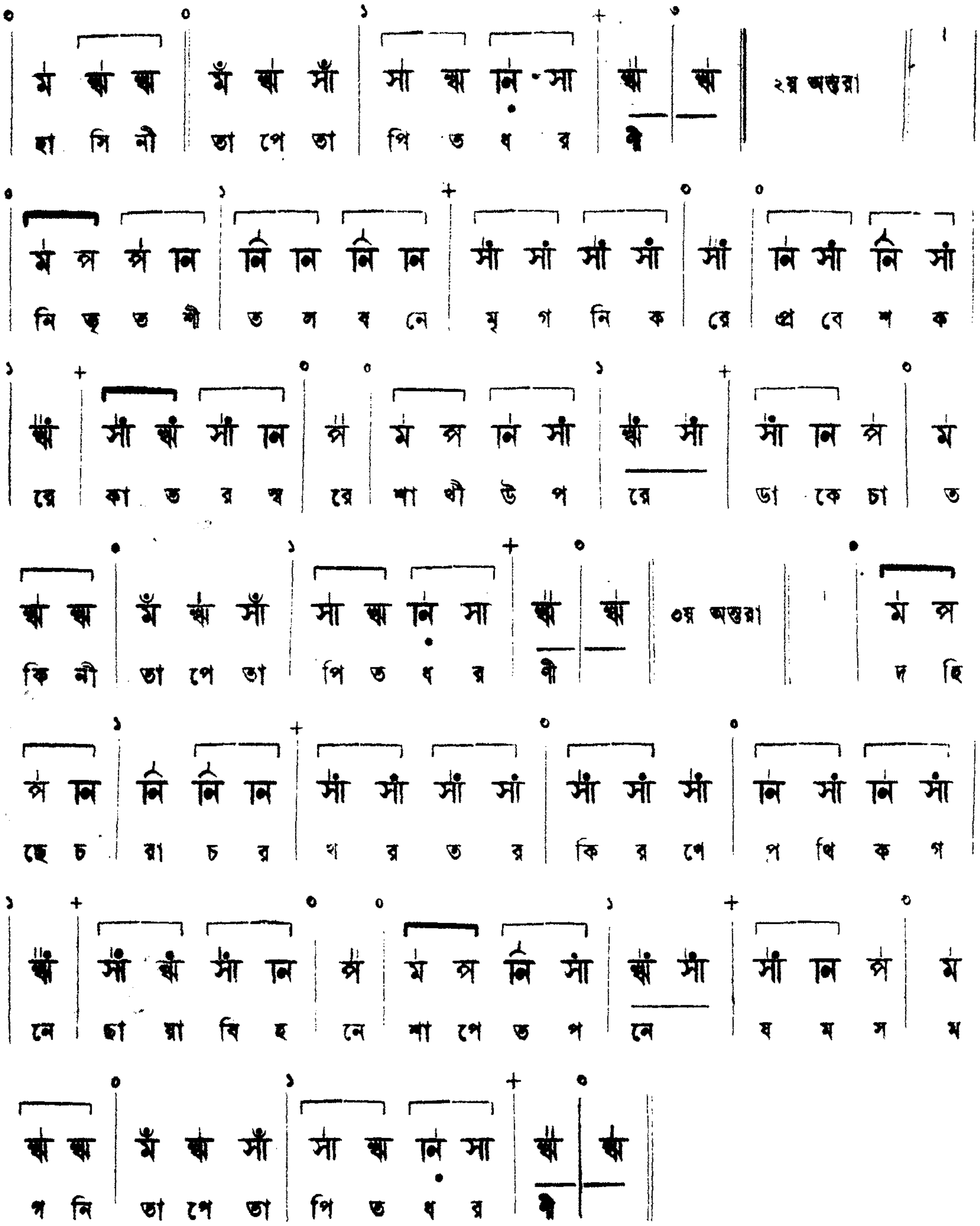
২য় অন্তরা
৩য় অন্তরা